কবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না ?



মূল ঃ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

কবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না?

ঃ মূল ঃ

মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

ঃ অনুবাদ ঃ

খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহঃ)

AT-TAWHEED PROKASONI

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

প্রকাশনায় : আত্-তাওহীদ প্রকাশনী
: আবাসিক ভবন, মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া
: ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
: মোবাইল - ০১৭১২-৫৪৯৯৫৬

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইংরেজী
: রবিউস সানি ১৪৩৪ হিজরী
: ফাল্গুন ১৪১৯ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ : আত্-তাওহীদ কম্পিউটার্স, ঢাকা।

মুদ্রণে : মজিবর প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং
: ১৯৪/২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।
: মোবাইল ০১৭৪০-৫৬১০৩৫

মূল্য : ৭৫/= [পঁচাত্তর টাকা]

ISBN. NO : 984-8419-01-4

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلی علی رسوله الكريم أما بعد!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ ﴿ وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰه فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللّٰه اَحَدًا ﴾

"সাজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্য কাজেই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বাহ করো না।"

(সূরা জ্বিন ১৮)

ইসলামে প্রবেশ করতে হলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত, মাবুদ নেই এই কালেমার ভিতর দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। এ ছাড়া ইসলামে প্রবেশ করার অন্য কোন রাস্তা খোলা নাই। মাসজিদ সমূহ নির্মিত হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করার জন্য, একমাত্র তাঁকেই ডাকার জন্য। তাঁর সঙ্গে কোন নাবীকেও ডাকা যাবে না, কোন শহীদ, ইমাম, পীর, ওয়ালী, বুজর্গ কাউকে ডাকা যাবে না। মাসজিদে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কোনভাবেই আহ্বান করা যাবে না। দুঃখের বিষয় তাওহীদ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশের বহু স্থানে কবর মাযার ভিত্তিক মাসজিদ এবং মাসজিদ ভিত্তিক কবর মাযার গড়ে উঠেছে। এসব স্থানে আগমন করা মাত্র তাওহীদের একাগ্রতা ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয়ে যায়। যারা এখানে কবর মাযারের উদ্দেশে আসে তারা তো মৃতদেরকে ডাকার উদ্দেশ্যেই আসে। অতঃপর কবর সংলগ্ন মাসজিদে ঢুকে সলাত পড়লেও এদের মন পড়ে থাকে মাসজিদের পার্শ্ববর্তী কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট। এখানে সলাতের মধ্যে কিয়াম, রুকু ও সাজদাহ্র প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ডাকার সাথে সাথে তারা ঐ মৃত ব্যক্তিকেও ডাকতে থাকে, তার কাছে সাহায্য চায়, কিংবা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য কবরস্থ ব্যক্তিকে ওয়াসীলা বানায়। এটা যে সম্পূর্ণ শিরক এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মাসজিদ সমূহ খালেসভাবে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হতে হবে। কবরবাসীকে ডাকতে আসার সুযোগে এখানে আল্লাহকে একটু ডেকে নেই এ রকম চিন্তা বা এ রকম 'আমল সবই শিরক। এজন্যই আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পার্শ্বে মাসজিদ বা মাসজিদের পার্শ্বে কবর বানাতে নিষেধ করেছেন। আমাদের অজ্ঞতার কারণে একই সুযোগে রথ দেখা ও কলা বেচার বন্দোবস্ত আমরা করে রেখেছি। শির্ক-যুক্ত এহেন ইবাদাত কস্মিনকালেও আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴾

"আল্লাহ শির্কের গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য গুনাহ আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"

(সূরা আন-নিসা ৪৮)

শির্ক মিশ্রিত ইবাদাতের এই ভয়াবহ প্রচলন দেখেই এ থেকে মুসলিম নর-নারীকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে আমি জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানীর লিখিত « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। গ্রন্থটিতে যে কোন প্রকারের ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রকৃত ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে নিতে ইনশা-আল্লাহ কোন কার্পণ্য করব না।

আল্লাহ যেন যাবতীয় শির্কযুক্ত আকীদাহ ও আমল থেকে আমাদের রক্ষা করেন এবং এখলাসের সঙ্গে তাঁর ইবাদাত করে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের তাওফীক দান করেন। আমীন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মহান আল্লাহ বলেন ঃ ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

তুমি সত্যিকার কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। (সূরা আল-'আরাফ ১৭৬)

নাম ঃ আবূ আবদির রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। পিতার নাম শাইখ নূহ নাজাতী আলবানী। আলবানিয়ায় তাঁর জন্ম হয় বলে আলবানী নামে অভিহিত। আলবানিয়া ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুসিত দেশ।

জন্ম ঃ বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ১৯১৪ ঈসায়ী আলবানিয়ার তৎকালীন রাজধানী আশকুদ্‌রাহতে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আলবানীর পিতা নূহ নাজাতী একজন হানাফী আলিম ছিলেন। তিনি তার পরিবারসহ সিরিয়ার দামিশ্‌ক হিজরত করেন। তাঁর পিতার মত মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীরও হিজরতের ধারা চলে। প্রতিপক্ষের জ্বালাতনে আল্লামা আলবানী প্রথমে দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। অতঃপর আম্মান থেকে আবার দামিশ্‌ক, দামিশ্‌ক থেকে বৈরুত, বৈরুত থেকে আরব আমিরাতে, সেখান থেকে দামিশ্‌কে, আবার দামিশ্‌ক থেকে আম্মানে হিজরত করেন। জীবনের শেষ বিশ বছর তিনি আম্মানেই ছিলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্‌কের এক মাদ্‌রাসা "আল ইসআ-ফুল খাইরিয়্যাহ"তে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। অতঃপর তাঁর পিতার নিকট হতে মুখতাছার কুদুরী পড়েন। তার পর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল বুরহানীর নিকট তিনি হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ নূরুল ইযাহ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিল ফালাহ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি কিতাব পড়েন।

আল্লামা আলবানীর পিতা সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে সূফীদের খানকাতে ও মাযারে নিয়ে যেতেন। ফলে তার আরবী কিস্‌সা, যেমন যা-হির আন্তারা ও আল মালিক সাইফ প্রভৃতি পড়াশুনার প্রতি ঝুক ছিল। পোল্যান্ডের অনুবাদ কাহিনী কার্সেন ও লোবেন পড়াশুনায় তার কেন্দ্রবিন্দু হয়। অবশেষে মিশরের আল্লামা রশীদ রেযা সম্পাদিত আলমানার ম্যাগাজিন তার জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। তাতে তিনি ইমাম গাযালীর ইহ্ইয়াউ উলুম্মিদীন গ্রন্থ হতে জাল ও যঈফ হাদীস পড়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর জন্য কুরআন, হাদীসের ইল্‌মের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা আলবানী যৌবনের প্রথমদিকে কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তিনি তার পিতার পেশা ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখে তাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই তাঁর এ কাজ করতে হয়েছিল। এর ফাঁকে ফাঁকেই তিনি হাদীস শেখার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে মাকতাবা বা লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণার জন্য সময় কাটাতেন। তাঁর গবেষণার নেশা দেখে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীতেই একটি কামরা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতার কাজে ব্যস্ত থাকেন। জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তিনি দীনের এ খিদমাতের আঞ্জাম দেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা আলবানীর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ (তিনশত)। তাঁর মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ ওয়াল মাউযূয়াহ বা দুর্বল ও জাল হাদীসের ধারা। এটি দশ খণ্ডে যার ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসুস সহীহা বা বিশুদ্ধ হাদীসের ধারা। এটি ৬ খণ্ড ছাপা হয়েছে। (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফি তাখরীজি মানা-রিস সাবীল। (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী। (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী। (৬) সহীহ আবূ দাউদ। (৭) যঈফ আবূ দাউদ। (৮) সহীহ তিরমিযী। (৯) যঈফ তিরমিযী। (১০) সহীহ নাসাঈ। (১১) যঈফ নাসাঈ। (১২) সহীহ ইবনে মাজাহ। (১৩) যঈফ ইবনে মাজাহ। (এগুলো তিনি তাহ্কীক করে আলাদা করেন)। (১৪) সহীহ জামিউস সগীর। (১৫) যঈফ জামিউস সগীর। (১৬) সহীহ তারগীব আত্তারহীব। (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ। (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ। (১৯) মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক। (এ সকল কিতাব তিনি তাহকীক করেছেন এবং সহীহ, যঈফের হুকুম লাগিয়েছেন)। (২০) আদাবুয যিফাফ। (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা। (২২) সিফাতু সলাতিন নাবী (সাঃ)। (২৩) সলাতুত তারাবীহ। (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা। (২৫) গায়াতুল মারাম।

এছাড়াও তাঁর বহু উল্লেখযোগ্য রচিত পুস্তক রয়েছে। তাঁর বহুগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও আল্লামার অনেক বই অনুবাদ হয়েছে এবং অনেক অনুবাদের কাজ চলছে।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সালের ২রা অক্টোবর মোতাবেক ২২শে জামা-দিল উখরা ১৪২০ হিজরী শনিবার মাগরিবের একটু পূর্বে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে উক্ত বিশ্বমনীষী বিশ্ববাসীকে কাঁদিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। বিশ্ববাসী তাঁর কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন– আমীন।

Contents

সূচীপত্র

إن الْحَمْدَ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوْذُ بِاللّه مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِه اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَن يُّضْلِلْ
فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه : ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِه - وَلاَ
تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ ﴿يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءَ -
وَاتَّقُو اللّهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالاَرْحَامِ - اِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾
﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَا
لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَن يُّطِعِ اللّهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা গুণকীর্তন করছি। তাঁরই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমরা আমাদের আত্মার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমাদের বদ আমল হতেও তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরিও না।" (সূরা আলু ইমরান ১০২)

"হে মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি পয়দা করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি পয়দা করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী। আর তোমরা

ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আন্-নিসা ১)

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো মহা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আহযাব ৭০-৭১)

আমি ১৩৭৭ সালের শেষ ভাগে এ পুস্তক "যারা কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করে সাজদায়রত হয় তাদের ভীতি প্রদর্শন" নামে ছাপাই। প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায় আমি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করি তা হচ্ছে-

১। কবরের উপর মাসজিদ তৈরির হুকুম

২। এ সমস্ত মাসজিদে সলাত আদায়ের হুকুম

আমি এ বিষয় দু'টি নিয়ে গবেষণায় লেগে গেলাম। কেননা ইল্‌মবিহীন কতিপয় লোক এ বিষয় দু'টি নিয়ে নিমগ্ন ছিল। তারা যা বলল তা তাদের পূর্বে কোন আলিম বলেনি। বিশেষত্ব অধিকাংশ লোক সাধারণভাবে তাদের নিকট পরিচিত ছিল না যে, তারা গাফেল উদাসিন এবং হাক্ক সম্পর্কে অজ্ঞ। এ ব্যাপারে উলামাগণ নীরব থেকে তাদেরকে সমর্থন করছে কিন্তু আল্লাহ যাদের চেয়েছেন। সাধারণের ভয়ে তাদের কিছু সংখ্যক চুপ থেকেছে অথবা তাদের চাটুকারদের ভয়ে যারা তাদের ঘরে বক্ষের মধ্যে রয়েছে। তারা আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলার এ বাণীকে ভুলে গিয়েছিল।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُوْنَ﴾

"নিশ্চয় যারা আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা মানুষের জন্য নাযিল করেছি কিতাবের মধ্যে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও গোপন

করে। সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের অভিসম্পাত।" (সূরা আল বাকারাহ ১৫৯)

মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«مَنْ كَتَمَ عِلْماً أَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ».

"যে ব্যক্তি ইলম গোপন করে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে উঠাবেন।" [হাদীস হাসান সহীহ, ইবনু হিব্বান ২৯৬ নং, হাকিম সহীহ সূত্রে (১/১০২)]

আলোচ্য বিষয়ে কবর ও মাসজিদ দ্বীন ইসলামে একত্রিত হতে পারে না, যা পৃথিবীর বহুসংখ্যক আলিম বলেছেন। এটি একত্র হলে একনিষ্ঠ তাওহীদ ও মহান আল্লাহর জন্য ইবাদাতের বিপরীত হয়ে যাবে। আর ইখলাস বা একনিষ্ঠতা মাসজিদ তৈরীর সাথে প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللّٰهِ أَحَداً﴾

"মাসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" (সূরা জ্বিন ১৮)

আমি বিশ্বাস করি যে, এটা বর্ণনা দেয়া ওয়াজিব, তার থেকে সহায়তা নেয়া উদ্দেশ্য নয়। আমি এ কিতাবে কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করার নিষেধ সম্পর্কে বহু মুতাওয়াতির হাদীস একত্র করেছি এবং বিভিন্ন মাযহাবের আলিমদের নির্ভরযোগ্য কথা উল্লেখ করেছি যা দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। এবং সমপোযোগী আলিমদের সাক্ষ্য পেশ করেছি যারা মানুষদেরকে সুন্নাতের উপর উৎসাহিত ও অনুকরণের আহ্বান করেছেন এবং সুন্নাতের বিপরীত করার ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন ঃ

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

"অতপর তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা সলাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মারইয়াম ৫৯)

এ পুস্তককে উপকারী সাতটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। যা সাধারণের উপকার সাধিত হবে। আমি আশা করছি মহান আল্লাহ পূর্বের তুলনায় এ মুদ্রণ দ্বারা মুসলিমদের বেশি উপকৃত করবেন এবং আমার তরফ থেকে কবুল করবেন এবং আমার সমস্ত সৎ 'আমাল উত্তমরূপে গ্রহণ করবেন।

দামেশ্‌ক **মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী**

২৩শে জমাদিউল উলা ১৩৯২ হিজরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম পাঠ

কবুরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করা থেকে বিরত থাকায় হাদীসসমূহ

১ম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : «لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ : فَلَوْلَا ذَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِداً.

আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুস্থতা থেকে দাঁড়াতে পারেননি সে অসুস্থতার সময় বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান জাতির প্রতি আল্লাহ লা'নাত বর্ষিত করুন। তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে তথা উপাসনার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ যদি এ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ কবরকে মাসজিদে পরিণত করার ভয় না হত তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে প্রকশিত করে দিতাম।*

(বুখারী ৩/১৫৬, ১৯৮৮/১১৪; মুসলিম ২/৬৭, আবূ আওয়ানাহ ১/৩৯৯, আহমাদ ৬/৮০, ১২১, ২৫৫; শরহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবা ইসলামী ছাপা)

---

* যদি প্রতিবন্ধকতা না হত তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে প্রকাশ করে দেয়া- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাড়ির বাহিরে দাফন দেয়া, এভাবেই ফাতহুল বারীতে রয়েছে।

অনুরূপভাবে আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর কথা বর্ণিত রয়েছে, যা তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে যানজাওয়াইহ বর্ণনা করেন।

عَنْ عُمَرَ مَوْلَىٰ غُفْرَةَ قَالَ : لَمَّا ائْتَمَرُوْا فِيْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَائِلٌ : نَدْفِنُهُ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ مَقَامِهِ! وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ نَجْعَلَهُ وَثَناً يُعْبَدُ، وَقَالَ الْآخَرُوْنَ : نَدْفِنُهُ فِي الْبَقِيْعِ حَيْثُ دُفِنَ إِخْوَانُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نُخْرِجَ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَيَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّاسِ لِلّٰهِ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَحَقُّ اللّٰهِ فَوْقَ حَقِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ، فَإِنْ أَخْرَجْنَاهُ (الأَصْلُ : أَخرنَاه) ضَيَّعْنَا حَقَّ اللّٰهِ، وَإِنْ أَخْفَرْنَاهُ(!) أَخْفَرْنَا قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالُوْا : فَمَا تَرَى أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا قَبَضَ اللّٰهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ قُبِضَ رُوْحُهُ، قَالُوْا : فَأَنْتَ وَاللّٰهِ رَضِيٌ مُقْنِعٌ، ثُمَّ خَطُّوْا حَوْلَ

আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর কথা দ্বারা প্রমাণ হয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাড়ীতে দাফনের কারণ হল তাঁর কবরের উপর মাসজিদ তৈরি হওয়াকে বন্ধ করা। অতএব, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাড়িতে কবর দেয়ার দ্বারা অন্যদের ব্যাপারে এখন দলীল গ্রহণ করা জায়িয হবে না। এটা মৌলিকের বিপরীত হওয়াকে শক্তিশালী করে। কেননা কবরস্থানে দাফন করা সুন্নাত। তজ্জন্য ইবনে ওরওয়াহ কাওয়াকিবুদ দুরারীয় মধ্যে বলেছেন ঃ আবূ আবদিল্লাহ ইমাম আহমাদের নিকট বাড়িতে দাফন করা হতে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা অধিক পছন্দনীয়। কেননা এতে উত্তরাধিকারদের পক্ষ হতে খুব কমই ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তার জন্য অধিক দু'আ ও অনুগ্রহ করা হবে। সাহাবাগণ (রাযিঃ), তাবিয়ী এবং তাদের পরের লোকদেরকে খোলা ময়দানে কবর দেয়া হত। যদি বলা হয় ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দু'সাহাবীকে বাড়িতে কবর দেয়া হয়েছে? তাহলে আমরা বলব ঃ মা আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ এটা করা হয়েছে যাতে তাঁর কবরকে মাসজিদে পরিণত করা না হয়। আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেছেন। অন্যের কাজ হতে তাঁর কাজ অতি উত্তম। তাঁর সাহাবীরা তাঁর কবরকে স্বতন্ত্রভাবে দিয়েছে এজন্য যে তিনি বর্ণনা করেছেন নাবীগণ যে স্থানে মৃত্যুবরণ করেন সে স্থানে তাদেরকে দাফন করা হয়।

الْفِرَاشِ خَطًّا، ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَأَهْلُهُ وَوَقَعَ الْقَوْمُ فِي الْحَفْرِ يَحْفِرُوْنَ حَيْثُ كَانَ الْفِرَاشُ.

গুফরার আযাদকৃত দাস উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাফন নিয়ে পরামর্শ হল তখন কোন এক ব্যক্তি বলল ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে সলাত আদায় করতেন আমরা তাঁকে সেখানে দাফন করব। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন ঃ আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই যে আমরা তাঁকে মূর্তিতে পরিণত করব যার ইবাদত করা হবে। অন্যেরা বলল ঃ আমরা তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করব যেখানে মুহাজির ভাইদেরকে দাফন করা হয়েছে। আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন ঃ বাকীতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে প্রকাশ করা আমি অপছন্দ করছি। কারণ লোকেরা তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যেটা আল্লাহর জন্যই ন্যায্য। আর আল্লাহ্‌র হাক্ব রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাক্বের উপরে। আমরা যদি তাঁকে বাকীতে স্থানান্তর করি তাহলে আল্লাহর হাক্ব বা অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয়। আর যদি তাঁকে আমরা নিরাপত্তা বিধান করি তাহলে আমরা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের নিরাপত্তা বিধান করলাম। লোকেরা বলল, হে আবূ বাক্‌র! তাহলে আপনার অভিমত কি?

আবূ বাক্‌র (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ কোন নাবীকে কখনো মৃত্যু দেন না তাঁর রূহকে যেখানে মৃত্যু দেয়া হয় সে স্থানে দাফন দেয়া ব্যতীত।

তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনার প্রতি তৃপ্তিকর সন্তুষ্ট। অতঃপর তারা তাঁর বিছানার স্থানে দাগ টানলেন অর্থাৎ খনন করলেন, অতঃপর আলী, আব্বাস, ফযল ও তার পরিবার তাঁকে বহন করলেন এবং বিছানায় খননকৃত কবরে রাখলেন।*

---

* আল্লামা ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীস মুনকাতে, কেননা গুফরার আযাকৃত গোলাম যঈফ, তিযি আবূ বাক্‌র (রাযিঃ)-এর যুগ পাননি। এভাবেই ইমাম সূয়ুতির জামেউল কাবীরে রয়েছে, (৩/১৪৭/১-২)

২য় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করুন তারা তাদের নাবীদের কবর সমূহকে মাসজিদ বা উপাসনায় পরিণত করেছে।

(বুখারী ২/৪২২, মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাউদ ২/৭১, আহমাদ ২/২৮৪, ৩৬৬, ৩৯৬, ৪৫৩,৫১৮, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১/২৭৮, তারিখে জুরজান ৩৪৯, ইবনু আসাকির (১৪/৩৬৭/২, মুসান্নাফে আবদির রাযযাক (১/৪০৬/১৫৮৯)

৩য়, ৪র্থ হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا حَضَرَتهِ الْوَفَاةُ جَعَلَ يُلْقِي عَلٰى وَجْهِه طَرْفَ خَمِيْصَةً لَّهُ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِه وَهُوَ يَقُوْلُ : «لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. تَقُوْلُ عَائِشَةُ : يَحْذَرُ مِثْلَ الَّذِيْ صَنَعُوْا».

আয়িশাহ ও ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এলো তখন তার চেহারায় চাদরের অংশ দিয়ে ঢেকে দেয়া হল, যখন তার শাসরোধ হয়ে এলো তখন তিনি চেহারা থেকে চাদর উন্মুক্ত করে বললেন, ইয়াহুদী, নাসারাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে। আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ তারা যা করত অনুরূপ বিষয় হতে তিনি ভীতি প্রদর্শন করলেন।

(বুখারী ১/৪২২, ৬/৩৮৬, ৮/১১৬; মুসলিম ২/৬৭, আবূ আওয়ানাহ ১/৩৯৯, নাসাঈ ১/১১৫, দারেমী ১/৩২৬, আহমাদ ১/২১৮, ২/৩৪, ২২৯, ২৭৫; তবাকাতে ইবনে সাদ ২/২৫৮, মুসান্নাফ আবদির রাযযাক ১/৪০৬/১৫৮৮)

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন ঃ

«وَكَأَنَّهُ ﷺ عَلِمَ أَنَّهُ مُرْتَحِل مِنْ ذٰلِكَ الْمَرضِ، فَخَافَ أن يعظم قَبْرَهُ كَمَا فَعَلَ مَنْ مَضٰى، فَلَعَنَ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى إشارة إِلٰى ذَمِّ مَنْ يَفعَلُ فِعْلَهُمْ».

"যেন তিনি জানতেন যে, এ অসুস্থতাই তিনি বিদায় হয়ে চলে যাবেন। তাই তিনি তাঁর কবরকে সম্মান করা হবে এ ভয় করেছেন, যেভাবে পূর্বে করা হতো। সেজন্য তিনি ইয়াহুদী নাসারাদের লা'নাত করে যারা সে কাজ করবে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।"

আমি বলব ঃ এরা এ উম্মতের লোক যে সম্পর্ক ৬নং হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসছে।

৫ম হাদীস ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا كَانَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ تَذَاكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا : مَارِيَةُ-وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ قَدْ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ-فَذَكَرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرِهَا قَالَتْ : [فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ] فَقَالَ : «أُوْلٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِداً، ثُمَّ صَوَّرُوْا تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] ».

আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর কোন স্ত্রী হাবাসাহ দেশের একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। যাকে মারিয়াহ বলা হত। উম্মে সালামাহ ও উম্মে হাবীবাহ ইতিমধ্যে হাবাসাহ এলাকা হতে সফর করে এসেছেন, তারা ঐ গির্জার সুন্দর্য এবং অনেকগুলো মূর্তির কথা উল্লেখ করলেন। আয়িশাহ (রাযিঃ)

বলেন ঃ অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা উচু করে বললেন ঃ এরা ঐ সমস্ত লোক যখন তাদের মধ্যে কোন সৎ ব্যক্তি মারা যায় তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ বা ইবাদাতখানা বানিয়ে নেয় এবং তাতে এ ছবিগুলো স্থাপন করে। আল্লাহর নিকটে ক্বিয়ামাত দিবসে এরাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

(বুখারী ১/৪১৬, ৪২২; মুসলিম ২/৬৬, নাসাঈ ১/১১৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ্ ৪/১৪০, আহমাদ ৬/৫১, আবূ আওয়ানাহ ১/৪০০-৪০১, তবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৪০-২৪১, মুসনাদে আবী ইয়া'লা ২/২২০, বাইহাকী ৪/৮০, বাগাবী ২/৪১৫/৪১৬)

হাফিয ইবন রজব ফাতহুল বারীতে বলেন ঃ

«هٰذَا الْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلٰى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَتَصْوِيْرِ صُوَرِهِمْ فِيْهَا، كَمَا يَفْعَلُهُ النَّصَارٰى، وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمٌ عَلٰى انْفِرَادِهِ؛ فَتَصْوِيْرُ صور الآدميين يحرم، وَبِنَاءُ الْقُبُوْرِ عَلَى الْمَسَاجِدِ بِانْفِرَادِهِ يحرم، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوْصٌ أُخَرُ، يَأْتِيْ ذِكْرُ بَعْضِهَا، قَالَ : وَالتَّصَاوِيْرُ الَّتِيْ فِيْ الْكَنِيْسَةِ الَّتِيْ ذَكَرَتْهَا أُمُّ حَبِيْبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ كَانَتْ عَلَى الْحِيْطَانِ وَنَحْوِهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا ظِلٌّ، فَتَصْوِيْرُ الصُّوَرِ عَلٰى مِثَالِ صُوَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ لِلتَّبَرُّكِ بِهَا، وَالْاِسْتِشْفَاعِ بِهَا يحرم فِيْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مِنْ جِنْسِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُوَ الَّذِيْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أن أَهْلَهُ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَصْوِيْر الصُّوَرِ لِلتَّأَسِّيْ بِرُؤْيَتِهَا أَوْ لِلتَّنَزُّهِ بِذٰلِكَ، وَالتلهي محرم، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَفَاعِلُهُ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّهُ ظَالِمٌ مُمَثِّلٌ بِأَفْعَالِ اللّٰهِ الَّتِيْ لَا يَقْدِرُ عَلٰى فِعْلِهَا غَيْرُهُ، وَانه تَعَالٰى لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ لَا فِيْ ذَاتِهِ وَلَا فِيْ صِفَاتِهِ وَلَا فِيْ أَفْعَالِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى».

এ হাদীস দ্বারা সৎলোকদের কবরের উপর মসজিদ বা ইবাদতখানা তৈরি করা ও তাতে ছবি বা মূর্তি স্থাপন করা হারাম প্রমাণ করে, যেভাবে নাসারারা করত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ দু' প্রকারের কোন এক প্রকার এককভাবে হারাম। মানুষের ছবি বা মূর্তি এবং শুধু কবরের উপর মাসজিদের ভিত্তি স্থাপন হারাম। যা অন্য দলীল দ্বারাও প্রমাণ করে। তার কিছু বর্ণনা আসছে। ইবনু রজব বলেন ঃ গির্জার যে ছবির কথা উম্মে হাবীবাহ্ ও উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন তা প্রাচীর বা অন্য কিছুতে অঙ্কিত ছিল, তার ছায়া ছিল না। সে ছবি ছিল বরকত হাদীসের জন্য নাবী ও সৎলোকদের ছবির মত ছবি। ছবি দ্বারা সুপারিশ কামনা করা দ্বীন ইসলামে হারাম। এটা মুর্তি পূজার অন্তর্ভুক্ত। আর এ সম্পর্কেই নাবী (স) সংবাদ দিয়েছেন যে, এ ব্যক্তিবর্গই ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ্র নিকট অতি নিকৃষ্ট। সমবেদনা দেখানোর জন্য অথবা বিনোদনের ও উপভোগের জন্য ছবি প্রস্তুত করা হারাম। এটা কাবীরাহ গুনাহের অন্তরভূক্ত। এর কর্তাকে কিয়ামাত দিবসে সর্বাধিক শাস্তি দেয়া হবে। কেননা সে আল্লাহর কাজের সাথে সাদৃশ্য করার কারণে যালিম। যে কাজে আল্লাহ ব্যতীত কেউ সক্ষমতা রাখে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ কোন কিছুর মত নয়। সেটা তাঁর সত্ত্বার দিক দিয়ে নয় এবং গুণগত দিক দিয়েও নয়। মহান পবিত্র আল্লাহ তাঁর কর্মের দিক দিয়েও সেটা নয়। **(কাওয়াকিবুদ দুরারী (২য় খন্ড ৬৫/৮২)**

আমি বলব ঃ হাতে অংকিত ও ক্যামারা 'ফটোগ্রাফীর দ্বারা ছবি উঠানো হারাম হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং পার্থক্য হলো কাঠিন্য ও আধুনিক আকৃতির মধ্যে। যেমন আমি আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ নামক পুস্তকে বর্ণনা করেছি।

৬ষ্ঠ হাদীস ঃ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ : «قَدْ كَانَ لِيْ فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ، وَإِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللّٰهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ فِيْكُمْ خَلِيْلٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً

كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً، لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ [وَإِنَّ] مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ [كَانُوْا] يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ».

জুনদুব বিন আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার জন্য ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব হয়েছে। তোমাদের থেকে আমার খলীল হোক এটা থেকে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা, মহান সম্মানিত আল্লাহ আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন যেরূপ ইবরাহীম ('আঃ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমি যদি আমার উম্মাতের কাউকে বন্ধু করতাম তাহলে অবশ্যই আবূ বাকরকে বন্ধু বানাতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের নাবী ও সৎলোকদের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মাসজিদ বা ইবাদাতখানা বানিয়ে নিওনা। এটা হতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি। **(মুসলিম ২/৬৭-৬৮, আবূ আওয়ানাহ ১/৪০১, ত্ববরানী কাবীর ১/৮৪/২, ইবনু সা'দ ২/২৪০)**

৭ম হাদীস ঃ

عَنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ : «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ».

হারিস নাজরানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের নাবী ও সৎলোকদের কবরকে মাসজিদ বা ইবাদতখানা তৈরি

করে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এটা হতে নিষেধ করছি।

(ইবনু আবী শাইবাহ ২/৮৩/২, ২/৩৭৬, সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।)

৮ম হাদীস ঃ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ : «أَدْخِلُوْا عَلَيَّ أَصْحَابِيْ».

فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ بِبُرْدَةٍ مُعَافِرِي، [فَكَشَفَ الْقِنَاعَ] فَقَالَ : «لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ [وَالنَّصَارٰى] اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

উসামাহ বিন যায়িদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেছেন সে অসুখের সময় বলেছেন ঃ তোমরা সাহাবাদেরকে আমার নিকট আসতে দাও। অতঃপর তাঁরা প্রবেশ করলেন আর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামেনী মুয়াফিরী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা উন্মুক্ত করে বললেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি লা'নাত বর্ষন করুন, তারা তাদের নাবীদের কবর সমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

(মুসনাদে আবী দাউদ আত তয়ালিসী ২/১১৩, আহমাদ ৫/২০৪, তবরানী কাবীর ১ম ২২/১, সানাদ হাসান। শাওকানী নাইলুল আওতার ২/১১৪, সানাদ জাইয়্যিদ। হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়িদে ২/২৭, রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।)

৯ম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ : آخَرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ : «أَخْرِجُوْا يَهُوْدَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ : يَتَّخِذُوْنَ) قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

উবাইদাহ বিন জাররাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শেষ কথা বলেছিলেন তা হলো ঃ হিজায ও নাজরান বাসীর ইয়াহুদীদেরকে আরব ভূমি হতে বের করে দাও। এবং জেনে নাও যে, মানুষের মাঝে সবচেয়ে খারাপ মানুষ হল যারা তাদের নাবীদের কবর সমূহকে মাসজিদ বানিয়েছে।

(আহমাদ ১৬৯১, ১৬৯৪; তহাবী মুশকিলুল আসার ৪/১৩, আবূ ইয়া'লা ১/৫৭, ইবনু আসাকির ৮/৩৬৭/২ সানাদ সহীহ।)

১০ম হাদীস ঃ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَعَنَ اللّٰهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : قَاتَلَ اللّٰهُ) الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

যায়িদ বিন সাবিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদীদেরকে আল্লাহ লা'নাত (অন্য বর্ণনায়) ধ্বংস করুন, তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

(আহমাদ ৫/১৮৪, ১৮৬; উকবাহ বিন আব্দুর রহমান ব্যতীত রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ২/৫)

১১তম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَناً، لَعَنَ اللّٰهُ قَوْماً اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমার কবরকে তুমি মূর্তি বা ইবাদতখানায় পরিণত করো না। আল্লাহ ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন যারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

(আহমাদ ৭৩৫২, ইবনে সা'দ ২/২৪১-২৪২, আবূ ইয়া'লা ১/৩১২, মুসনাদে হুমাইদী ১০২৫, আবূ নাঈমের হিলইয়্যাহ ৬/৩৮৩, ৭/৩১৭; সানাদ সহীহ)

১২তম হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ».

আবদিল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, জীবিত অবস্থায় যাদের উপর ক্বিয়ামাত সংঘঠিত হবে তারা হলো মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক। এবং যারা কবরসমূহকে মাসজিদ বানাবে তারাও সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক।

(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১/৯২/২, ইবনু হিব্বান ৩৪০, ৩৪১; মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবাহ ৪/১৪০, আহমাদ ৩৮৪৪, ৪১৪৩; তবরানী কাবীর ৩/৭৭/১, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ১/২৫৭, আবূ নাঈম আখবারে আসবাহান ১/১৪২, সানাদ হাসান।)

১৩তম হাদীস ঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : لَقِيَنِيْ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِنْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَإِلَّا أَوْصَى بِنَا النَّاسَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : «لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ». زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ : «ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ».

فَلَمَّا رَأَيْنَا مَا بِهِ خَرَجْنَا وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ.

আলী বিন আবী তালিব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আব্বাস (রাযিঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে আলী আমাদের নিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট চল। যদি আমাদের জন্য কোন বিষয় জিজ্ঞাসার হয় তো হল, না হলে মানুষের মাঝে আমাদের দ্বারা তিনি অসীয়াত করবেন।

আমরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি তখন অচেতন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নাত, তারা নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। অন্য বর্ণনায় বৃদ্ধি আছে, অতঃপর তিনি তৃতীয়বার বললেন। আমরা যখন তাঁর এ অবস্থা দেখলাম তথা হতে বের হয়ে গেলাম কোন কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

(ইবনু সা'দ ৪/২৮, ইবনু আসাকির ১২/১৭২/২, সানাদ হাসান)

১৪তম হাদীস ঃ

عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا : كَيْفَ نَبْنِيْ قَبْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟ أَنَجْعَلُهُ مَسْجِداً؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

উম্মাহতুল মুমিনীন থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর কিভাবে বানাবো। তা কি মাসজিদ করবো? অতঃপর আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি লা'নাত বর্ষণ করুন, তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

(ইবনু যানজাওয়াই ফাযায়িলে সিদ্দীক, জামেউল কাবীর ৩/১৪৭/১)

দ্বিতীয় পাঠ

কবরকে মাসজিদ রূপে গ্রহণ করার ব্যাখ্যা

পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহে কবরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা এ কাজ করবে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তি রয়েছে। অতএব আমাদের কবরকে মাসজিদে পরিণত করার অর্থ জানা অপরিহার্য যাতে আমরা তা হতে ভয় করে চলি। তাই আমি বলব ঃ যাদের এ মাসজিদ গ্রহণ করার অর্থ জানা সম্ভব। তা হলো তিনটি অর্থ ঃ

১ম অর্থ ঃ কবরের উপর সলাত পড়া অর্থাৎ তার উপর সাজদাহ করা।

২য় অর্থ ঃ কবরের দিকে সাজদাহ করা এবং সলাত ও দু'আর মাধ্যমে সম্মান করা।

৩য় অর্থ ঃ কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করা। যার উদ্দেশ্য কবরে সলাত পড়া।

উলামাদের বাণী দ্বারা কবরকে মাসজিদ বানানোর অর্থ ঃ

একদল উলামা বলেছেন ঃ প্রত্যেকের নিকটই এ অর্থ যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল নাবীদের সরদার সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে এসেছে।

প্রথমতঃ আল্লামা ইবনু হাজার হাইতামী (আল যাওয়াজিরে ১/১২১) বলেছেন ঃ

«واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه، أو إليه».

কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করার অর্থ হলো তার উপর অথবা তার দিকে সলাত পড়া, এ দলীল উল্লেখিত দু অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একটি হল কবরের উপর সলাত পড়া।

আল্লামা সুনয়ানী সুবুলুস সালামের ১/২১৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

«واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة اليها، أو بمعنى الصلاة عليها».

কবরকে মাসজিদ বানানোর সাধারণ অর্থ হলো তার দিকে বা তার উপর সলাত পড়া।

আমি বলব ঃ অর্থাৎ ঐ কথা উভয় অর্থকেই শামিল করে নিয়েছে। এবং তৃতীয় অর্থের উদ্দেশ্যেরও সম্ভাবনা রাখে। এটাই ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বুঝেছেন। তাঁর কথার প্রমাণ অতিসত্বর আসছে।

প্রথম অর্থ সম্পর্কে কিছু হাদীস ঃ

১ম হাদীস ঃ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُبْنٰى عَلَى الْقُبُوْرِ، أَوْ يَقْعُدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلِّى عَلَيْهَا».

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর ঘর বানাতে, বসতে, তার উপর সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ২/৬৬, সানাদ সহীহ)

২য় হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«لَا تُصَلُّوْا إِلٰى قَبْرٍ، وَلَا تُصَلُّوْا عَلٰى قَبْرٍ».

তোমরা কবরের দিকে এবং কবরের উপর সলাত পড়ো না।

(তবরানী কাবীর ৩/১৪৫/২, ৩/১৫০/১)

৩য় হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُوْرِ.

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী (স) কবরের দিকে সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। (সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৩)

৪র্থ হাদীস ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ-وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَسْطِ الْقُبُوْرِ-قَالَ : ذُكِرَ لِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى».

আমর বিন দীনার হতে বর্ণিত, কবরের মাঝে সলাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বানী ইসরাঈলগণ তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নাত করেন। (মুসন্নাফে আবুদর রায্যাক ১৫৯১)

দ্বিতীয় অর্থ ঃ আল্লামা মানাবী ফায়যুল কাদীরে উল্লেখিত তৃতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

«أَيْ اتَّخَذُوْهَا جِهَةً قِبْلَتِهِمْ، مَعْ اعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ، وإن اتخاذها مساجد، لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه، وهذا بيِّن به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضيُ (يعني البيضاوي) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها، فَاتَّخَذُوْهَا أَوْثَاناً لَعَنَهُمُ اللّٰهُ، وَمَنَعَ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ مِثْلِ ذٰلِكَ وَنَهَاهُمْ عَنْهُ ...».

অর্থাৎ তারা বাতিল বিশ্বাসের সাথে কবরকে কিবলার দিক গ্রহণ করেছিল। যদি মাসজিদ গ্রহণ করত তাহলে তার দিকের মাসজিদে সাজদাহ আবশ্যক হতো যেটা তার বিপরীত। আর এটা তাদের লা'নাতের কারণ, যেটা সম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের কথা বর্ণনা করে দিচ্ছে।

কাযী বায়যাবী বলেন ঃ ইয়াহুদীরা তাদের নাবীদের কবরের সম্মান ইযযতের জন্য সাজদাহ করত। কবরকে কিবলাহ বানিয়ে সলাতের মধ্যে তার দিকে মুখ ফিরাত। অতঃপর তাকে মূর্তিরূপে গ্রহণ করল, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করলেন। আর মুসলিমদেরকে অনুরূপ কাজ করতে নিষেধ করলেন। আমি বলবঃ এ অর্থের সুস্পষ্ট দলীল এসেছে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا».

তোমরা কবরের উপর বসো না এবং তার দিকে সলাত পড়ো না।

(মুসলিম ৩/৬২, আবূ দাউদ ১/৭১ নাসায়ী ১/১২৪, তিরমিযী ২/১৫৪, তহাবী ১/২৯২, বাইহাকী ৩/৪৩৫, আহমাদ ৪/১৩৫, ইবনু আসাকির ২/১৫১/২, ১৫২/2 সানাদ জাইয়েদ)

শাইখ মোল্লা আলী কারী মিরকাতে (২/৩৭২) বলেন ঃ নিষেধের কারণ হলো ঃ এমন পূর্ণাঙ্গ তা'যীম করা যেটা মা'বুদের মর্যাদায় পৌঁছে যায়। যদি এ তা'যীম প্রকৃতপক্ষে কবরের জন্য করা হয় অথবা কবরবাসীর জন্য করা হয় তাহলে এটা বড় কুফরী হবে। তার সাথে সাদৃশ্য অগ্রহণযোগ্য। এ হারামকে অমান্য করে চলা উচিত। এর হতে জানাযার স্থান তথা মুসল্লীদের কিবলা উত্তম। যার দ্বারা মক্কাবাসী পরিক্ষিত হয়। তারা কাবার নিকটে জানাযা রেখে ইসতিকবাল করে।

আমি বলব ঃ এটা ফরয সলাতে হয় যেটা একটি সাধারণ পরীক্ষা যা তারা শাম ও অন্যান্য শহর হতে গ্রহণ করেছে। অত্যন্ত জঘন্য সৌর ছবির স্থানে একমাস কাল অবস্থান করেছি। সেটি মূর্তির ন্যায় সাজদাবস্থায় কাতার বন্দী মৃত্যু দেহের মুখামুখী কাতারে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিদায়াতের দিকে ফিরাবো। আর সেটা হলো মাসজিদের বাহিরে ঈদগাহে জানাযার সলাত পড়া। এর মধ্যে হিকমাত রয়েছে যে, এ সমস্ত বিপরীত কাজে পতিত হওয়া থেকে মুসল্লীরা দূরে থাকবে। যার সংবাদই আল্লামাহ কারী (রহঃ) দিয়েছেন। সাবিত বুনানী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন, যা গত হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : «كُنْتُ أُصَلِّيْ قَرِيْباً مِنْ قَبْرٍ، فَرَآنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ : اَلْقَبْرُ اَلْقَبْرُ. فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا أَحْسَبُهُ يَقُوْلُ : اَلْقَمَرُ!».

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কবরের নিকটে সলাত পড়ছিলাম, আমাকে উমার বিন খাত্তাব (রাযিঃ) দেখলেন, অতঃপর তিনি বললেন, কবর! কবর! আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। আমি মনে করেছি তিনি বলেছেন, কামার বা চাঁদ!

(আবুল হাসান দায়নুরী সহীহ সানাদে ১/৩, মুসান্নাফে আবদির রাযযাক ১/৪০৪/১৫৮১)। তিনি বৃদ্ধি করেছেন। "আমি বলছি কবর তার দিকে সলাত পড় না"।

তৃতীয় অর্থ ঃ এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী প্রথম হাদীসের অর্থ করে বলেছেন "পরিচ্ছেদ ঃ কবরকে মাসজিদরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে যা অপছন্দনীয়। তিনি এটা দ্বারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কবরকে মাসজিদরূপে গ্রহণ করা নিষেধ। তার উপর মাসজিদ তৈরি করা নিষেধ। এটা সুস্পষ্ট বিষয়। পূর্বে আল্লামা মানাবী (রহঃ) যেরূপ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লামা কিরমানী বলেছেন ঃ হাদীসে বুঝা যাচ্ছে কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করা নিষেধ। তার দ্বারা এ অর্থও বুঝা যায় কবরের উপর মাসজিদ বানানো নিষেধ। এ অর্থ সাইয়্যেদাহ আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর প্রথম হাদীসের দিকে ইশারা করে।

«فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً».

(যদি এ প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ মাসজিদ বানানোর ভয় না হতো তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরকে প্রকাশ করে দিতাম।)

কবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে নেয়ার আবশ্যকীয়তার কারণে ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি লা'নাত অত্যাবশ্যক, না হলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর উন্মুক্ত খোলা স্থানে করা হত। কিন্তু সাহাবাগণ (রাযিঃ) এটা করেননি এ ভয়ে যে, তাদের পরে কেউ এমন আসবে সে তাঁর কবরের

উপর মাসজিদ বানাবে। অতঃপর তাদেরকে লা'নাত অন্তরর্ভুক্ত করে নিবে। আর এটাকে শক্তিশালী করে যা ইবনু সা'দ (১/২৪১) সহীহ সানাদে বর্ণনা করেন ঃ

عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ (الْبَصَرِيُّ) قَالَ : ائْتَمَرُوْا أَنْ يَدْفِنُوْهُ ﷺ فِيْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَاضِعاً رَأْسَهُ فِيْ حُجْرِيْ إِذْ قَالَ : قَاتَلَ اللّٰهُ أَقْوَاماً اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ أَنْ يَدْفِنُوْهُ حَيْثُ قُبِضَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ.

হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তাঁরা পরামর্শ করলেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাসজিদে দাফন করবেন। অতঃপর আয়িশাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঐ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুন যারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়েছে। তাঁরা ঐকমত্য পোষণ কররেন যে আয়িশাহ্ (রাযিঃ)-এর বাড়িতে যে স্থানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জান কবয করা হয়েছে সেখানে তাকে দাফন করবেন।"

আমি বলব ঃ এ বর্ণনা দু'টি বিষয়ের উপর প্রমাণ করে।

১ম বিষয় ঃ সাইয়্যেদাহ আয়িশাহ (রাযিঃ) বুঝেছিলেন যে, উল্লেখিত হাদীস মাসজিদকে কবর গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। অতএব অধিকতর উপযুক্ত হলো মাসজিদ অন্তর্ভুক্ত করে নিবে যেটা কবরের উপর তৈরি করা হবে। অর্থাৎ কবর মাসজিদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

২য় বিষয় ঃ সাহাবাগণ আয়িশাহ (রাযিঃ) এর বুঝাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর মতের দিকে ফিরে এসেছেন, অতঃপর তাঁর বাড়িতে নাবী (স)-কে দাফন করেছেন। এতে করে বুঝা যাচ্ছে কবরের উপর মসজিদ বানানের মধ্যে এবং কবর মাসজিদের মধ্যে প্রবেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সমস্তই হারাম। কেননা ভীতি একই। এ জন্যেই হাফিয ইরাকী বলেছেন ঃ যদি মাসজিদ বানানো হয় এ উদ্দেশে যে, তার কিছু অংশে দাফন করা হবে তা লা'নাতের অন্তরর্ভুক্ত

হবে। বরং মাসজিদে দাফন করাই হারাম। যদি মাসজিদে দাফন করার শর্ত করা হয় মাসজিদের ওয়াক্‌ফের বিপরীত হওয়ার কারণে শর্ত বিশুদ্ধ হবে না। [আল্লামা মানাবী ফাইযুল কাদীরের ৫/২৭৪) এ বর্ণনা করে স্বীকৃতি দিয়েছেন।]

আমি বলব ঃ এটা এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, দ্বীন ইসলামে মাসজিদ ও কবর একত্রিত হয় না। যেরূপ বর্ণনা গত হয়েছে ও আসছে। এ অর্থের প্রমাণ পঞ্চম হাদীসে এ শব্দে গত হয়েছে ঃ

«أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ... أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ ...».

এরা ঐ সমস্ত সম্প্রদায় যাদের মধ্যে যখন কোন সৎলোক মৃত্যুবরণ করেছে তখন তারা তার কবরের উপর মাসজিদ বানিয়েছে.....।

এরাই হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি.....।

নাবী ও সৎলোকদের কবরের উপর মসজিদ বানানোর হারাম হওয়ার এটাই হলো সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা এটা স্পষ্ট যে, এ কারণে তারা মহান আল্লাহর নিকটে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। এটাকে নিম্নের হাদীস শক্তিশালী করে।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে চুলকাম করতে, তার উপর বসতে ও তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

(মুসলিম ৩/৬২, ইবনে আবী শাইবাহ ৪/১৩৪, তিরমিযী ২/১৫৫, সহীহ সূত্রে, আহমাদ ৩/৩৩৯, ৩৯৯)

এ হাদীস সাধারণভাবে কবরের উপর মাসজিদ বানানোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যেমনভাবে তার দিকে কিবলাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম শাফিয়ী সমস্ত অর্থকে হাদীসের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ

মোটকথা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করার ব্যাপারে এ সমস্ত তিনটি অর্থই অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর সেটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাখ্যাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) তার কিতাবুল উম্ম এর ১/২৪৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ কবরের উপর মাসজিদ বানানোকে আমি অপছন্দ করছি অথবা তার উপর সলাত পড়াকে অপছন্দ করছি। তিনি বলেন, কেউ যদি তার দিকে সলাত পড়ে তা জায়িয হলেও নিকৃষ্ট কাজ হবে। আমাদের নিকট ইমাম মালিক সংবাদ দিয়েছেন যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়েছে।"

ইমাম মালিক বলেন ঃ সুন্নাহ, হাদীসের কারণে আমি এটাকে অপছন্দ করছি। তাঁর অপছন্দ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত।

হাদীস দ্বারা উল্লেখিত তিনটির অর্থের মাধ্যমে পূর্বের কথা প্রমাণিত হল। এটা স্পষ্ট দলীল যে, হাদীস দ্বারা তার সাধারণ অর্থই বুঝা যায়। এ জন্যই মুহাক্কিক শাইখ মোল্লা আলী কারী হানাফী কিছু আলিমদের কথা বর্ণনা করে মিশকাতুল মাসাবীহ এর ভাষ্য মিরকাতুল মাফাতীহ্তে ১/৭৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ ইয়াহুদীদের প্রতি লা'নাতের কারণ হলো তারা তাদের নাবীদের কবরে সম্মানার্থে সাজদাহ করত আর এটা হল শিরকে জলী বা স্পষ্ট শির্ক। আর তারা আল্লাহর জন্য নাবীদের দাফনের স্থানে সলাত আদায় করত এবং তাদের কবরে সাজদা করত। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ও নাবীদের পূর্ণাঙ্গ তা'যীমের জন্য সলাতের সময় তাদের কবরের দিকে মুখ ফিরাতো। সৃষ্টিকে অনুমতি ব্যতীত তা'যীমের

দিককে প্রাধান্য দেয়ার কারণে এটা শিরকে খাফী বা গোপন শির্ক। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এটা হতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা ইয়াহুদীদের কর্মের রীতির সাদৃশ্য অথবা শির্কে খাফীর অন্তর্ভুক্ত। এটা আমাদের কিছু সংখ্যক আলিমগণ ব্যাখ্যা করেছেন। এটাকে শক্তিশালী করে ঐ সমস্ত বর্ণনা যে বর্ণনা তাদের কর্ম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আমি বলব ঃ প্রথম কারণ হলো নাবীদের কবরকে সম্মানার্থে সাজদাহ করা। যদিও তা ইয়াহুদী ও নাসারাদের হতে ইবাদাত অর্জিত না হয়। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা দ্রুত ঘটেনি।

«اِتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

"তারা তাদের নাবীদের কবর সমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"

এটা স্পষ্ট যে, তারা কবরকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। নাবীদের যাঁকে দাফন করা হয়েছে তাঁকে সম্মান করার জন্যে যা পূর্বে অর্থে গত হয়েছে। যদি তাদের দ্বারা এটা কার্যে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে অন্যদের দ্বারা কর্মে শির্কে জলীতে পতিত হবে। সেটা শাইখ কারী উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় পাঠ

কবরের উপর মাসজিদ গ্রহণ করা কাবীরা গুনাহ

পূর্বে আলোচিত হাদীসসমূহ বর্ণনার দ্বারা কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করা অর্থ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমাদের উত্তম করণীয় হলো আমরা সামান্য বিরতি নিবো এ সমস্ত হাদীসের নিকট মাসজিদ গ্রহণ করার হুকুম জানার জন্য, এ ব্যাপারে আলিমদের বর্ণনা পথ দেখাবে।

এ প্রেক্ষিতে আমি বলব ঃ যে সকল ব্যক্তিবর্গ উল্লেখিত হাদীস নিয়ে গবেষণা করবে তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে যাবে যে, কবরকে মাসজিদ গ্রহণ হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বরং এটা কবীরা গুনাহ। কেননা এতে লা'নাত পতিত হচ্ছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের গুণ হচ্ছে তারা আল্লাহ তাবারকাওয়া তা'লার নিকটে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। হক পন্থীদের সম্ভব নয় যে তারা তা প্রকাশিত হওয়ার পরেও কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের আলিমদের ভূমিকা ঃ

এটাকে চার মাযহাব হারাম হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ এটাকে স্পষ্ট কাবীরা গুনাহ বলেছে। এ ব্যাপারে মাযহাবীদের বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

১-শাফিয়ী মাযহাবের নিকট কাবীরা গুনাহ।

ফাকীহ ইবনে হাজার হায়তামী যাওয়াজির আন একতেরাফিল কাবায়ির গ্রন্থে ১/১২০ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ কাবীরাহ গুনাহ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নব্বই নং হচ্ছে কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করা, কবরে বাতী জ্বালানো, মূর্তি গ্রহণ করা, তাওয়াফ করা, স্পর্শ করা, সলাত পড়া। অতঃপর তিনি পূর্বে উল্লেখিত ও অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর ১১১ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ এ ছয় সংখ্যা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা কিছু সংখ্যক শাফিয়ীরা প্রমাণ করেছেন এবং তারা হাদীস উল্লেখ করে গ্রহণ করেছেন। কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করা তার মধ্যে

স্পষ্ট। কেননা নাবীদের কবরে যারা এটা করে তাদের উপর লা'নাত এবং যারা সৎ লোকদের কবরে এটা করে তারা আল্লাহর নিকট ক্বিয়ামাত দিবসে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য ভীতি রয়েছে, যারা এটা করবে তারা তাদের মতই, তাদের প্রতি লা'নাত যেরূপ পূর্ববর্তীদের প্রতি লা'নাত।

অতঃপর আমাদের সাথীবর্গ বলেন ঃ নাবীদের ও আওলিয়াদের কবরের দিকে বরকত হাসীলের জন্য ও সম্মান দেখানোর জন্য সলাত আদায়, অনুরূপ বরকত ও সম্মানের জন্য কবরের উপর সলাত আদায় হারাম। এ কার্য উল্লেখিত হাদীসের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট কাবীরা গুনাহ জানা গেল। কিছু সংখ্যক হাম্বলী বলেছেন ঃ বরকত হাসীলের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির কবরের নিকটে সলাত আদায় প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যাওয়া এবং আল্লাহ যে ব্যাপারে অনুমতি দেননি সে ব্যাপারে দীনে বিদ'আত করা, এগুলো হতে সর্বসম্মতভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা সর্বাধিক বড় হারামকাজ ও তথায় সলাত আদায় শির্কের কারণ। কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করা, অথবা তার উপর ঘর বানানো শির্কের কারণ। এসব কর্মকারীদের উপর লা'নাত। কবরকে দ্রুত সমান করে দেয়া এবং যেসব কবরের উপর গম্বুজ রয়েছে যেটা মাসজিদের ক্ষতিকারক তা ধ্বংস করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা এটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যতায় স্থাপিত হয়েছে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা হতে নিষেধ করেছেন এবং উঁচু কবরকে সমান করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কবরের উপর হতে মোমবাতি অথবা বাতি দূর করা ওয়াজিব তথায় অবস্থান করা বা মানৎ মানা বৈধ নেই।

উল্লেখিত আলোচনা সকলই ফকীহ ইবনে হাজার হায়তামীর। এটা মুহাক্কিক আলুসী রুহুল মায়ানীর ৫/৩১ পৃষ্ঠায় সমর্থন করেছেন, এ কথা প্রমাণ করছে এ বুঝ দ্বীনের জন্যই নির্ধারিত। তিনি কিছু সংখ্যক হাম্বলীদের এ কথা বর্ণনা করেছেন। অপছন্দের কথা দ্বারা এটা ব্যতীত অন্যটি সম্ভাবনা রাখে। যেন তিনি ইমাম শাফিয়ীর এ কথার দিকে ইশারা করেছেন ঃ আমি কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করাকে অপছন্দ করি। শাফিয়ীরা এর অনুকরণ করেছেন যেরূপ তাহযীবে রয়েছে। মাজমূ' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা পূর্বে আলোচিত

কিছু হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, এটা সুস্পষ্ট হারাম। এটা যে করবে তার উপর লা'নত। যদিও তাদের নিকট সে হারামের অন্তর্ভুক্ত কর্মের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অপছন্দনীয় হয়। কিন্তু তাদের নিকটে তা পবিত্র করার জন্য কিভাবে অপছন্দনীয় কথায় ঐকমত্য হলো এ সমস্ত হাদীস তার ব্যাপারে প্রমাণ হওয়ার পরও?

এ ব্যাপারে আমি বলব ঃ অপছন্দনীয় শব্দ ইমাম শাফিয়ীর ইবারাতে অপছন্দনীয় হারামের দুরত্ব বজায় রাখে না। কেননা সে অর্থ শরীয়াতের উদ্দেশ্যে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সন্দেহ নেই যে, ইমাম শাফেয়ী পদাংক অনুসরণ করেছেন কুরআনের নীতি শেষ নিদর্শনের। অতএব যখন বিশেষ করে তার শব্দ কুরআনুল কারীমের অর্থে হয়েছে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে গেল। পরবর্তীদের ব্যবহারিত অর্থে নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾

"তোমাদের কাছে কুফরী সত্যবিমুখতা ও গুনাহর কাজকে অপ্রিয় ও অনাকাঙ্খীত বিষয় করে দিয়েছেন।" (সূরা হুজরাত ৭)

এগুলো সমস্তই হারাম, অতএব এর অর্থ আল্লাহই অধিক অবগত। ইমাম শাফিয়ীর (রাঃ) পূর্বের কথা দ্বারা অপছন্দ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর সেটাকে জোরালো করে তার পরবর্তী কথা যে, যদি কবরের দিকে সলাত পড়ে তা অন্তত খারাবীর সাথে জায়িয। খারাপের অর্থ হলো খারাপ কাজ করা যা হারাম। আর সেটার উদ্দেশ্যও তিনি কুরআনের নীতি থেকে নিয়েছেন। মহান আল্লাহ সূরা বানী ইসরাঈলের সন্তান হত্যা, যিনার নিকটবর্তী হওয়া, মানুষ হত্যা ইত্যাদি নিষেধ করার পর বলেন ঃ

﴿ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾

"এগুলো সবই খারাপ কাজ, এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছে একান্ত ঘৃণিত।" (সূরা বানী ইসরাঈল ৩৮)

অতএব শাফিয়ী মাযহাবের নিকট উক্ত কাজ হারাম। বিশেষতঃ স্পষ্ট অপছন্দনীয় হল যে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে "আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" শাফিয়ী মাযহাবের হাফিয ইরাকী স্পষ্ট করেছেন যে, কবরের উপর মাসজিদের ভিত্তি বানানো হারাম।

এজন্য আমি বলব ঃ যিনায় দোষ নিয়ে কোন ব্যক্তির বিবাহের কথা যে ইমাম শাফিয়ীর দিকে অপছন্দনীয় শব্দটি স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরও সম্বন্ধ করবে সে ভুল করবে। কারাহিয়াত বা অপছন্দনীয় শব্দটি যখন তানযীহ হয় তখন জায়িযের বিপরীত হয় না। আল্লাম ইবনুল কাইয়ুম ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীনের ১/৪৭/৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ ইমাম শাফিয়ী কারাহিয়াহ শব্দের উপর দলীল পেশ করেছেন যে, যিনার দোষ নিয়ে কোন ব্যক্তির বিবাহ অপছন্দ। তিনি কখনো মুবাহ বা বৈধ বা জায়িয বলেননি। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে তার মহত্ত্ব, মুনাসিব অনুযায়ী যা হালাল করেছেন। আর এ অপছন্দনীয় হলো হারাম। এবং কারহিয়াহ শব্দটি ব্যাপক। কেননা হারামকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অপছন্দ করেন। মহান আল্লাহ তার হারামসমূহের হারাম বর্ণনা করার পর বলেন।

﴿ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ..... ﴾

"তোমার প্রভু আদেশ করেছেন, তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে।" (সূরা বানী ইসরাঈল ২৩)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ..... ﴾

"যথার্থ কারণ ব্যতীত তোমরা কাউকে কখনো হত্যা করো না।"

(সূরা আনআম ১৫১)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

"যে বিষয়ের ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগো না।"
(সূরা বানী ইসরাঈল ৩৬)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴾

"এগুলো সবই খারাপ কাজ, এর মন্দর দিকগুলো তোমার প্রভুর নিকট একান্ত ঘৃণিত।" (সূরা বানী ইসরাঈল ৩৮)

সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

মহান সম্মানিত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।

১। অনর্থক কথাবার্তা, ২। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, ৩। সম্পদ অপচয় করা।

সালফগণ কারাহিয়াহ্ বা অপছন্দনীয় শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করতেন যে অর্থে আল্লাহর কালামে ও রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীগণ কারাহিয়াহ বা অপছন্দনীয় শব্দটিকে বিশেষ একটি অর্থে ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হারাম হয় না।

২-হানাফী মাযহাবে মাকরূহে তাহরীম বা হারাম।

কারাহিয়াহ শব্দটি শরীয়াতী অর্থ সম্পর্কে এখানে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ কিতাবুর আসার ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

কবর হতে যা বের করা হয় তার উপর বৃদ্ধি করাকে আমরা কিছু মনে করি না। আমরা চুন কাম বা পাকা করা অথবা মাটি লেপ দেয়া ও তার নিকট মসজিদ তৈরি করাকে অপছন্দ করি।

কারাহিয়াহ হানাফীদের নিকটে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় আর সেটা হলো হারাম। যেটা তাদের নিকট প্রসিদ্ধ। তাদের মধ্যে ইবনু মালিক এ মাসআলার ব্যাপারে হারামের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন যা সামনে আসছে।

৩-মালিকী মাযহাবে হারাম।

আল্লামা কুরতুবী তাঁর তাফসীরে ১০/৩৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চম হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেন। আমাদের আলিমগণ বলেছেন ঃ এটা মুসলমানদের উপর হারাম যে,তারা নাবী ও আলিমদের কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করবে।

৪-হাম্বলী মাযহাবে হারাম।

হাম্বলী মাযহাবেও হারাম। যেমন শরহুল মুনতাহা (১/৩৫৩) ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। বরং কিছু সংখ্যক কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সলাতকে বাতিল প্রমাণ করেছেন এবং ভেঙ্গে সমান করে দেয়া ওয়াজিব বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম যাদুল মায়াদ (৩/২২) এ বলেছেন ঃ তাবুক যুদ্ধের জ্ঞান ও উপকারীতার কথা সম্পৃক্ত করেছেন। সে ব্যাপারে এবং মাসজিদে যিরার ঘটনা উল্লেখ করার পর যেটা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে তথায় সলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। কিভাবে তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটা ধ্বংস ও জ্বালিয়ে দিলেন। যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফারমানী হচ্ছে সেটা জ্বালিয়ে এবং ধ্বংস করে দিতে হবে। যেমনভাবে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে যিরার পুড়িয়ে দিয়েছেন, আর তা ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন অথচ সেখানে সলাত হচ্ছে আল্লাহর নাম নেয়া হচ্ছে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও ক্ষতির লক্ষ্যে মাসজিদ তৈরি করেছিল। সেটা ছিল মুনাফিকদের স্থান।

প্রত্যেক স্থানে এ ব্যাপারে ইমামদের ওয়াজিব হলো কঠোরতা অবলম্বন করা। হয়ত! ধ্বংস এবং জ্বালিয়ে দিতে হবে, নয়তো তার আকৃতিকে পরিবর্তন করে দিতে হবে এবং তাতে যা রাখা হয়েছে তা বের করে দিতে হবে। এ অবস্থা ছিল মাসজিদে যিরারের। আর যেখানে শির্ক বিদ্যমান, যার খাদিমরা আল্লাহ ব্যতীত সে কবরের দিকে শির্কের জন্য ডাকে, সেটা ধ্বংস বা জ্বালিয়ে দেয়া আরো অধিক উপযোগী এবং ওয়াজিব। এমনিভাবে নাফারমানী ও ফাসেকী কাজ যেমন মদের দোকান, মদ বিক্রেতাদের ঘড়, অশ্লীল কর্ম চলে এমন ঘর, যা ধ্বংস বা পুড়িয়ে দেয়া কর্তব্য।

উমার (রাযিঃ) গ্রামের মদ বিক্রির স্থানকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং রুওইশিদ সাকাফী যার নাম ফুওইসিক তার মদের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুলাবী তার কুনা গ্রন্থে ১/১৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ أَحْرَقَ بَيْتَ رُوَيْشِدِ الثَّقَفِيِّ حَتّٰى كَأَنَّهُ جَمْرَةٌ أَوْ حُمَمَةٌ وَكَانَ جَارَنَا يَبِيْعُ الْخَمْرَ. وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ.

ইবরাহীম বিন আবদির রহমান বিন আউফ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উমার (রাযিঃ)-কে রুওইশিদ সাকাফীর বাড়ীকে জ্বালিয়ে দিতে দেখেছি। এমনকি তা অঙ্গারে পরিণত হলো। সে আমাদের প্রতিবেশি ছিল ও মদ বিক্রি করত। সানাদ সহীহ্। **(জামিউল কাবীর ৩/২০৪/১)**

উমার (রাযিঃ) সা'দের বালাখানা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি রক্ষীদের থেকে লুকিয়ে ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা জামা'আতে ও জুমু'আর উপস্থিত হওয়া পরিত্যাগ করে তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া ইচ্ছা করেছিলেন। কেবলমাত্র তাঁকে বিরত রাখে তথাকার নারী, শিশু সন্তানরা, যাদের উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়। যেমনভাবে তিনি এ সংবাদ দিয়েছেন।

ভাল উদ্দেশ্য ব্যতীত কবরের নিকট অবস্থান করা এবং নিকটতর হওয়া জায়িয নয়। যেমনভাবে এ মাসজিদে অবস্থান নেয়া বৈধ নয়। যখন কবরের উপর মাসজিদ বানানো হবে তখন তা ধ্বংস করা কর্তব্য। যেমনভাবে মৃত লাশকে যখন মাসজিদে দাফন করা হবে খুঁড়ে বের করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক ও অন্যান্যরা দলীল পেশ করেন। অতএব দ্বীন ইসলামে মাসজিদ ও কবর একত্রিত হবে না। বরং উভয়ের ব্যাপারে জরুরী হয়ে পড়েছে তা থেকে বিরত রাখা। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধ থাকার কারণে ও কবরকে মাসজিদ গ্রহণ করায় লা'নাত হওয়ার কারণে অথবা তার উপর বাতি জ্বালানোর কারণে এ মাসজিদে সলাত সহীহ বা বিশুদ্ধ হবে না।

এটাই দ্বীন ইসলাম, যা নিয়ে আল্লাহ তাঁর রসূল ও নাবীকে পাঠিয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ মাসজিদে কবর হলে তাতে সলাত সহীহ্ হবে কি? আর লোকজন তথায় জামা'আত ও জুমু'আর সলাতের জন্য একত্র হবে কিনা? কবর কি সমান করে দিবে অথবা তার উপর কী আমল করা হবে প্রাচীর বা বেড়া দিয়ে?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি আলিমদেরকে ঐক্যমতে করেছেন যে, কবরের উপর মাসজিদ বানানো যাবে না, কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ»

"তোমাদের পূর্ববর্তীগণ কবরকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মাসজিদ বানাবে না। আমি তোমাদেরকে এটা করতে নিষেধ করছি।"

মাসজিদে মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করাও বৈধ নয়। মাসজিদ যদি দাফনের পূর্বে হয় তাহলে পরিবর্তন করতে হবে। আর কবর যদি সমান হয় এবং প্রকাশিত নতুন হয়, মাসজিদ যদি কবর দেয়ার পর তৈরি করা হয় এবং মাসজিদ যদি স্থায়ী থাকে আর কবরও স্থায়ী থাকে। তবে এ মাসজিদে ফরয নফল কোন সলাতই হবে না। কেননা তা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১/১০৭, ২/১৯২)

ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ইখতিয়ারাত আল ইলমিয়্যাহ এর ৫২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ কবরে বাতি জ্বালানো, তাতে মাসজিদ তৈরি করা হারাম, প্রসিদ্ধ আলিমদেরকে এর বিপরীতে থাকার কথা আমি জানি না– (ইবনু উরওয়া হাম্বলী আল কাওয়াকিবুদ দুরারী ২/২৪৪/১)। তিনি এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এভাবেই আমরা সমস্ত আলিমদেরকে হাদীসের প্রমাণিত কবরের উপর মাসজিদ তৈরি হারামের উপর ঐকমত্য পেয়েছি। অতএব আমরা ভীতি প্রদর্শন

করছি তাদের বিপরীত করার এবং তাদের তরীকা হতে বের হয়ে যাওয়ার। এই ভয়ে যে, তাদেরকে শাস্তি শামিল করে নিবে, আল্লাহ্‌র এ বাণীর ভূক্তিতে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴾

"যে ব্যক্তি তার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে। আমি তাকে সেদিকেই পরিচালিত করবো যেদিকে সে চলতে চেয়েছে। আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা হচ্ছে নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" (সূরা নিসা ১১৫)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

﴿ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবনা করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।" (সূরা ক্বাফ ৩৭)

চতুর্থ পাঠ

সংশয় ও তার উত্তর

বর্ণনাকারী বলেন, শারীয়াত কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, এই ব্যাপারে অনেক মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এই মতবিরোধের বিশদ বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাহাফের মধ্যে বলেছেন,

﴿قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا﴾

অর্থাৎ তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করব। **(সূরা কাহাফ ২১)**

এই আয়াত থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, যারা এ কথা বলেছিল তারা ছিল নাসারা (খ্রিস্টান) যা তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে। সুতরাং কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা তাদের শারীয়াতে বৈধ ছিল। এবং আমাদের পূর্ববর্তী শারীয়াত আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যানের কোন দলীল না আসবে আমাদের শারীয়াত হিসাবে থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মাসজিদে নাববীর মধ্যে অবস্থিত। যদি মাসজিদে কবর দেয়া বৈধ না হত তাহলে কেন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাসজিদর মধ্যে দাফন করা হল।

তৃতীয়তঃ মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে খায়েফে সলাত পড়েছেন অথচ সে স্থানে সত্তর জন নাবীর কবর আছে, যা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা দ্বারা প্রমাণ হয়।

চতুর্থতঃ কোন কোন কিতাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, বাইতুল হারামের বক্ষে ইসমাঈল ('আঃ) এবং অন্যান্যদের কবর আছে। অথচ মাসজিদে হারাম হচ্ছে সর্বোত্তম মাসজিদ, যেখানে সলাত পড়ার জন্য সবাই উৎসাহ বোধ করে।

পঞ্চমতঃ ইবনে আব্দুল বার রচিত (আল-ইহসতিয়াব) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আবূ জান্দাল (রাযিঃ) আবূ বাসির (রাযিঃ)-এর কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে ছিলেন।

ষষ্ঠতঃ অনেকে ধারণা করেন যে, ফেৎনা হওয়ার আশংকায় কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর যখন তাওহীদের শিক্ষা মুমিনদের অন্তরে প্রবেশ করে, তখন এই নিষিদ্ধতা রহিত হয়ে যায়।

সুতরাং এই সমস্ত বর্ণিত মাসআলার মধ্যে কিভাবে সমাধান দেয়া যায়?

আল্লাহ্ যদি সহায় হন তাহলে এর জাওয়াব আমি নিম্নে তুলে ধরলাম।

প্রথম সংশয়ের উত্তর ঃ

প্রথম সংশয়ের উত্তর তিন পদ্ধতিতে প্রদান করা হল।

প্রথমঃ ইলমে উসূলে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী শারীয়াত আমাদের শারীয়াত হতে পারে না, যা অনেক দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রতিয়মান হয়। যার মধ্যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

«أُعْطِيْتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ ..... (فَذَكَرَهَا، وَآخِرَهَا) وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

অর্থাৎ (আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নাবীকে দেয়া হয়নি এবং পূর্ববর্তী নাবীগণ নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু আমি সকল মানুষ ও জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।

(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল হাদীস ২৮৫)

সুতরাং এটা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উক্ত আয়াতের উপর আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। যদি কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হয়, তাহলে কেবল তাদের শারীয়াতেই বৈধ ছিল।

দ্বিতীয়ঃ সঠিক কথা এটাই জাগ্রত করে, যে ব্যক্তি বলে (পূর্ববর্তী শারীয়াতই হচ্ছে আমাদের শারীয়াত) আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শারীয়াতে তা বিপরীত হওয়ার কারণে রহিত করা না হয় এটা হচ্ছে তাদের নিকট শর্ত। কিন্তু এই শর্তটি এখানে পাওয়া যায় না। কেননা মুতাওয়াতির হাদীসের দ্বারা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াত দ্বারা যে দলীল দেয়া হয় তা আমাদের শারীয়াত নয়।

তৃতীয়ঃ পূর্ববর্তী শারীয়াত আমাদের শারীয়াত এই কথা আমরা মেনে নিতে পারব না, কেননা এক দল লোক বলল ঃ

﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾

"অবশ্যই তাদের উপর আমরা মাসজিদ নির্মাণ করব।" এই আয়াতে এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না যে, তারা মুমিন ছিল এবং কোন রসূলের শারীয়াতের অনুযায়ী ছিল। বরং এটা প্রকাশ্য বৈপরিত্য। হাফিয ইবনে রজব (ফাতহুল বারী) (৬৫/২৮০) গ্রন্থে (কাওয়াকিবুদ দুরারী) গ্রন্থ হতে নিম্নের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

«لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইয়াহুদীদেরকে লা'নাত করেছেন যে, তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ রূপে গ্রহণ করেছে।

যেমনভাবে কুরআনে ইহুদীদের লা'নাত করা হয়েছে তেমিনভাবে এ হাদীসেও করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً﴾

অর্থাৎ (তাদের কর্তব্য) বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ করব)।

সুতরাং তাদের মত প্রবল থাকার কারণে কবরে মাসজিদ নির্মাণ করেছিল, যা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা ও জবর দস্তির কাজ ছিল। এটা কোন জ্ঞানী ও সম্মানী

ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। যাদের কাছে আল্লাহ হিদায়াতের জন্য রসূল প্রেরণ করেছিলেন।

শাইখ আলী বিন উরওয়াহ তার রচিত মুখতাসার কাওয়াকিব (১০/২০৭/২) গ্রন্থে হাফিয ইবনে কাসীরের তাফসীর অনুসরণ করে (৩/৭৮) বলেছেন ঃ "ইবনে জারীর প্রবক্তাদের কথার প্রেক্ষিতে দু'টি মত পেশ করেছেন।

এক ঃ নিশ্চয় তারা তাদের মধ্য হতেই মুসলমান ছিল।

দুই ঃ তাদের মধ্য হতে মুশরিক ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন!

প্রকাশ থাকে যে, যারা উক্ত কথাগুলো বলেছিল তারা ছিল আসহাবে কালিমা ও প্রভাবাপন্না লোক। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক উত্তম প্রকৃতির ছিল কিনা? ঐ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী এবং নাসারাদের প্রতি লা'নাত করেছেন, তারা তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে) তাই তাদের কর্মের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। উমার ইবনে খাত্তাব হতে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, উমার তার শাসনামলে যখন ইরাকের মধ্যে দানীয়ালের কবর পেলেন, তখন কবরটিকে লোকদের হতে গোপন করার জন্য নির্দেশ দেন। এবং তার কাছে যে কাপড়ের টুকরা ও অন্যান্য জিনিস পেয়েছিল তা দাফন করার জন্য আদেশ দেন। সুতরাং যখন তুমি এই মাসয়ালাটি উত্তমভাবে জেনে নিলে, তখন কোন পদ্ধতিতেই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক হবে না। আল্লামা মুহাক্কিক আলুসী তাঁর রচিত (রুহুল মায়ানী) ৫/৩১ গ্রন্থে বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে উলামাদের কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা এবং যেখানে সলাত পড়া জায়িয বলেছেন তিনি হলেন শিহাবুল খাফাজী। এই কথাগুলো তিনি বায়যাবীর হাশিয়াতে বর্ণনা করেছেন। অথচ এই কথাগুলো বাতিল, ফাসিদ, চাহিদাহীন বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত কিছু হাদীস বর্ণনা করে হায়তামীর কথা জাওয়াজির গ্রন্থে স্বীকৃতি প্রদান করে শরহুল মিনহাজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

অতঃপর তিনি মিশরের সন্তানদের সমস্ত কারাফাত ধ্বংস করার ফাতাওয়া দেন। এমন কি ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর কবরের গম্বুজকেও ধ্বংস করার ফাতাওয়া দেন, যে গম্বুজ কোন শাসক নির্মাণ করেছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত ঐ সমস্ত মিনার বা গম্বুজকে ধ্বংস করে দেয়া যদি তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অতঃপর ইমামের জন্য নির্দিষ্ট করেন ইবনে রাফিয়ার সংশোধনমূলক কথা গ্রহণের।

অতঃপর ইমাম আলুসী বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী শারীয়াতই আমাদের শারীয়াত) প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে তাতে এ রকম বলা যাবে না। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا»

"যে ব্যক্তি সলাত না পড়ে ঘুমিয়ে যাবে অথবা সলাত পড়তে ভুলে যাবে।" অতঃপর আল্লাহর এই বাণী তেলাওয়াত করলেন ঃ

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

"তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা কর আমার স্মরণার্থে।"(সূরা ত্বহা ১৪)

এই বাক্যগুলো মূসা ('আঃ)-কে বলা হয়েছিল। অথচ এটা দলীলরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

আবূ ইউসুফ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ এই আয়াত দ্বারা নারী ও পুরুষের মধ্যে কিসাস জারির জন্য দলীল গ্রহণ করেছেন এবং কারখী স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, মুসলিম ও যিম্মির মধ্যে কিসাস হিসাবে দলীল গ্রহণ করেছেন।* এই আয়াতটি বানী ইসরাঈলের মধ্যেও এসেছে।

---

* লেখক বলেন, মুসলিম ও যিম্মির মধ্যে কিসাস জারী করা বৈধ হবে না। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী– «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» 'কাফিরের কিসাস স্বরূপ

আমরা বলব যে, পূর্ববর্তী শারীয়াতের মাযহাবকে আমাদের শারীয়াতরূপে গ্রহণ করা যদি আবশ্যক হয় কিন্তু সাধারণতভাবে এটা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ এটাকে আমাদের সামনে অস্বীকার ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অস্বীকার আল্লাহ তা'য়ালার অস্বীকারের মতই।

কেননা আমি যারা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করে তাদের প্রতি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লা'নাত করা শুনেছি। সুতরাং পূর্ববর্তী শারীয়াতে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং কি করে সম্ভব হবে পূর্ববর্তী শারীয়াত কর্তৃক মাসজিদ বানান, অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী নাসারাদের প্রতি লা'নাত করেছেন তাদের নাবীদের কবরকে মাসজিদ রূপে গ্রহণ করার জন্য।

ইতিপূর্বে যে আয়াতটি ইমামেরা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এই আয়াত সেই আয়াতটির মত নয়। সেখানে মানুষের অতিরিক্ত কোন হেকায়াত বর্ণনা করা হয়নি।

এরই উপর ভিত্তি করে লেখক বলেন, প্রথম দলটি মুমিন ছিল, কিন্তু তারা তাদের শারীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল যার কারণে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। অতঃপর তারা গর্তের দরজায় নির্মিত ঘরের প্রতি এবং তা বন্ধ করে দেয়ার দিকে ইশারা করল।

এরপর কিভাবে তার সাথীদের দ্বারাই মত বিরোধ হতে পারে। তাই তাদের নেতা কোন কিছু গ্রহণ করেননি। এবং তাদের রাগ এতই বেশি হয়েছিল যে তারা মাসজিদ নির্মাণের জন্য কসম করে বসল।

মূল কথা হল যার সামান্যতম জ্ঞান আছে, তার উক্ত আয়াতকে দলীল গ্রহণ করে এই সমস্ত বৈপরীত্যের দিকে যাওয়া উচিত নয় যা সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের কথার স্পষ্ট খেলাফ হয়। কেননা এটা হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি এবং স্বল্প

মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না– (বুখারী, আহাদিসুয যঈফাহ ১/৪৭৩)। সুতরাং মাসআলাতে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সূরা কাহাফের আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করার মতই।

জ্ঞানের পরিচয়। অজ্ঞ লোকেরা সৎ ব্যক্তিদের কবরের উপর চুন, প্লাষ্টার করে ঘর তৈরি করে, মোমবাতি জ্বালায়, যেখানে সলাত পড়ে, তাওয়াফ করে, কবরকে চুমা খায় এবং মাযারে বৎসরে নির্দিষ্ট সময়ে মাহফিল, সম্মেলন করে। এই সমস্ত কাজ তারা এই আয়াতকে দলীল সাব্যস্ত করে বৈধ মনে করে। একটি ঘটনা আছে যে, এক বাদশাহ্ প্রজাদের জন্য প্রতি বৎসর ঈদ তথা আনন্দ উৎসব করত এবং তাদের জন্য সেগুন কাঠ দিয়ে কফিন তৈরী করত অথচ এই সমস্ত কাজই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধী ও বিদ'আতী, যে কাজের অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি। সুতরাং সত্য জানার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা তাঁর কবরের কাছে কি কাজ করেছিল তা অনুসরণ করা। অথচ যে কবর ছিল পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবর। তাই তাঁরা কবর যিয়ারতকালে সেখানে অবস্থান করেছিল এবং সালাম প্রদান করেছিল। সুতরাং তুমি তাই করবে যা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়াত করুন।

আমি বলব ঃ তথাকথিত বৈধতার জন্য উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা হয় বরং কিছু কিছু সমকালীন লোকদের কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করার জায়িয বলা হয়। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে এটা বিদআত প্রবর্তনকারী। যার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

তারা যা প্রমাণ করে তার অর্থ দাঁড়ায়, এই আয়াত দ্বারা দলীল হল যে, তারা যা বলেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন।' আমি বলব ঃ এই দলীলটি দু'টি কারণে বাতিল।

প্রথম ঃ তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া বাতিল হবে না এই রকম ধরে নেয়া সঠিক নয়। আর যদি তা মেনে নেওয়া হয় তাহলে এটা সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে, তারা মুসলমান, সৎ এবং তাদের নাবীদের শারীয়াতের ধারক বাহক ছিল। অথচ উক্ত আয়াত এই দিকে সামান্যতম ইশারা করে নাই। বরং এটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে, তারা এই রকম ছিল না। এটাই বেশি বুঝায় যে, তারা কাফের অথবা পাপিষ্ঠ ছিল। যেমন ইবনে রজব ও ইবনে কাসীর পূর্বে বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রত্যাখ্যান না করা দ্বারা তাদের প্রতি স্বীকৃতি বুঝায় না। বরং তাদের অস্বীকৃতি

বুঝায়, কেননা কথার বর্ণনায় বুঝা যায় যে, কাফির এবং পাপী হওয়া তাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং চুপ থাকা তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া বুঝায় না।

দ্বিতীয় ঃ উল্লেখিত দলীলটি অতিতের সমসাময়িক কু-বৃত্তি অনুসারীদের তরিকায় প্রতিষ্ঠিত। যারা শুধু মাত্র কুরআনকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে, হাদীসের ধারও ধারে না। কিন্তু যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল হাদীস তারা দুই ওয়াহীর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা প্রসিদ্ধ ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাকে বিশ্বাস করে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী–

«أَلاَ إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» وَفِيْ رِوَايَةٍ : «أَلاَ إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ»

নিশ্চয় আমাকে কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায়, 'খবরদার রসূলের হারামকৃত বস্তু আল্লাহ্ কর্তৃক হারামের মতই।" সুতরাং তাদের উত্থাপিত দলীল স্পষ্টভাবে বাতিল প্রমাণিত হলো। কেননা অস্বীকৃতির মাধ্যমে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাই তারা কিভাবে বলতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের বিপক্ষে কোন প্রত্যাখ্যান করেননি। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলের মাধ্যমে তাদেরকে লা'নত করেছেন। আর এটা দ্বারাই বুঝা যায় যে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

উল্লেখিত হাদীসসমূহের বিরুদ্ধে যারা উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল সাবস্ত করে হারামকে বৈধ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা জিনদের ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল করেছেন সে আয়াত দ্বারা মুর্তি এবং আকৃতি তৈরি করার দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। যে জ্বিনরা সুলাইমান ('আঃ)-এর অনুগত ছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ﴾

অর্থাৎ "তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দূর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত।" (সূরা সাবা ১৩)

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে যে সমস্ত সহীহ হাদীসের দ্বারা মুর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম করা হয়েছে তার বিপরীত হয়ে যায়। তাই কোন মুসলমান যারা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসকে বিশ্বাস করে তারা এ কাজ করতে পারে না। সুতরাং এই আলেচানার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা গেল যে তাদের উপস্থাপিত দলীল বাতিল ও গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় সংশয়ের উত্তর ঃ

দ্বিতীয় সংশয় হচ্ছে যে, বর্তমানে দেখা যায় মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মাসজিদে নাববীর মধ্যে অবস্থিত। যদি মাসজিদে কবর দেয়া হারাম হত তাহলে সেখানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর দেয়া হত না।

উত্তর ঃ যদিও বর্তমানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মাসজিদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবে সাহাবাদের যুগে এ রকম ছিল না। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁকে তারই কক্ষে দাফন করা হয় যা মাসজিদের পাশে অবস্থিত ছিল। সেই কক্ষ ও মাসজিদের মাঝে প্রাচীর ছিল। যেখানে একটি দরজা ছিল যে দরজা দিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে আসতেন এবং এটাই হচ্ছে প্রসিদ্ধ মত ও ওলামাদের নিকট অকাট্য দলীল। আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

সাহাবাগণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর কক্ষের মধ্যে এজন্য দাফন করেছিলেন যাতে করে পরবর্তীতে কেউ তাঁর কবরকে মাসজিদে পরিণত করতে না পারে। এর বিশদ বর্ণনা ইতিপূর্বে আয়িশার হাদীসের মধ্যে করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল যখন এ ব্যাপারে তাদের কোন ধারণা ছিল না। অতঃপর ৮৮ হিজরীতে ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিক মাসজিদে নাববীকে ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেন এবং রসূলুল্লাহ্

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের ঘরগুলোকে মাসজিদের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জন্য বলেন। যার কারণে আয়িশাহ (রাযিঃ)-এর কক্ষ যেখানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর অবস্থিত সে কক্ষটিকেও মাসজিদের সাথে মিলিয়ে দেন। সুতরাং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরটি মাসজিদের ভিতর হয়ে যায়।

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মাসজিদের ভিতর অন্তর্ভুক্ত এমন এক সময় করা হয়েছে যখন মাদীনায় কোন সাহাবী ছিল না। যেমনভাবে আল্লামা হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল হাদী তাঁর রচিত সরিমুল মানকী গ্রন্থে ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন।

"মাদীনায় অবস্থানরত সাহাবীগণদের মৃত্যুর পর খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিকের শাসনামলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবদিল মালিকের শাসনামলে জাবির ইবনে আবদিল্লাহ সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী। কেননা তিনি মারা যান ৭৮ হিজরীতে। ওয়ালিদ ৮৬ হিজরীতে খিলাফাতে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করে ৯৬ হিজরীতে। এই সময়ের মধ্যেই মাসজিদে নাববী নির্মাণ ও নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।*

(তারীখে ইবনে জারির ৫/২২২-২২৩ এবং তারীখে ইবনে কাসীর ৯/৭৪-৭৫)

---

* লেখক বলেন ঃ যে বছর এই ঘটনা ঘটে হাফিয ইবনে আবদিল হাদী সেই বছরের নাম উল্লেখ করেননি। কেননা মুহাদ্দিসদের মাধ্যমে বর্ণনাটি প্রমাণিত নেই এবং আমরা ইবনে জারির হতে যে বর্ণনাটি নকল করেছি সেটি হচ্ছে ওয়াকিদীর বর্ণনা আর তিনি অভিযুক্ত। হাফিয ইবনে আবদিল হাদীর বাক্যে শাইখার বর্ণনাটির মূল বিষয় হল মাজহুল বা অজ্ঞাত। সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু প্রমাণিত হবে না। হুজরাকে মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ওয়ালিদের খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ এক মত। এটা সংঘঠিত হয়েছিল মাদীনার সাহাবাগণ মারা যাওয়ার পর যেমন হাফিয বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বিপরীত বর্ণনা করেন আবূ আবদিল্লাহ আল রাযী তার মাশাইখে (১/২১৮) মুহাম্মাদ ইবনে রবী' জাইযী হতে যে, সহল ইবনে সা'দ মাদীনায় মারা যান একশত বছর বয়সে ৯১ হিজরীতে এবং সাহাবীদের মধ্যে তিনিই মাদীনাতে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেন। আর ইবনে আবি দাউদ ধারণা করেন যে, তিনি ইসকান্দারীয়াই মারা যান এবং তাকরীব গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ===

আবূ যায়িদ উমার বিন শুব্বাহ আখবায়ে মাদীনাহ গ্রন্থে তাঁর উস্তাদদের হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার বিন আবদিল আযীয যখন ৯১ হিজরীতে ওয়ালিদ বিন আবদিল মালিকের পক্ষ হতে মাদীনার নায়েবে আমীর ছিলেন তখন মাসজিদে নাববীকে ভেঙ্গে দিয়ে খোদাইকৃত পাথর দ্বারা পুনরায় নির্মাণ করেন এবং তার ছাদ সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মাণ করেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের হুজরাকে ভেঙ্গে দিয়ে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন যার কারণে কবরটিও মাসজিদের ভিতরে পড়ে যায়।

সুতরাং আমাদের জন্য এটাই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কবরটিকে মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এমন এক সময় যখন মদীনায় কোন সাহাবী ছিলেন না। যদিও কিছু লোক যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর হুজরাই দাফন করেন তখন এর বিরোধিতা করেন। সুতরাং এই সকল প্রকৃত সত্যকে জানার পর কোন মুসলমানের জন্য বিতর্ক বৈধ হবে না যে ঘটনা সাহাবাদের পরে সংঘঠিত হয়েছে। কেননা তা সহীহ হাদীসের বিপরীত এবং সাহাবা ও ইমামদের মতের বিরোধী এবং এটা উমার (রাযিঃ) ও উসমানের মাসজিদ সংস্কারের বিরোধী। কেননা তাঁরা সংস্কার করার সময় কবরকে মাসজিদের

=== মারা গেছেন ৮৮ হিজরীতে। আল্লাহ ভাল জানেন। উক্ত বক্তব্যর সার কথা হল যে, এই কাজসমূহ পরিবর্তন করার সময় কোন সাহাবা ছিলেন এই ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন দলীল নেই। কিন্তু যারা এর বিপরীত বলতে চান তাদের প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক। যেমন মুসলিমের ব্যাখ্যায় এসেছে নং (৫/১৩-১৪) এটা ছিল সাহাবাদের যুগে কিন্তু সেই বর্ণনাটিও মু'যাল বা মুরসাল। আর এ রকমভাবে কোন দলীল কায়িম হতে পারে না। যদি তাদের দলীলটি সহীহ প্রমাণিত হয় তাহলে একজন সাহাবী ছিলেন বহু সংখ্যক সাহাবা ছিলেন না।

উসমান (রাযিঃ) মাসজিদে নাববীকে যখন প্রসস্থ করেন, তখন হুজরা মাসজিদের মধ্যে ছিল না সুতরাং কবরটি ভিতরে হয় তৃতীয়বার প্রশস্ত করার সময়। কেননা উসমান (রাযিঃ) যখন মাসজিদকে বাড়ানোর কাজ শুরু করেন তখন কবরস্থ হুজরা মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার বিপরীতে কিছু হাদীস পাওয়া যায়। যার কারণে তিনি হুজরার দিকে মাসজিদকে প্রশস্ত করা থেকে বিরত থাকলেন। সেহেতু কবরটি মাসজিদের ভিতর প্রবেশ করল না। আর এটাই হচ্ছে বাস্তব, যা ওমর এবং সমস্ত সালাফগণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মাসজিদ বাড়ানোর ব্যাপারে বিপরীত হাদীস আসার কারণে হুজরাকে মাসজিদের বাইরে রাখা হয়।

অন্তর্ভুক্ত করেননি। এজন্য ওয়ালিদ ইবনে আবদিল মালিক যা করেছিলেন, তা ভুল করেছিলেন, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। মাসজিদ বাড়ানো খুব প্রয়োজনই হলে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুজরার দিকে না বাড়িয়ে অন্য দিকে বাড়াতে পারতেন। উমার বিন খাত্তাব (রাযিঃ) এই প্রকার ভুলের দিকে ইশারা করেন। যখন তিনি মাসজিদ সংস্কার করেন তখন হুজরার দিকে প্রশস্ত করার কোন মতবিরোধ ছিল না। তারা বলল 'নিশ্চয় এটা ছাড়া কোন পথ নেই।*

উপরে উল্লেখিত মতবিরোধ সহীহ হাদীস ও খুলাফা রাশিদিনের সুন্নাতের বিরোধী। কেননা বিরোধীরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেমনভাবে নাববী মুসলিমের ভাষ্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন (৫/১৪)।

"যখন সাহাবাগণ(১) এবং তাবিয়ীনগণ মাসজিদে নাববীকে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে প্রসস্থ করার প্রয়োজন মনে করলেন তখন তাঁরা মাসজিদ প্রশস্ত করলেন এবং উমমাহাতুল মু'মিনিনদের হুজরাকে মাসজিদের মধ্যে মিলিয়ে দিলেন এবং আয়িশাহ'র ঘরকে ভিতরে করলেন যে ঘরে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী আবূ বকর ও ওমরের কবর ছিল। কিন্তু তারা তাদের কবরের চার পাশে গোল করে উচু প্রাচীর তৈরি করেছিলেন(২) সাধারণ মানুষ সে দিক করে সলাত পড়ত।

---

* দেখুন তবকাতে ইবনে সাদ (৪/২১), ইবনে আশকারীর তারিখ (৮/৪৭৮/২) এবং সূয়ুতি তার জামে কাবীর বলেন, (৩/২৭২/২) সানাদ সহীহ।

(১) সে সময়ে কোন সাহাবা ছিল না যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে- সুতরাং সাবধান।

(২) প্রকাশ থাকে যে, এই দলীলটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে মাসজিদে কবর থাকে যদিও জানালার বা দরজার পরেও হয় কিন্তু এতেও আপদ দূর হয় না। যেমনভাবে ইয়াহইয়া ('আঃ)-এর কবরে সংঘঠিত হয়েছিল। যা দামেশক ও হালবে বানী উমাইয়ার মাসজিদে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের দলীল হলো, যে মাসজিদের কিবলা কবরের দিকে হবে সে মাসজিদের সলাত পড়া জায়িয হবে না। যদিও মাসজিদ ও কবরস্থানের মধ্যে প্রাচীর থাকে। সুতরাং প্রাচীর বিহীন কবর যেখানে মাসজিদের ক্বিবলা তথায় কিভাবে সলাত আদায় ===

অতঃপর কবরের উত্তরের দুই কোনে দু'টি প্রাচীর নির্মাণ করে পূর্বের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেয়। যার কারণে কবরের দিকে ক্বিবলা করা কারো জন্য সম্ভব নয়। হাফিয ইবনে রজব তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে কুরতুবী হতে বর্ণনা করেছেন, যা কাওয়াক্বিব গ্রন্থে (৬৫/৯১/১) এবং ইবনে তাইমিয়া (আল জাওয়াবুল বাহির ২/৩৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ

«أَنَّ الْحُجْرَةَ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ سُدَّ بَابُهَا، وَبُنِيَ عَلَيْهَا حَائِطٌ آخَرُ، صِيَانَةً لَهُ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ بَيْتُهُ عِيداً، وَقَبْرُهُ وَثَناً»

যখন হুজরাকে মাসজিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তার উপর অন্য একটি প্রাচীর তৈরি করা হয়। নাবী সল্লাল্লাহু

=== বৈধ হবে? "কেউ কেউ বলেন ঃ কবরওয়ালা মাসজিদে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বানী উমাইয়া মাসজিদে সলাত আদায় করাকে কবরস্থানে সলাত পড়া বলা যায় না। সুতরাং যে মাসজিদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কবর অবস্থিত তথায় সলাত পড়তে বাধা কোথায়?" এই কথাগুলো কোন জ্ঞানীদের নয় এবং এ নিষেধ ছিল বানী উমাইয়ার মাসজিদের জন্য, যে কবরটি প্রসাদের পেছনে ছিল। বাস্তব পক্ষে লোকদের কবর দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ ব্যতীত কবরের কাছে দু'আ করা, সাহায্য চাওয়া এবং অন্যান্য কাজকর্ম যা আল্লাহর সন্তুষ্টিহীন ছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা ফিৎনার মাধ্যমসমূহকে বন্ধ করার জন্য কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন, যে সমস্ত কাজ কর্ম কবরের কাছে সংগঠিত হয় এর বর্ণনা সামনে আসছে।

অতএব এই সমস্ত প্রসাদওয়ালা কবরের মূল্য কি আছে, যেখানে সমস্ত মুনকার কাজ চলে। বরং কবরের উপর সুন্দর প্রসাদ তৈরি করা আরেকটি ফিৎনার সৃষ্টি করে। তাতে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফারমানি কাজে লিপ্ত হয় এবং কবরওয়ালাকে সম্মান করে যা শরিয়ত কর্তৃক জায়িয নয়।

وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُوْرِ؟ أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، كَانَ يُنْهَى عَنْ ذٰلِكَ.

সহীহভাবে ইবনে জুরাইয হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আতাআ বিন আবী রাবাহকে বললাম ঃ আপনি কি কবরের মাঝে বা যে মাসজিদ কবরমুখী তাতে সলাত পড়তে অপছন্দ করেন? তিনি বললেন, হাঁ, অপছন্দ করছি। এটা হতে নিষেধ করা হতো। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক ১/৪০৪ পৃষ্ঠা, ১৫৭৯ নং হাদীস)

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিফাযত করার জন্য, যাতে করে তার বাড়িকে মেলায় ও কবরকে মূর্তি বানানো না হয়।

হায় আফসোস! নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে ঘরটি অনেক কাল আগে তৈরি করা হয়েছে। তা যদি না হত তাহলে আমি সেটিকে দূরীভূত করতাম। সেই সুউচ্চ সবুজ গম্বুজটি এবং তার কবরের চার পাশে খুব চাকচিক্য তামার জানালাসমূহ এবং অন্যান্য জিনিস যা কবর ওয়ালা নিজেই পছন্দ করতেন না। আমি যখন ১৩৬৮ হিজরীতে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করলাম এবং সালামের মাধ্যমে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান প্রদর্শন করলাম তখন কবরের উত্তর পার্শের প্রাচীরের নিচে ছোট একটি মিহরাব দেখতে পেলাম এবং প্রাচীরের পিছনে মাসজিদের জমিন হতে একটু উপরে জায়গা দেখতে পেলাম, যে জায়গাটি ইশারা করে যে, এটি কবরের পিছনে সলাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে তাওহীদের যুগে কিভাবে এমন প্রকাশ্যে কবর পূজা চলতে পারে? আমি এটাও স্বীকার করি যে, আমি সেখানে কাউকে সলাত পড়তে দেখি নাই; সরকারের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কড়া পাহারা থাকার কারণে মানুষেরা সেখানে এসে সলাত পড়তে পারে না, যা শারীয়াত কর্তৃক বৈধ নয়। এই জন্য সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যদিও এটা যথেষ্ট লাভজনক নয়। এ বিষয়ে আমি তিন বৎসর যাবৎ আমার কিতাব আহকামুল জানায়িয মূল গ্রন্থে ২০৮ পৃষ্ঠায় বলে আসছি ঃ "সুতরাং মাসজিদে নাবীর পূর্বের জামানার অবস্থার দিকে ফিরে আসা সকলের আবশ্যক। এখন মাসজিদ ও নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের মাঝে প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। যে প্রাচীরটি উত্তর দক্ষিণ পর্যন্ত লম্বা। যার কারণে কবরটিকে দেখা যায় না।

সৌদি সরকারের উচিত যে, সত্যিকারভাবে তাওহীদকে রক্ষা করা। যদি মাসজিদকে প্রশস্ত করা হয় তাহলে পশ্চিম অথবা অন্য দিকে যেন করা হয়। এটাই হচ্ছে আমার মতামত। তাই আমি আশা করব আল্লাহ যেন তার হাতকে নির্মাণ কাজে সত্যিকারভাবে আরো ভাল পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেন।

তৃতীয় সংশয়ের উত্তর ঃ

তৃতীয় সংশয় হলো যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়েফের মাসজিদে সলাত পড়েছেন। অথচ হাদীসে এসেছে যে, সেখানে সত্তর জন নাবীর কবর আছে?

উত্তর ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসজিদে সলাত পড়েছেন এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা বলব, তারা যে সংশয় প্রকাশ করেছে সেখানে ৭০ জন নাবীকে দাফন করা হয়েছে, দু'টি কারণে তাদের কোন প্রমাণ নেই।

প্রথম ঃ তারা যে হাদীসটি উপস্থাপন করেছে, সে হাদীসকে আমরা সহীহ বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ সহীহ হাদীস সংকলনে কেউ সে হাদীসটি বর্ণনা করতে উদ্যোগী হয়নি। সে হাদীসটিকে পূর্ববর্তী কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম সহীহ বলে আখ্যায়িত করে নাই এবং কোন হাদীস সমালোচক সেই হাদীসটিকে সহীহ্ বলেনি। সুতরাং হাদীসটির সানাদ, বর্ণনাকারী গরীব। তাই হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার জন্য অন্তরে তৃপ্তি পায় না। ইমাম তবরানী তার মু'জামুল কাবীর (৩/২০৪/২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আবদান ইবনে আহমদ, ঈশা ইবনে শাযান, আবূ হুমান আদ দুলাল ও ইব্রাহিম ইবনে তহমান হাদীস বর্ণনা করেন মানসুর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি উমার হতে।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعاً بِلَفْظٍ : «فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَبْرَ سَبْعِيْنَ نَبِيّاً».

ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মাসজিদ খায়েকে ৭০ জন নাবীকে কবর দেয়া হয়েছে) হাদীস মারফু এবং হাইতামী তাঁর আলমাজমা, ৩/২৭৮) গ্রন্থে অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেন।

«... قُبِرَ سَبْعُوْنَ نَبِيّاً»

"৭০ জন নাবীকে কবর দেয়া হয়েছে" তিনি বলেন, বায্যার "নির্ভরযোগ্য বাবীগণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি বর্ণনায় পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে ত্রুটি রয়েছে, তবরানীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমি বলব ঃ

তবরানী বর্ণিত রিজালসমূহ আবদান ইবনে আহমদ ব্যতীত নির্ভরযোগ্য। তিনি হচ্ছেন আহওয়ায়ী, যেমন তবরানী তার মু'জামুল সগীর (১৩৬) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। তার কোন জীবনী পাইনি। তিনি আবদান ইবনে মুহাম্মদ আল মারুজী নন। কেননা তিনি হলেন তবরানীর শাইখদের মধ্যে একজন, যা মু'জামুস সগীরেই রয়েছে, তার জীবনী তারীখুল বাগদাদ (১১/১৩৫) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই ইসনাদের রিজাল গরীব যেমন ঈশা ইবনে শাযান। ইবনে হিব্বান আস সিকাত গ্রন্থে বলেন ঃ সে গারীব। ইবরাহীম ইবনে তহমান সম্পর্কে ইবনে আম্মার বলেন, সে দুর্বল ও মুজতরাব।

এই হাদীসটি সাধারণভাবে যদি ইবনে আম্মার এর কথা অনুযায়ী মারদুদ হত, তাহলে হাদীসটি ইবনে তহমানের উপর কিছু প্রমাণ করত এবং ইবনে হিব্বানের কথা দ্বারা তা শক্তিশালী হত। (সিকাত আতবাউত তাবিয়ীন) (২/১০) মোট কথা হলো হাদীসটি সঈফ। সহীহ্ হওয়ার জন্য অন্তর স্থির হয় না। আর যদি সহীহ হয় তাহলে তার উত্তর আসছে, আর সেটা হলো ঃ

দ্বিতীয় ঃ মাসজিদে খায়িফে প্রকাশ্য কোন কবর আছে এই ব্যাপারে কোন হাদীস নাই। আযরাকী তাঁর রচিত তারীখে মাক্কা (৪০৬-৪১০) গ্রন্থে মাসজিদে খায়িফ-এর গুণ সম্পর্কে কয়েকটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি কোন স্পষ্ট কবরের কথা উল্লেখ্য করেননি। প্রকাশ থাকে যে, শারীয়াতের হুকুম আহকাম প্রকাশ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উল্লেখিত মাসজিদে যখন কোন প্রকাশ্য কবর নাই সেহেতু সেখানে সলাত আদায় করা কোন ক্ষতির বিষয় নয়। কেননা সেখানে কবরের কোন চিহ্ন নাই এবং কেউ জানেও না। বরং কবর আছে বলে যে খবর জানা যায় তা দুর্বল এবং সেই স্থানে ৭০ জন ব্যক্তির কবরের কোন আলামত নেই। এই জন্য কোন ফাসাদ হওয়ার কথা নয়, কারণ প্রকাশ্য কবরের উপর সেই মাসজিদ নির্মিত হয়নি ও উঁচু কোন চিহ্নও নেই।

চতুর্থ সংশয়ের উত্তর ঃ

চতুর্থ সংশয় হচ্ছে, কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাসজিদে হারামের বক্ষে ইসমাইল ('আঃ) এবং অন্যান্যদের কবর আছে। অথচ সেই

মাসজিদ হচ্ছে সর্বোত্তম মাসজিদ যেখানে সলাত পড়ার জন্য মানুষ উৎসাহ বোধ করে।

উত্তর ঃ মাসজিদে হারাম হচ্ছে সর্বভৌম মাসজিদ এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই এবং সেখানে সলাত আদায় করলে এক লক্ষ রাক'আতের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে ইবরাহীম ও তার পুত্র ইসমাঈল ('আঃ)-এর দ্বারা এই ঘরের ভিত্তি নির্মাণের জন্য। সেখানে ইসমাঈলকে দাফন করার কারণে মর্যাদা দেয়া হয়নি। এই কথা যদি সঠিক হয় যে, সেখানে ইসমাইলকে দাফন দেয়া হয়েছে। আর এই কথা যারা বিশ্বাস করবে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে আছে। কেননা এই ব্যাপারে সালফে সালিহীনদের সামান্যতম বর্ণনা পাওয়া যায় না এবং কোন হাদীস দ্বারাও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যদি বলা হয় যে, কাবা ঘরে ইসামাইলকে দাফন করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নাই এবং কোন মতভেদও নাই। কিন্তু এতে এই কথাও কি বুঝা যায় না যে কবর ওয়ালা মাসজিদে সলাত পড়া মাকরূহ নয়। উত্তরে বলব, অবশ্যই না, অবশ্য না। নিম্নে বর্ণনা তুলে ধরা হল।

এক ঃ মাসজিদে হারামের মধ্যে ইসমাঈল ('আঃ) বা অন্য কোন নাবীদের দাফন করা হয়েছে এই ব্যাপারে কোন মারফু হাদীস পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য সুন্নাতের কিতাবে কোন কিছু তুলে ধরা হয়নি যেমন কুতুবে সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ এবং তবরানীর রচিত মু'জাম এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ রচনাবলীতে কোন কিছু উল্লেখ্য করা হয়নি এবং এই ব্যাপারে তারা যে হাদীস পেশ করেন সে হাদীসগুলো কোন কোন মুহাক্কিকদের নিকট দুর্বল বরং মাওযু বা জাল।এই সম্পর্কে যে আসার বর্ণনা করা হয় তা মু'যাল, মাওকুফ, দুর্বল সানাদের মাধ্যমে।*

---

* ইমাম সুয়ূতী তাঁর তাদরীব গ্রন্থে ইবনে যাওজী হতে বর্ণনা করে বলেছেন, "কতই না সুন্দর বক্তার বক্তব্য, যখন দেখবে যে কোন হাদীস আকল বা জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় ও বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয় এবং উসুল কে অসঙ্গতি করে দেয় তখন জানবে যে সে হাদসিটি মওযু বা (বানোওয়াট) এবং উসুলের অসঙ্গতিপুর্ণ বলতে বুঝায় যারা ইসলামের মাশহুর কিতাব এবং এসনাদ এর রচনাবলী হতে বের হয়ে যায়।

আযরাকী তার আখবারে মাক্কা গ্রন্থে (৩৯, ২১৯, ২২০) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সেই বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করা যাবে না।* যদিও কিছু বিদ'আতীরা এই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং এমনিভাবে ইমাম সুয়ুতী আল জামে' গ্রন্থে হাকিমের রেওয়ায়াত হতে আল কুনা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশাহ হতে মারফু শব্দগুলো হচ্ছে-

«إِنَّ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ فِيْ الْحِجْرِ»

'নিশ্চয় ইসমাঈল ('আঃ)-এর কবর ঘরের মধ্যে'।

দুই ঃ মাসজিদে হারামে কবরের অস্তিত্ব আছে বলে তারা যে ধারণা করে তা স্পষ্ট নয়। সুতরাং মাসজিদের যমীনের বক্ষে কবরের অস্তিত্ব ক্ষতির কারণ হতে পারে না। বিধায় এই সমস্ত আসার দ্বারা যমীনের মধ্যে উঁচু কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হওয়া সঠিক হবে না।

এই কারণে শাইখ আলী ক্বারী তার মিরকাতুল মাফাতীহ (১/৪৫৬) গ্রন্থে ঐ সমস্ত মুফাস্‌সিরদের উত্তরে বলেছেন ঃ "অন্যেরা বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল

---

* ইহ্‌য়াউল মাকবূর গ্রন্থে দেখুন, পৃষ্ঠা নং (৪৭ - ৪৮)। আশ্চর্যে কথা যে পরবর্তী কিছু তাফসীরকারকগণ সুন্নাত সম্পর্কে এতই অজ্ঞ যে, কবরস্থানে সলাত পড়ার বৈধ হওয়ার জন্য দুর্বল আসারগুলোও তারা দলীল হিসাবে পেশ করে। তারা বলে যে, কবরস্থানে সলাত পড়া হয় মৃত্যু ব্যক্তিদের আত্মাগুলো প্রশান্তির জন্য, ইবাদত বা তাদের সম্মানার্থে সলাত পড়া হয় না। তাদের এই ধারণা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা তাদের এই দলীল ঐ সমস্ত সাধারণ সহীহ হাদীসের বিরোধী যে হাদীসসমূহ কবরের উপর এবং যে মাসজিদ কবরের উপর নির্মাণ করা সেখানে সলাত পড়তে নিষেধ করেছে। "এজন্য আল্লামা মানাবী ঐ মুফাসিসরদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন ঃ কিন্তু শাইখানের বর্ণনা অনুযায়ী কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা সাধারণত মাকরূহ। এই কবর দ্বারা মুসলমানদের কবর উদ্দেশ্য এবং কবরওয়ালার ইবাদত করা হবে এই ভয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তাই রসূল বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ.

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতগাহ বানাইওনা।' ইমাম সুনয়ানী তার সুবুলুস সালাম (২/২১৪) গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন।

('আঃ)-এর কবরের আকৃতি কাবা ঘরের মিযাব (নালার) এর নিচে আছে। এবং হাতিম, হাজরে আসওয়াদ এবং যমযম কুপের মধ্যবর্তী স্থানে সত্তরজন নাবীর কবর আছে। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, "কাবা ঘরে ইসমাইল ('আঃ) এবং অন্যান্যদের কবরের কথা মুনদেরাসাহ বা চতুরী। সুতরাং এই দলীলের কথা সঠিক নয়। অতএব এর উত্তরে বলা যায় যে, এই মাসয়ালাটির শিক্ষা হল প্রকাশ্য কবর থাকলে সলাত পড়া ও মাসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে না। কিন্তু যেসব কবরের চিহ্ন বা অস্তিত্ব নেই সেগুলোর ব্যাপারে শারীয়াতের হুকুমে কোন বাধা নেই। কেননা আমরা জানি যে, সমস্ত যমীন হচ্ছে জীবিতদের জন্য কবরস্থান। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾

"অর্থাৎ আমি কি জীবিত ও মৃত্যুদের জন্য যমীনকে বিছিয়ে দেইনি।"

ইমাম শাবী বলেন,

«بَطْنُهَا لِأَمْوَاتِكُمْ، وَظَهْرُهَا لِأَحْيَائِكُمْ»

"যমীনে পেট মৃত্যুদের জন্য এবং উপরিভাগ হচ্ছে জীবিতদের জন্য।"*

যেমনভাবে কবি বলেন ঃ

আমাদের এই কবরগুলো চিৎকার করিতেছে যে, বিস্তীর্ণ জমিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।
সুতরাং আদের যুগের কবরগুলো কোথায়?
আমি ধারণা করছি যে, যমীনের উপরিভাগের নিচু জায়গাগুলো হালকা হয়ে গেছে,
কিন্তু এই গণ দেহগুলো শান্ত বাতাসের মধ্যে খুঁজ, যদি ক্ষমতা রাখ।
বান্দার দেহের খণ্ডগুলো ছায়ামূর্তি নয়।

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, যে সমস্ত কবরগুলোর স্থানের অস্তিত্ব বুঝা যায় না, তা ক্ষতির কারণ হতে পারে না। আর যদি এমন না হত তাহলে সমস্ত মর্যাদাপূর্ণ কবরগুলো মূর্তি পূজা ও শিরকের আখড়ায় পরিণত হয়ে যেত

* দু-লাবী বর্ণনা করেন (১/২২৯) শাবী হতে এবং বারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এবং কবরের উপর মাযার গড়ে উঠত। তাই শারীয়াত এই দুই প্রকারের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে সমতা করা জায়িয হবে না। অর্থাৎ যে কবরের অস্তিত্ব নাই তার হুকুম আর যে কবরের অস্তিত্ব আছে তার হুকুম এক নয়। আল্লাহই সাহায্যকারী।

পঞ্চম সংশয়ের উত্তর ঃ

৫ম সংশয় হচ্ছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আবি জান্দাল (রাযিঃ) আবি বাসীর (রাযিঃ) এর কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এই সংশয়টি তার বর্ণনার মোয়াফিক নয়। যদিও কিছু সমসাময়িক প্রবৃত্তিবাদী তার উপর নির্ভর করে ঐ সমস্ত বিধানধারী হাদীসগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি নিম্নে তাদের মতামতকে বাতিল সাব্যস্ত করে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। এর উত্তর দু'টি পদ্ধতিতে দেয়া যায়।

প্রথম পদ্ধতি ঃ প্রকৃতপক্ষে তারা যে ধারণা করে মাসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে তা বাতিল। কেননা তাদের কোন ইসনাদ নাই যার দ্বারা তারা হুজ্জাত কায়েম করবে। এই ব্যাপারে কোন সহীহ ও সুনান, মুসনাদ গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য কেউ কোন কিছু বর্ণনা করেনি। শুধুমাত্র আব্দুল বার তার রচিত ইসতিয়াব গ্রন্থে মুরসাল রূপে আবি বাসীর এর জীবনী বর্ণনা করেছেন (৪/২১/২৩) তিনি বলেন ঃ

"আবি বাসীর সম্পর্কে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি আজিব ঘটনা আছে। যা ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। মা'মার যেটি বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব হতে। আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেছেন মা'মার হতে এবং মা'মার ইবনে শিহাব হতে হুদাইবিয়ার বৎসর ফয়সালার ঘটনা সম্পর্কে। ইবনে শিহাব বলেন যে,

ثُمَّ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَجَاءَهُ أَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : اَلْعَهْدُ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا أَنْ تَرُدَ إِلَيْنَا كُلَّ مَنْ جَاءَكَ مُسْلِماً. فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ

إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ : وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا جَيِّداً يَا فُلَانُ! فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، وَقَالَ : أَجَلْ وَاللّٰهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَربت بِهِ ثُمَّ جربت، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَصِيْرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتّٰى بَرِدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتّٰى أَتَى الْمَدِيْنَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ رَآهُ :لَقَدْ رَأٰى هٰذَا ذُعْراً، فَلَمَّا انْتَهٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِيْ، وَإِنِّي لَمَقْتُوْلٌ. فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ، فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ وَاللّٰهِ وَفَّى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ : قَدْ رَدَدْتَنِيْ إِلَيْهِمْ فَأَنْجَانِيَ اللّٰهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرِ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى أَتٰى سَيْفَ الْبَحْرِ، قَالَ : وَانْفَلَتَ مِنْهُمْ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنُ عَمْرٍو فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ ... وَذَكَرَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ هٰذَا الْخَبَرَ فِيْ أَبِيْ بَصِيْرٍ بِأَتَمِّ أَلْفَاظاً وَأَكْمَلِ سِيَاقَةً قَالَ : ... وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى أَبِيْ جَنْدَلٍ وَأَبِيْ بَصِيْرٍ لِيَقْدَمَا عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَدِمَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَبِيْ جَنْدَلٍ، وَأَبُوْ بَصِيْرٍ يَمُوْتُ، فَمَاتَ وَكِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ يَقْرَؤُهُ، فَدَفَنَهُ أَبُوْ جَنْدَلٍ مَكَانَهُ، وَصَلّٰى عَلَيْهِ، وَبَنٰى عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِداً»

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলে কুরাইশ গোত্রের আবূ বাসীর নামক এক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসল। তিনি মুসলমান ছিলেন। অতঃপর কুরাইশরা তাকে খোঁজার জন্য দু'জন লোক

প্রেরণ করল। সেই দু'জন লোক রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আপনাদের সাথে আমাদের এই মর্মে সন্ধি হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আপনার নিকট আসলে তাকে ফেরত দিতে হবে। অতঃপর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাসীরকে সেই দু'জন লোকের কাছে ফেরত দিলেন। তারা সেখান হতে বাহির হয়ে গেল, যখন তারা জুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছল তখন খেজুর খাওয়ার জন্য এক স্থানে অবতরণ করল। অতঃপর আবূ বাসীর তাদের একজনকে বলল, আল্লাহর কসম তোমার তরবারিটি খুব সুন্দর। অপরজন বলল, হাঁ অবশ্যই খুব সুন্দর। অতঃপর আবূ বাসীর তাকে বলল তরবারিটি আমাকে দাওত একটু দেখি, সে তরবারিটি তাকে দিল। তখন আবূ বাসীর সাথে সাথে সে তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করল যার ফলে নিমিসে সব ঠান্ডা হয়ে গেল এবং অপরজন পালিয়ে মদীনায় চলে আসল এবং মাসজিদে ঢুকে পড়ল। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দেখলেন অত্যন্ত ভিতু দেখলেন। অতঃপর সে নাবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমার সাথীকে হত্যা করেছে এবং অচিরে আমাকেও হত্যা করবে। তখন আবূ বাসীর আসল এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার দায়িত্বকে পূর্ণ করেছেন, আপনি আমাকে তাদের নিকট ফেরত দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলল তোমার মা ধ্বংস হক হে মিসয়ারে জারব! যদি তার সাথে আর কেউ থাকত। যখন আবূ বাসীর এই কথা শুনল তখন বুঝল যে তাকে আবার কুরাইশদের নিকট ফেরত দেয়া হবে। অতঃপর সে বের হয়ে সাগর তীরে পৌছল। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ জান্দালের সাথে দেখা হলে আবূ জান্দাল তাদের কাছ থেকে আবূ বাসীরকে মুক্ত করে দেন......। আবিবাসীর সম্পর্কে মূসা ইবনে ওকবা এই খবর বর্ণনা করেন এবং ঘটনাটি পূর্ণ করেন...।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ জান্দাল ও আবূ বাসীরের কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, তারা এবং তাদের সাথে যে মুসলমানরা আছে তারা যেন ফিরে আসে। যখন এই পত্র আবূ জান্দালের নিকট

পৌছল তখন আবূ বাসীর মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর আবূ জান্দাল আবূ বাসীরকে সেই স্থানে দাফন করলেন এবং তার কবরের উপর একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন।

আমি বলব ঃ তুমি দেখলে এই ঘটনাটির মূল বিষয় হচ্ছে যুহরীর এবং তিনি ছোট তাবিয়ী হওয়ার কারণে মুরসাল, তিনি আনাস ইবনে মালিক হতে শুনেছেন আর তা যদি না হত তাহলে মু'যাল হত। আর এটা কি করে সম্ভব যার উপর কোন দলিল প্রমাণিত হতে পারে না। এখানে মূল বক্তব্য হল তার বাণী "তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করল"। আব্দুল বার কর্তৃক ঘটনাটি বর্ণনায় জুহরীর মুরসাল প্রকাশ পায় না। এবং এই বর্ণনা আবদুর রায্যাক মা'মার হতে করেছেন এটাও বুঝা যায় না, বরং বর্ণনাটি হল মূসা ইবনে ওকবার। যেমনভাবে আব্দুল বার বিবৃত করেছেন। ইবনে ওকবা কোন সাহাবী হতে শুনে নাই। সুতরাং তার কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। এই অংশটুকু অতিরিক্ত মু'যাল। বরং আমার নিকট মুনকার।

কেননা ঘটনাটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ (৫/৩৫১+৩৭১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ (৪/৩২৮–৩৩১) গ্রন্থে বর্ণনা করেন আবদুর রায্যাকের সূত্রে মা'মার হতে। তিনি বলেন ঃ আমাকে খবর দিয়েছেন উত্তওয়াহ বিন যুবাইর, তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান হতে এই অতিরিক্তটুকু ব্যতীত এবং অনুরূপভাবে ইবনে ইসহাক তার সীরাত গ্রন্থে যুহরী হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে হিশামের মুখতাসার সীরাত গ্রন্থে (৩/৩৩১-৩২৯) এবং আহমাদ বর্ণনাটি মিলিয়েছেন (৪/৩২৩-৩২৬) ইবনে ইসহাকের সূত্রে যুহরী হতে এবং যুহরী বর্ণনা করেন ওরওয়াহ হতে এবং এই রকম মা'মারও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে এই অতিরিক্তটুকু নাই।

অনুরূপভাবে ইবনে জারীর তাঁর তারীখে (৩/২৭১-২৮৫) বর্ণনা করেছেন মা'মার এবং ইবনে ইসহাকের সূত্রে যুহরী হতে ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতীত। সুতরাং এই সমস্ত বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, সেই অংশটুকু তার রাবী নির্ভরযোগ্য না হওয়ার কারণে অতিরিক্ত মুনকার এবং মু'যাল।

দ্বিতীয় কারণ ঃ যদি এ বর্ণনাটি সহীহ্ও হয় তবুও কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার স্পষ্ট হাদীস সমূহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দু'টি কারণে যথেষ্ট হবে না।

একঃ এই ঘটনা সম্বন্ধে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবগতি করে নাই এবং কোন স্বীকৃত দেন নাই।

দুইঃ আমরা যদি মেনে নেই যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনা সম্পর্কে জানতেন বা তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাহলে জানতে হবে যে, এটা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ হারাম হওয়ার পূর্বে ছিল। কেননা হারাম হওয়ার হাদীসগুলো রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনের। সুতরাং পূর্ববর্তী প্রমাণ দ্বারা পরবর্তী প্রমাণ বাতিল করা যাবে না। এবং দু'টি প্রমাণের মধ্যে মতবিরোধ হলে পরবর্তী প্রমাণকে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্ যেন আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ হতে রক্ষা করেন।

ষষ্ঠ সংশয়ের উত্তর ঃ

ষষ্ঠ সংশয় হচ্ছে যে, তাদের ধারণা মতে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ করা হয়েছে কোন কারণের জন্য, আর সেই কারণটি হচ্ছে ফিৎনার ভয়। আর যখন কারণ দূর হয়ে যাবে তখন নিষেধ ও দুর হয়ে যাবে।

এই সংশয়ের প্রতি কোন ওলামার মত আছে বলে আমার জানা নাই। শুধুমাত্র ইহ্ইয়াউল কুবূরের গ্রন্থকার ব্যতীত। কেননা সে এটাকে গ্রহণ করেছে এবং হাদীসগুলোকে বর্জন করেছে। অতঃপর তিনি উক্ত কিতাবে ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, দু'টি কারণে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ, এই ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য। প্রথম কারণ হচ্ছে যে, এটা মাসজিদকে কলুষিত করে দেয়* এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এই মতটি অধিকাংশের, এমনকি পূর্বে যারা কারণ

* লেখক বলেন, উক্ত কারণটি বিভিন্ন দিক দিয়ে বাতিল এখনে এটা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই এবং এর দলীল নির্দিষ্টভাবে নাবীদের কবরসমূহে, কেননা নাবীদের দেহ গলে পচে যায় না। যেমন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। সুতরাং কিভাবে তাদের মাধ্যমে যমীন অপবিত্র হবে।

প্রমাণ করেছেন যে কবরে মাসজিদ আছে তা ফিৎনা এবং গোমরাহীর দিকে নিক্ষেপ করে। আর কবরগুলো মাশহুর সৎ ভাল ওয়ালিদের যদি হয় এবং অনেক যুগ অতিক্রম করার পর তাদের বিশ্বাস এই রকম হয় যে, কবরবাসীর সম্মনার্থে সেখানে সলাত আদায় করে। যে কবরগুলো মাসজিদের কিবলার দিকে হয়। এই সমস্ত বিশ্বাস তাদেরকে কুফর এবং শিরকের দিকে ধাপিত করে।

অতঃপর লেখক (২০-২১) পৃষ্ঠায় দিকে ইশারা করেছেন ঃ "উল্লেখিত কারণটি মুমিনদের অন্তরের ইমানের মজবুতিকে দুর্বল করে দেয় এবং নিষ্কলুস তাওহীদের প্রতি তাদের ধাপিত এবং আল্লাহর সাথে শরীক না করার বিশ্বাস জন্মায়, আল্লাহ তা'আলা একক সৃষ্টিকারী এবং পরিচালনাকারী। ইল্লাত বা কারণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে আউলিয়া ও সৎ লোকদের কবরের উপর মাসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা অপছন্দনীয় কাজ।"

আমি বলব যে, যেমন বলা হয়, সিংহাসন তৈরি কর অতঃপর নকশা কর!

প্রথমে প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত ভয়টি এককভাবে নিষেধের কারণ। অতঃপর তা নিঃশেষের প্রমাণ করে। প্রথমটির সাধারণভাবে কোন দলীল নাই যে, উল্লেখিত ভয় শুধু কারণ হতে পারে। হাঁ এই রকম বলা সম্ভব যে, কিছু কারণ হতে পারে এবং তা দ্বারা নির্দিষ্ট করা বাতিল। কেননা এটাও সম্ভব হতে পারে যে, অন্য কোন কারণের দিকে সম্বন্ধ করা, যেমন নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য দেয়া। এমনিভাবে শারীয়াতে যে মাল খরচ করলে কোন উপকার নাই তা অপচয়ের মত। তাঁর ধারণা যে কারণ মুমিনদের অন্তরে ঈমানের মুজবতীকে তুলে দেয়..." তার এই ধারণা কয়েকটি কারণে বাতিল।

প্রথম কারণ ঃ তার ধারণা মূলের উপর ভিত্তি করেই বাতিল। তা হলো প্রকৃত ঈমান, কেননা আল্লাহ সৃষ্টির ব্যাপারে একক। প্রকৃত ঈমানে নিষ্কৃতি তৈরী আল্লাহর নিকটই যথেষ্ট এবং এটা রকম নয়। কেননা এটা হচ্ছে সেই তাওহীদ যা ওলামাদের নিকট প্রসিদ্ধ, আর তা হচ্ছে তাওহীদে রুবুবিয়াহ এবং এই তাওহীদকে মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"হে নাবী! তাদেরকে তুমি যদি জিজ্ঞেস কর যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকারী কে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্"– (সূরা লুকমান ২৫)। কিন্তু এই তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস তাদের কোন উপকারে আসবে না। কেননা তারা তাওহীদে উলুহিয়াহ ও ইবাদাহ্ এর প্রতিকুফরী করেছে এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তারা শক্তভাবে অস্বীকার করেছে। তাদের কথায় আল্লাহ বলেন,

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

"সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাসের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার"–(সূরা সোয়াদ ৫)। তারা যে তাওহীদকে অস্বীকার করেছে সেই তাওহীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে সাহায্য সহযোগিতা না চাওয়া এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে 'দু'আ' ও পশু যবাহ না করা।

আর অন্যান্য ইবাদত যা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত তা পরিত্যাগ না করা। সুতরাং যারা এই সমস্ত কাজ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করে সে আল্লাহর সাথে শিরক করে। যদিও সে তাওহীদ রুবুবিয়াহকে স্বীকার করে। তাই তাওহীদে উলুহিয়াহ এবং তাওহীদে রুবুবীয়াহ এর সমষ্টিকে এবং আল্লাহকে সমস্ত কাজে একক সাব্যস্ত করাকে ঈমানে মানজি বা নিষ্কৃতি বলে।

অতএব সঠিক ঈমান সম্পর্কে জানতে পারলে অনেক মুমিনের অন্তরে তাওহীদে রুবুবীয়ার অমজবুতী হবে না। আমার ইচ্ছা নাই যে পাঠককে উদাহরণ থেকে দূরে নিয়ে যাব। তাই এখানে লেখক যা বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করাই আমি যথেষ্ট মনে করছি।

আমরা যার প্রতিবাদে রত রয়েছি, তিনি ২১ পৃষ্ঠায় কয়েক লাইন পরে বলেছেন ঃ "আমরা সাধারণ মানুষকে দেখি যে তারা আওলিয়াদের নামে কসম খায়। এবং তাদের সম্পর্কে এমন কথাবার্তা বলে যা প্রকাশ্য কুফরীর অন্তর্ভুক্ত এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, পশ্চিমা অনেক সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা মাওলানা আব্দুল কাদীর জিলানী (রাযিঃ) সম্পর্কে এমন কথা বলে যা প্রকাশ্য কুফরী এবং

পশ্চিমাদের বড় নেতাদের মধ্যে যিনি এই কথা বলেন, তিনি হলেন মাওলানা আব্দুস সালাম ইবনে মাশীশ (রহঃ)! তিনি বলেন ঃ আব্দুল কাদির জিলানী দীন ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্য হতে কেউ বলেন যে, হে মাওলানা আব্দুস সালাম আল লুতফ! তোমার বান্দারদের মাধ্যমে কঠিন বৃষ্টি হচ্ছে। এই কথাটি হচ্ছে কুফরী।

আমি বলব ঃ এই ধরনের কুফরী মুশরিকদের কুফরী হতেও মারাত্মক। কেননা এর মধ্যে তাওহীদে রুবীয়ার মধ্যেও শিরক্ প্রকাশ পেয়েছে। যা মুশরিকদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল কিনা আমার জানা নাই এবং উলুহিয়ার মধ্যে শিরক এই উম্মতের অজ্ঞ লোকদের মধ্যে বিস্তৃত। আর এটাই হচ্ছে বর্তমান ও কিছু পূর্বের মুসলমানদের অবস্থা। সুতরাং কিভাবে এই ব্যক্তি বলবে ".....মুমিনদের অন্তরের ঈমানের মুজবতিকে দূর করা ইল্লাত।"

যখন মুমিন দ্বারা সাহাবাদেরকে বুঝাবে তখন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় তারা সত্যিকার মুমিন ছিলেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যে তাওহীদ নিয়ে এসেছিল তা ভালভাবে তারা জানতেন। কিন্তু ইসলামী শারীয়াত হচ্ছে ব্যাপক ও স্থায়িত্ব। সুতরাং কোন কারণে তা শেষ হয়ে যাবে না। যদি তাদের দিকে প্রমাণের মাধ্যমে পরবর্তীদের সম্বন্ধ করা হয় তাতে হুকুম বাতিল হবে না। কেননা কারণ সব সময় থাকে না। এবং এই ব্যাপারে এটাই সত্য ও সঠিক।

দ্বিতীয় কারণ ঃ পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারলাম যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে কবরের মাসজিদ নির্মাণকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। বরং তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে। সুতরাং কারণটি কখন দূরীভূত হল যা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আর যদি বলা যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর দূরীভূত হয়েছে তাহলে সমস্ত মুসলমানরা যার উপর ছিল তা ভেঙ্গে যাবে যে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। কেননা সাহাবাদের পর ঈমানের দৃঢ়তা হয়নি। ঈমানের মজবুতি হয়েছে নাবী সল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর, এজন্যে ইল্লাত বা কারণ দূর হয়ে গেছে এবং হুকুম অবশিষ্ট আছে। আর যদি বলা হয় যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বে কারণ দূর হয়েছে তাহলে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে কিভাবে এটা হতে নিষেধ করেছেন এবং এটাকেই শক্তিশালী করেছেন।

তৃতীয় কারণ ঃ পূর্বে বর্ণিত কিছু হাদীসে বলা হয়েছে যে হুকুম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত জারি থাকবে। যেমন ১২তম হাদীসে।

চতুর্থ কারণ ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে মাসজিদ বানান হবে এই ভয়ে সাহাবাগণ তাঁকে তাঁর হুজরার মধ্যে দাফন করেছেন। যেমনভাবে আয়িশাহ'র ৪ নং হাদীসে বলা হয়েছে। তাহলে এই ভয় সাহাবাগণের পক্ষ হতে ছিল অথবা তাদের পরবর্তীতে ছিল। যদি প্রথমটি ধরা হয়, তাহলে আমরা বলব তাদের পরবর্তীদের ভয় করাটা বেশি উত্তম। আর যদি দ্বিতীয়টি ধরা হয় তাহলে আমাদের নিকট এটাই সঠিক এবং অকাট্ট দলীলে যে, সাহাবাগণ কারণ দূর হওয়াই হুকুম দুর হয়ে যাবে এই রকম দেখেন নাই। না তাদের যুগে, না পরবর্তী যুগে। সুতরাং তাদের ধারণা সাহাবাদের রায়ের খেলাফ ও প্রকাশ্য গোমরাহী।

পঞ্চম কারণ ঃ এই ধরনের হুকুম এর উপর সালফাদের ধারাবাহিকভাবে আমল ছিল যা পূর্ববর্তী ইল্লাত বা কারণ থাকা আবশ্যক করে দেয়। আর সেটা হচ্ছে ফিৎনা এবং গোমরাহীর ভয়ে পতিত হওয়া। এটাই হচ্ছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখন আমি আপনাদের সামনে কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

প্রথম হাদীস ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ، فَقِيْلَ لَهُ : هٰذَا قَبْرُ أُمِّ عَمْرٍو بِنْتِ عُثْمَانَ! فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِيَ»

আব্দুল্লাহ ইবনে সারাহবীল ইবনে হাসানাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ওসমান ইবনে আফ্‌ফানকে সমস্ত কবরকে সমান ও বরাবর করে দেয়ার জন্য হুকুম করতে দেখেছি। তাঁকে বলা হল যে এই কবরটি উম্মে আমর বিনতে উসমানের। তাও তিনি সমান করার হুকুম দিলে সমান করা হলো।*

দ্বিতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ أَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

আবিল হাইয়াজ আল আসাদী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবি তালিব আমাকে বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন সে কাজের জন্য কি তোমাকে আমি প্রেরণ করব না? সমস্ত ভাস্কার্যকে তুমি নিশ্চিহ্ন করে দিবে এবং সমস্ত উঁচু কবরকে সমান করে দিবে।** এবং এ হাদীসটি শাইখ গাম্মারী তার কিতাবে যা বর্ণনা করেছেন তার বাতিল হিসাবে স্পষ্ট প্রমাণ করে এবং এটা দু'টি পদ্ধতিতে হয়েছে।

---

* মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ (৪/১৩৮)। তারীখে আবী যুরয়াহ (২৬৬/২, ১২১/২) সহীহ সানাদে আবদুল্লাহ হতে এবং ইবনে আবী আতিম তাঁর জারাহ ওয়াত তা'দীল (৩/২/৮১-৮২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি দোষ-ক্রটি ও গুণগান বর্ণনা করেননি।

** মুসলিম ৩/৬১, আবূ দাউদ ৩/৭০, নাসাঈ ১/২৮৫, তিরমিযি ২/১৫৪, বাইহাকী ৪/৩, তয়ালিসী ১/১৬৮, আহমাদ ৭৪১, ১০৬৪।

এখানে উল্লেখিত হাদীস এবং যে হাদীসে ১ বিগত বা দুই বিগত কবরকে উচু করতে বলা হয়েছে, এই দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা এখানে সমান করে দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরের উপর যে সমস্ত ঘর বা গম্বুজ নির্মিত হয়েছে তা বরাবর করে দেওয়া। এবং যদি তার বিপরীত বলা হয় যেমন মোল্লা আলী ক্বারী তার মিরকাত গ্রন্থে (২/২৭২) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ উচুঁ কবর হচ্ছে কবরের উপর চুন বালী পাথর দিয়ে উচু করে কিছু নিদার্শন তৈরি করা। উলামাগণ বলেছেন, কবর এক বিগত উঁচু করা মুসতাহাব এবং এর বেশি মাকরূহ্।

এক ঃ তার তাবীল বা ব্যাখ্যা মতের ঐকমত্য হয়েছে।

দুই ঃ সেটি প্রমাণ করার ব্যাপারে তার সন্দেহ। যা তিনি ৫৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ "অবশ্যই দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি হবে। সে নিজেই প্রমাণিত হবে না। অথবা অপ্রকাশ্যভাবে সম্ভাবনা রাখবে।

আমি বলব ঃ প্রমাণ করার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা তার অনেকগুলো সূত্র আছে, তার মধ্যে কিছু সহীহ। কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসারীরা সহীহ এবং দুর্বলের মধ্যে জ্ঞানের নীতির গুরুত্ব দেয় না। বরং তারা তাকে দুর্বল করে দেয়, যদিও তা সহীহ ছিল। যেমন এই হাদীসটি তাদের কাছে সহীহ যদিও তা দুর্বল এবং তিনি কতকগুলো দুর্বল ব্যাখ্যার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে শক্তিশালী কাওল হলো।

"ঐকমত্য দ্বারা খবরে মাতরূক প্রকাশ্য। তাই ইমামেরা কবরকে সমান করে দেওয়া অপছন্দ করেছেন। এবং এক বিগত উচু করা মুসতাহাব বলেছেন। আমি বলবো ঃ আশ্চর্য ঐ ব্যক্তি ব্যাপারে যে ইজতেহাদ দাবী করে এবং তাকলীদ হারাম করে অথচ কিভাবে হাদীসের পরিবর্তন ঘটায় এবং তার অপব্যাখ্যা করে, এমনকি তার ধারণায় সেটা ইমামদের কথার সাথে এক মত হয়েছে। বস্তুতঃ সহীহ ইজতিহাদ সম্পূর্ণ তার বিপরীত উদ্দেশ্য এভাবে যে, হাদীসটি উল্লেখিত ঐকমত্যকে অস্বীকার করে না। কেননা তা নির্মিত কবরের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং তখনই ওটাকে যমীনের সাথে সমান করে দিতে হবে। আর ইমামদের ঐকমত্য এমন এক মূল বিধান যাকে মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরকে একটু উচু সংরক্ষণ রাখতে হবে। আর এই উঁচু করে কবর দেয়াকে হাদীস সমর্থন করে না। যেমন মোল্লা আলী কারী (রাযিঃ) টীকাতে ৮৯-৯০ পৃঃ উল্লেখিত বক্তব্যকে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর গুমারী শাফিয়ীদের থেকে হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন ঃ তারা বলেন ঃ কবরকে যমীনের সাথে সমান করার এমন কোন হাদীস আসেনি যে, সমস্ত হাদীস একত্রিতভাবে সমতল হওয়া চেয়েছে।"

আমি বলবো ঃ যদি এটা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে এটা গুমারীর বিরুদ্ধে দলিল তার জন্য নয়। কেননা সে কবরকে সমান করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে

কথা বলেন না বরং সীমা ছাড়াই তা উঁচু করে বানানো মুসতাহাব হওয়ার কথা বলেন এবং তার উপর গম্বুজ বা মাসজিদ বানানো মুসতাহাব বলেন। অতঃপর গুমারী হাদীসের শেষ উত্তরে বলেছেন ঃ আর এটাই আমাদের নিকট সহীহ। তিনি মুশরিকদের ঐ কবরের উদ্দেশ্য করেছেন যা তারা জাহিলী যুগে সম্মান প্রদর্শন করতো। আর কাফিরদের ঐ দেশসমূহে যাকে সাহাবা (রাযিঃ) জয় করেছিলেন। তার সাথে মূর্তি উল্লেখ করার কথার প্রমাণ রয়েছে। আমি বলবো ঃ মুসনাদ আহমাদের হাদিসের কিছু অংশে আছে ঃ

আলী (রাযিঃ)-এর লোক প্রেরণ করা শুধু মাত্র মাদীনাহ্‌র প্রান্তর সমূহে ছিল যখন আল্লাহর রসূল মাদীনায় ছিলেন। এটা দ্বারা যা সে কাফের দেশে প্রেরণ করার দাবী করেছে তা বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর হাদীসের মধ্যে প্রমাণের স্থান হচ্ছে আলী (রাযিঃ)-এর আবুল হাইয়াজকে কবর সমান করার জন্য প্রেরণ করা। তিনি তার পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আলী এবং অনুরূপ উসমান (রাযিঃ) পূর্বের হাদীসের প্রেক্ষিতে এই বিধানটি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর কার্যকরী বলেই জানতেন। কিন্তু গুমারী তার বিপরীত ধারণা করেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِيْنَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ : إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجَنَازَتِي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلَا يَتْبَعُنِي مُجْمَرٌ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي لَحْدِي شَيْئاً يَحُوْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْ كُلِّ حَالِقَةٍ، أَوْ سَالِقَةٍ، أَوْ خَارِقَةٍ، قَالُوا أَوَسَمِعْتَ فِيْهِ شَيْئاً؟ قَالَ : نَعَمْ، مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আবূ বুরদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ মূসা (রাযিঃ) মৃত্যুর সময় ওসিয়াত করে বলেছেন ঃ যখন তোমরা আমার জানাযা নিয়ে যাবে তখন তাড়াতাড়ি যাবে এবং কোন আগুন যেন আমার সাথে না নেয়া হয় এবং আমার

কবরে তোমরা এমন কিছু করো না যা আমার মধ্যে ও মাটির মধ্যে পর্দা হয়। আর আমার কবরের উপরে ঘর নির্মাণ করবে না। আর আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি প্রত্যেক ঐ মহিলা থেকে মুক্ত যে মসিবতের সময় তার চুলকে ছিড়ে ফেলে অথবা জোরে কাঁদে, অথবা নিজের জামাকে ছিঁড়ে ফেলে। তারা বললোঃ আপনি কি এই ব্যাপারে আল্লাহ্র রসূলের কোন হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।*

চতুর্থ হাদীস ঃ

عَنْ أَنَسٍ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبْنِي مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.

আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি কবরের মাঝে মসজিদ বানানো মাকরূহ মনে করতেন।**

পঞ্চম হাদীস ঃ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِداً.

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা তিনি মাকরূহ মনে করতেন।***

আর এই ইবরাহীম ইয়াযিদ নাখয়ীর ছেলে, তিনি নির্ভরযোগ্য ইমাম। তিনি ছোট তাবিয়ী, হিজরী ৯৬ সালে মারা গেছেন। কোন সংশয় ছাড়াই তিনি বড় তাবেদীদের থেকে এই হুকুম গ্রহণ করেছেন অথবা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে যাদের সাক্ষাৎ সাহাবীদের সাথে হয়েছিল। তাতে এটাই অকাট্য প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয় তাঁরা এই বিধানটি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর কার্যকর ও স্থায়িত্ব থাকাটাই দেখেছেন। সুতরাং কখন তা রহিত হয়েছে?

---

* আহমদ (৪/৩৯৭) পৃঃ তার সানাদ মজবুত।

** ইবনু আবী শাইবাহ (২/১৮৫) পৃঃ তার রাবীগণ মজবুত, বুখারী ও মুসলিম-এর রাবী এবং ইবনু রজব এর ফাতহুল বারী (৬৫/৮১১)।

*** ইবনু আবী শাইবাহ (৪.১৩৪) পৃষ্ঠা, সহীহ সানাদে।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ

عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : «خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِيْ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَقَرَأَ بِنَا فِيْ الْفَجْرِ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ﴾ ﴿لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ﴾، فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ وَالنَّاسُ، يَبْتَدِرُوْنَ، فَقَالَ : مَا هٰذَا؟ فَقَالَ : مَسْجِدٌ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : هٰكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اتَّخَذُوْا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بِيَعاً! مَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْكُمْ فِيْهَا الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ مِنْكُمْ فِيْهِ الصَّلَاةُ فَلَا يُصَلِّ».

মা-রূর বিন সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একবার উমার (রাযিঃ) এর সাথে এক হজ্জে বের হলাম। অতঃপর তিনি ফজর সলাতে সূরা ফীল এবং সূরা কুরাইশ পাঠ করলেন। তারপর যখন হাজ্জ সম্পাদন করে বাড়ি ফিরছিলেন, এমতাবস্থায় মানুষ তাড়াহুড়া করতে লাগলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এটা কি? তারা বলল, এটা মাসজিদ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সলাত পড়েছেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আহলে কিতাবগণ এভাবেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের নাবীদের কাজসমূহকে ব্যবসা রূপে গ্রহণ করেছে। তোমাদের যার সুযোগ হবে তাতে সলাত পড়ার সে পড়বে, আর যার সুযোগ হবে না সে পড়বে না।*

সপ্তম হাদীস ঃ

عَنْ نَافِعٍ قَالَ : «بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاساً يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِيْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ».

নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার বিন খাত্তাবের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, যেই গাছের নিকটে বাইয়ার করা হয়েছে কতিপয় মানুষ তার নিকট

* ইবনু আবী শাইবাহ্ (২/৮৪/১) পৃঃ তার সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

আসে। অতঃপর উমার (রাযিঃ)-এর নির্দেশে তা কেটে ফেলা হলো।*

---

* ইবনু আবী শাইবাহ (২/৭৩/২) পৃষ্ঠা। তার সমস্তই রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু নাফে‘ ও উমারের মধ্যে বিচ্ছেদ রয়েছে। সম্ভাবত তাদের মাঝে মাধ্যম হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) অতঃপর আমি জানতে পারলাম এবং বললাম।

ইমাম বুখারী তার সহীহ এর জিহাদ অধ্যায়ে নাফে‘ থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমে যা বর্ণনা করেছেন তা এটার (বিচ্ছেদকে) সবকিছুকে দূর করে দেয়।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِـ : «رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَىٰ الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ».

নাফে’ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমরা গত বছর হজ্জ থেকে ফিরেছি, অতঃপর যেই গাছের নিচে বাইয়াত করেছিলাম তার উপর দুই ব্যক্তিও একত্রিত হয়নি এটা আল্লাহর রহমত হয়েছে।

আমি বলবো ঃ তিনি (ইবনে উমার) গাছের স্থানটা যে তাদের নিকট অপরিচিত এটাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে যে, গাছটি তাদের নিকট পরিচিত ছিল না এমন কি উমারের নির্দেশে কেঁটে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং জানার পরে তা নিজে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্বলতার উপর প্রমাণ হচ্ছে। আর তার আরো দুর্বলতা হওয়ার প্রমাণ বুখারী তার সহীহ্ গ্রন্থে মাগাযী অধ্যায়ের বর্ণনা দ্বারা।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ، فَلَمْ أَعْرِفْهَا».

সাঈদ বিন মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ “অবশ্য আমি গাছটিকে দেখেছি। পরবর্তীতে তার নিকট এসেছি কিন্তু তাকে চিনতে পারিনি।

وَمِنْ طَرِيْقِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : «انْطَلَقْتُ حَاجًّا، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّوْنَ، قُلْتُ : مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ قَالُوْا : هٰذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَأَتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَضَحِكَ فَقَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ أَنَّهُ كَانَ فِيْمَنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ : فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا فَقَالَ سَعِيْدٌ : إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوْهَا! وَعَلِمْتُمُوْهَا أَنْتُمْ! فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!

তারিক বিন আব্দির রহমান এর মাধ্যমে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ “আমি হাজ্জ করার উদ্দেশে রওনা করলাম। অতঃপর এমন এক জাতির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম যারা সলাত পড়তেছিল। আমি বললাম ঃ এই মাসজিদটি কেমন মাসজিদ? তারা বললো ঃ এটি

অষ্টম হাদীস ঃ

عَنْ قَزْعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : آتِي الطُّوْرَ؟ فَقَالَ : دَعِ الطُّوْرَ وَلَا تَأْتِهَا، وَقَالَ : لَا تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

কুয্'য়াহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমার (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি তুর পাহাড়ে যাবো? তিনি বললেন ঃ তুরকে ছাড়

এমন গাছ যেখানে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াতে রেযওয়ান করেছেন। অতঃপর আমি সাঈদ বিন মুসাইয়িব এর নিকট এসে তা বললাম। অতঃপর তিনি হাসলেন এবং বললেন ঃ আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেন। যারা আল্লাহর রসূল এর সাথে সেই গাছের নিচে বাইয়াত করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন ঃ পরবর্তী বছর আমরা হাজ্জের জন্য বের হলাম আমরা তাকে ভুলে গেলাম। অতঃপর গাছটিকে খুঁজে আর পেলাম না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের উপর তা গোপন হয়ে গেলো। সাঈদ বলেন ঃ নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ গাছটি সম্পর্কে জানতো না। অতঃপর তোমরা তাকে জানতে ও চিনতে পেরেছো। মনে হচ্ছে তোমরাই সবচেয়ে বেশি জানো!

আমি বলবো ঃ আমরা এই বিচ্ছিন্ন বর্ণনাটির দুর্বলতাকে জানার পর সাক্ষীর মত ক্ষতি করে আসছি। কেননা আমরা তার চেয়ে অতি শক্তিশালী প্রমাণ অর্জন করেছি যা আমাদের এই ব্যাপারে সঠিক সাব্যস্ত হয়। আর তাই হলো মুসাইয়িবের এবং ইবনে উমারের হাদীস। হাফিয ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এই ব্যাপারে হিকমাত হলো যে, সেই গাছের নিচে যে কল্যাণ নিহিত আছে তার ক্ষেত্রে কোন ফিতনা যেন না ঘটে। যদি গাছটি থাকতো তাহলে কতিপয় মূর্খদের সম্মান প্রদর্শন করা নিরাপদ থাকতো। এমন কি এই ব্যাপারটি কখনো এ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতো যে, গাছটির উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি আছে। যেমন আজকের দিনে আমরা অন্য গাছের ক্ষেত্রে স্বচক্ষে দেখতেছি। আর এই দিকেই ইবনে উমার ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত। অর্থাৎ তাদের নিকটে গাছের অদৃশ্য থাকাটাই আল্লাহর রহমত। আমি বলবো ঃ আর সেই গাছগুলোর মধ্যে থেকে যেগুলোর দিকে হাফিয ইঙ্গিত করেছেন ঃ তার মধ্যে একটি গাছ যাকে আমি উহুদের শহীদের কবরস্থানের পূর্বপার্শ্বে দশ বছরের বেশি সময় থেকে প্রাচিরের বাইরে দেখেছিলাম। তার উপর অনেক নেকড়া খুলছে। অতঃপর আমি গত বছর (১৩৭১) দেখেছি যে, তাকে গোড়া থেকে উঁপড়ে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা যিনি মুসলমানদেরকে সমস্ত গাছের খারাপী এবং ঐ *সমস্ত শাইতনের খারাপী থেকে হিফাজত করেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত যার উপাসনা করা হয়।*

তার কাছে যাবে না? তিনি আরো বললেন ঃ তিনটি মাসজিদ ব্যতীত কোন দিকে সফরের ইচ্ছা করা যাবে না।*

নবম হাদীস ঃ

عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ رَأَي رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ، (كَذَا الْأَصْلُ) فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيَدْعُوْ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : «لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْداً، وَلَا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْراً، وَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَتَسْلِيْمَكُمْ تُبَلِّغُنِيْ حَيْثُمَا كُنْتُمْ».

আলী বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের নিকট একটি ফাঁকা স্থানে আসলো। অতঃপর তার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং দু'আ করলো। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি আমার আব্বার হতে আমার নানা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম্ থেকে শুনেছি? তিনি বলেন ঃ তোমরা কবরকে ঈদরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমাদের বাড়িকে কবর করে বানিয়ো না। আর আমার উপর সলাত পাঠ করো। নিশ্চয় তোমাদের সলাত ও সালাম তোমরা যেখানেই থাকো আমার কাছে পৌঁছানো হবে।**

---

* ইবনু আবী শাইবাহ (২/৮৩/২) পৃষ্ঠা এবং আযরাকী আখবারে মাক্কাহ, তার সানাদ সহীহ্। আহমাদ (৬/৮) পৃষ্ঠা, আবূ ইয়ালা এবং ইবনু মানদাহ আত তাওহীদ এর ২৬/১/২ পৃষ্ঠা। ইরওয়াউল গালীল ৯৭০ নং হাদীস।

** ইবনু আবী শাইবাহ্ (২/৮৩/২) পৃষ্ঠা এবং আবূ ই'য়ালা স্বীয় মুসনাদে (ক/৩২/২) যিয়াআ আল মুখতারাহ (১/১৫৪) পৃষ্ঠা, খাতীব বাগদাদী আলমাওযাহ (২/৩০) পৃষ্ঠা।

তার সানাদ আহলে বাইত (রাযিঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিক রয়েছে, কিন্তু তাদের একজন আলী বিন উমার অপরিচিত। যেমন হাফেয তাকবীবে বলেছেন।

আর এটা শক্তিশালী করে যা ইবনু আবী শাইবাহ্ এবং ইবনু খুযাইমাহ (আলী বিন হুজর) এর হাদীসের (২৪/৪৮) এবং ইবনু আসাকির (৪/২১৭/১) দু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ سُهَيْلٍ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَ، قَالَ : فَحَصَبَنِيْ حَسَنُ بْنُ حَسَنِ بْنُ عَلِي بْنُ أَبِيْ طَالِب فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا تَتَّخِذُوْا بَيْتِيْ عِيْداً وَلَا تَتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، [وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ] ».

সুহাইল বিন আবি সুহাইন থেকে বর্ণিত যে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর দেখে তাকে আঁকড়ে ধরলেন এবং স্পর্শ করলেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর হাসান বিন হাসান বিন আলী বিন আবী তালিব আমাকে কংকর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার ঘরকে ঈদ এবং তোমাদের বাড়িকে কবর তৈরি করে নিও না এবং আমার উপর সলাত পাঠ করো যেখানে তোমরা থাকো, নিশ্চয় তোমাদের সলাত আমার নিকটে পৌঁছানো হয়।*

দশম হাদীস ঃ

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».

* মুসান্নাফে আবুদর রাযযাক ৩/৫৭৭/৬৬৯৪ আর এই সুহাইলকে ইবনু আবী হাতেম জারাহ ওয়াত তা'দীলে ২/১/২৪ নং এনেছেন। তার থেকে দু'জন রাবী উল্লেখ করেছেন। একজন মুহাম্মাদ বিন আজলান, আর তিনি এই হাদীসের রাবী আবূ শাইবার বর্ণিত গ্রন্থের। অপরজন সুফিয়ান আস্‌সাওরী, তার ব্যাপারে কোন দোষ ত্রুটি উল্লেখ নেই। আর তৃতীয় রাবী হলো ইসমাঈল। ইবনু খুযাইমার বর্ণিত গ্রন্থে, আর তিনি হলেন ইসমাঈল বিন উলাইয়া। আর এটা এমন এক শক্তিশালী উপকারিতা যা তুমি রাবীদের গ্রন্থসমূহে পাবে না। তার থেকে তিন জন মজবুত রাবী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তিনি পরিচিত, অপরিচিত নয়, আল্লাহ ভাল জানেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাড়িকে কবর করিওনা এবং আমার কবরকে ঈদগাহে বানিয়ে নিওনা। আর আমার উপর সলাত পাঠ করো। নিশ্চয় তোমাদের সলাত যেখানে তোমরা থাক আমার নিকটে পৌঁছানো হয়।*

১১তম হাদীস ঃ

ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبد الرحمن فقال : «انزعه يا غلام فإنما يظله عمله».

ইবনে উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একটি তাবু আব্দুর রহমানের কবরের উপর দেখে বললেন ঃ হে বালক! এটা তুমি সরাও, কেননা তার আমল তাকে ছায়া করে রাখবে।**

১২তম হাদীস ঃ

عن أبي هريرة أنه اوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطا.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ওসিয়ত করেছেন যে, তার কবরের উপর যেন তারা তাবু না টানায়।***

---

* আবূ দাউদ ২৪০৩, আহমাদ ২-৩৬৭ পৃষ্ঠা হাসান সানাদে। আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদ (৪-১৫৯৭) পৃষ্ঠা। তাঁর বাণী, (আমার কাছে পৌছে) এই হাদীসটি উপরোক্ত অন্যান্য হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর কোন সলাত পাঠকারীর সলাত শুনে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, নিশ্চয়ই নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শ্রবণ করেন। তাহলে অবশ্যই সে আল্লাহর রসূলের উপর মিথ্যা কথা বলল। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল অন্য কথাও শুনেন তার কি অবস্থা হবে।

** বুখারী তা'লীকভাবে (২/৯৮) পৃঃ বর্ণনা করেছেন।

*** মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক (৩/৪১৮) ৬১২৯) পৃঃ। ইবনু আবী শাইবাহ (৪/১৩৫) পৃষ্ঠা, রিবঈ ওসাইয়ীউল উলামা ১৪১/২ পৃষ্ঠা এবং ইবনু সা'দ (৪/৩৩৮), তার সানাদ সহীহ।

১৩তম হাদীস ঃ

ইবনু আবী শাইবাহ ও ইবনু আসাকির (৭/৯৬/২) পৃঃ আবি সাঈদ খুদরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৪তম হাদীস ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : هٰذِهِ الْفَسَاطِيْطُ الَّتِيْ عَلَى الْقُبُوْرِ مُحْدَثٌ.

মুহাম্মাদ বিন কা'ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এই সমস্ত তাবু যা কবরের উপর তা টাঙ্গানো হয় তা বিদয়াত।*

১৫তম হাদীস ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِيْ مَرْضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ : إِذَا مَا مُتُّ، فَلَا تَضْرِبُوْا عَلٰى قَبْرِيْ فُسْطَاطاً.

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত, তিনি তার মৃত্যুর অসুখে বলেছেন ঃ আমি যখন মারা যাবো আমার কবরের উপর তোমরা কোন তাবু টানাবে না।**

১৬তম হাদীস ঃ

عَنْ سَالِمِ مَوْلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : أَوْصٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُوْ جَعْفَرَ قَالَ : «لَا تَرْفَعُوْا قَبْرِيْ عَلَى الْأَرْضِ».

সালেম মাওলা আব্দুল্লাহ্ বিন আলী বিন হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ বিন আলী আবূ জা'ফর ওসিয়ত করে বলেছেন ঃ তোমরা আমার

---

* ইবনু আবী শাইবাহর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য সা'লাবাহ ছাড়া, সে ফুরাতের ছেলে। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ বলেন আমি তাকে চিনি না। যেমন জারাহওয়াত তা'দীল (৪৬৪/৪৬৫) পৃষ্ঠা।

** ইবনু সা'দ (৫/১৪২) পৃষ্ঠা।

কবরকে যমীনের উপর উঁচু করবে না।*

১৭তম হাদীস ঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ : «لاَ تَرْفَعُوا جَدَّثِيْ-يَعْنِيْ الْقَبْرَ-فَإِنِّيْ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَكْرَهُوْنَ ذٰلِكَ».

আমর বিন শুরাহবীল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার কবরকে উঁচু করবে না। কেননা আমি মুহাজিরীনদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা এটাকে মাকরূহ বা অপছন্দ মনে করতেন।**

আপনি জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় এই সমস্ত প্রমাণ ঐক্যভাবে প্রত্যেক ঐ কাজ থেকে নিষেধ করে যা কবরের প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন করার সংবাদ দেয়, যা থেকে ফিতনা ও পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার ভয় হয়। যেমন কবরের উপর মাসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ এবং তার উপর তাবু টাঙ্গানো। তাকে বৈধ উঁচু করা থেকে বেশি উঁচু করা, তার দিকে সফর ও বেশি যাতায়াত করা এবং তার দ্বারা শরীর মাসাহ করা। যেমন ঃ নাবীদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা বরকত হাসিল করা ইত্যাদি। সুতরাং এই সমস্ত কাজ সাহাবী এবং সালাফদের নিকট শারীয়াত সম্মত নয়। এটা দ্বারা প্রমাণ করে যে, শারীয়াত সমর্থন না করার কারণে কবরকে সম্মান দেখানো ও তার উপর মাসজিদ নির্মাণ নিষেধের কারণ কার্যকর থাকাই তারা জানতেন। সাবধান! সেই কারণটি হচ্ছে মৃত্যু ব্যক্তির মাধ্যমে ফিতনা ও গুমরাহীর মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়। যেমন এই ব্যাপারে পূর্বে আলোচনায় ইমাম শাফিয়ী প্রমাণ দিয়েছেন যে, তারা কারণ বর্ণিত বিধানের প্রতি অটল আছেন। আর এটা স্পষ্ট সে ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে যে কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা মাকরূহ মনে করে। কিন্তু তারা এটা ছাড়াই নিষেধ হওয়াকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। যেমন ঃ কবরকে উঁচু করা এবং তার উপর তাবু টাঙ্গানো, অন্যান্য

---

* দুলাবী (১/১৩৪-১৩৫) পৃষ্ঠা। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য সালেম ছাড়া, সে অপরিচিত। যেমন যাহাবী মিযানুর ই'তিদালে বলেছেন।

** ইবনু সা'দ (৬/১০৮) পৃঃ সহীহ সানাদে।

কাজ। তারা উল্লেখিত বিধানটি কার্যকর থাকার কথা উত্তম বলে মনে করেছেন। আর এটা দুই কারণে ঃ

প্রথমতঃ নিশ্চয় কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা, কবরকে উচু করা এবং তার উপর তাবু টাঙ্গানো চরম অপরাধ, নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র লা'নাত আসার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উচু করা ও তাবু টাঙ্গানোর ক্ষেত্রে লা'নাত আসার কথা বর্ণিত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত সালাফদের জানা ও বুঝাটাই ফরজ ও কর্তব্য। সুতরাং বিধান দাতার নিষেধ ছাড়া কোন ব্যাপার যদি তাদের কোন একজনের থেকে নিষেধ পাওয়া যায় এবং অন্য কারো থেকে এই নিষেধ বর্ণনা না করা হয় তাহলে আমরা অকাট্যভাবে বলব যে, তিনিও তা থেকে নিষেধ করেছেন। যদিও ধরে নেওয়া হয় যে তার কাছে এই নিষেধ পৌছেনি তবুই অবশ্যক হওয়াটাই উত্তম তা প্রকাশ্য।

সুতরাং এটাই প্রমাণ হলো যে, উল্লেখিত কারণ এবং অনুরূপ উক্তির দূরোভিত হওয়া। সালাফ সালিহীন (রাযিঃ)-এর পন্থার বিপরীতের কারণে এবং সহীহ হাদীস সমূহের বিরোধিতার কারণে সম্পূর্ণ বাতিল।

পঞ্চম পাঠ

কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করা হারামের হিকমাত

শারীয়াতে প্রমাণিত যে, মানুষ প্রথম যুগ থেকে খালিস তাওহীদের উপর একই জামা'আতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তাদের উপর শিরক আপতিত হয়। মূলত এই ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ﴾

"মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে।"

(সূরা আল বাকারা ২১৩)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «كَانَ بَيْنَ نُوْحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُوْنٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوْا، فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ»

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ আদম ও নূহ (আঃ) মধ্যেকার সময় ছিল ১০ যুগ। তাঁরা সবাই এক সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর তাঁরা বিভিন্ন পথ ধরলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে।*

---

* ইবনে জারির স্বীয় তাফসীরে (৪/২৭৫) পৃঃ আহমদ শাকের (রাযিঃ) এর তাহকীকে) হাকিম (২/৫৪৬) পৃষ্ঠা, তিনি বলেনঃ বুখারীর শর্তানুপাতে সহীহ। আর ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন।

আমি বলবঃ ইবনু উরওআহ হাম্বালী এটাকে সহীহ বুখারীর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বস্তুতঃ এটা ভুল। আর আওফী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন (মানুষ এক জাতি ভুক্ত ছিল) এ আয়াতের ব্যাখ্যা তিনি বলেনঃ তারা কাফির ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাবী পাঠালেন, সুসংবাদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে' ইবনে আব্বাস থেকে এটা সহীহ প্রমাণিত নয় কেননা আওফী যঈফ, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না। আর ইবনে আব্বাস থেকে তাদের এই উক্তি বর্ণনা করার ব্যাপারে চুপ থেকে যাওয়ার কারণে ফাখরুররাযী এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণ ভুল করেছেন। এজন্য হাফিয ইবনে কাসীর (১/২৫০) বলেছেনঃ ===

ইবনু উরওআহ হাম্বালী আল কাওয়াকিব গ্রন্থে (৬/২১২) বলেছেন ঃ এটা আহলে কিতাবদের ইতিহাসবিদদের মধ্যে যারা ধারণা করে যে, আদমের ছেলে কাবীল ও তার সন্তানাদী আগুনের পূজা করেছিল, তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে।

আমি বলবো ঃ আর এটার মধ্যে আরও প্রত্যাখ্যান রয়েছে ঐ সমস্ত দার্শনিক ও নাস্তিকদের বিপক্ষে যারা ধারণা করে যে, মানুষদের আসল হচ্ছে শিরক করা, আর তাওহীদ বা একত্ত্ববাদ হচ্ছে আপতিত।

আর এটাকে বাতিল করে দেয় এবং পূর্বে উল্লেখিত আয়াতকে শক্তিশালী করে দু'টি সহীহ হাদীস ঃ

প্রথম হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী যা তিনি তার প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন।

«إِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْا بِيْ مَالَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»

নিশ্চয় আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে খাঁটি বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর শাইতন তাদের নিকট এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিল এবং আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি তা সে তাদের উপর হারাম করলো এবং তাদেরকে আমার সাথে শিরক করার আদেশ করল অথচ এই ব্যাপার আমি

=== প্রথম কথাটি ইবনে আব্বাস থেকে সানাদ এবং অর্থের দিক দিয়ে সহীহ্। কেননা মানুষ সেই যুগে আদমের ধর্মের উপর ছিল তারপর তারা মূর্তির ইবাদত উপাসনা শুরু করল। অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। নূহই সর্বপ্রথম রসূল, যাকে আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীর নিকট (আঃ) প্রেরণ করেন।

আর এই কথাটিই ইবনুল কাইয়্যুম (রহ) ইগাসাতুল লুহফান গ্রন্থে (২/২৩৫) পৃঃ সঠিক বলেছেন।

কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেনি।*

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

«مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟». قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : وَاقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾

প্রত্যেক সন্তানই তাওহীদের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং অগ্নিপূজক বানায়। যেমন ঃ চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণ কানওয়ালা জন্তু জন্মাই। তোমরা কি তার মধ্যে কান কাটা পাও? আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ তোমরা যদি চাও আল্লাহ্‌র এ বাণী পাঠ করো ঃ "আল্লাহ্‌র এমন দ্বীন, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই"– (সূরা রুম ৩০)।**

যখন স্পষ্ট হয়ে গেল এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ যে, মুসলিম ব্যক্তি জেনে নিবে, মু'মিনগণ এক তাওহীদে বিশ্বাসী থাকার পর কিভাবে তাদের উপর শিরক আপতিত হলো।

অবশ্য নূহ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

﴿وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا﴾

---

* মুসলিম (৮/১৫৯) পৃঃ, আহমাদ (৪/১৬২) পৃঃ হারবী আল-গারীব (৫/২৪/২) ইমাম বাগাবী (হুদবাহ বিন খালেদ) এর (১/২৫১) নং হাদিসে এবং ইবনু আসাকির (১৫/৩২৮/১)।

** বুখারী (১১/৪১৮) পৃঃ, মুসলিম (১৮/৫২) পৃঃ, দুলাবী (১/৯৮) পৃষ্ঠা, ইরওয়াউল গালীল ১২২০।

আর তারা বললো ঃ তোমরা তোমাদের প্রভুদের পরিত্যাগ করো না এবং ওয়াদ্দকে, সুআকে, ইয়াগুসকে এবং ইয়াউক ও নাসরকে ত্যাগ করো না।

(সূরা নূহ ২৩)

এর ব্যাখ্যায় সালাফের এক জামা'আত থেকে বহু বর্ণনা এসেছে।

নিশ্চয় ঐ পাঁচজন ওয়াদ্দ এবং যাদেরকে তার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তারা আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাহ ছিলেন। অতঃপর তারা যখন মারা গেলেন শাইতন তাদের সম্প্রদায়ের নিকট এসে বলল, তারা যেন তাদের কবরের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তারা যখন মারা গেল শাইতন তার পরবর্তীদের কাছে এসে বলল ঃ তারা যেন তাদের মূর্তি বানায়। আর এটা তাদের জন্য এমনভাবে সজ্জিত করলো যে, ওটা তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে বেশি দাবীদার। অতঃপর তারা তাদের ভাল আমলের মাধ্যমে অনুসরণ করবে। অতঃপর শাইতন তৃতীয় যুগের লোকদের কাছে এসে বলল, তারা যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত করে। এবং তাদের মনে এই বলে সন্দেহ সৃষ্টি করলো যে, তাদের পূর্ব পুরুষরা এটা করতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ ('আঃ)-কে তাদের নিকট এই হুকুম করে পাঠালেন যে, তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার আদেশ দিবেন কিন্তু কতিপয় ছাড়া তাদের কেউ তাঁর আদেশ মানলো না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতির সাথে তার ঘটনা সূরা নূহে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারীর (৮/৫৪৩) পৃষ্ঠায় এসেছে ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ هٰؤُلَاءِ الْخَمْسَةَ أَسْمَاءِ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ : أَنِ انْصِبُوْا إِلَىٰ مَجَالِسِهِمْ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَاباً، وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوْا، فَلَمْ تُعْبَدْ حَتّٰى إِذَا هَلَكَ أُولٰئِكَ وَتُنْسَخُ الْعِلْمُ عُبِدَتْ».

ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, ঐ পাঁচ ব্যক্তি নূহ ('আঃ)-এর জাতির পাঁচ সৎ ব্যক্তির নাম। তারা মারা গেলে শাইতন তাদের কাওমের নিকট এসে বলল যে, তোমরা তাদের বসার স্থানে মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের নাম করণে সেগুলোর নাম রাখো। অতঃপর তারা তা করলো। কিন্তু মূর্তিগুলোর ইবাদত করা হয়নি। এ লোকগুলো মারা গেল এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞান রহিত হলো তখন মূর্তিগুলোর ইবাদত করা শুরু হয়ে গেল। (বুখারী)

অনুরূপ একজন সাহাবী (রাযিঃ) থেকে তাফসীরে ইবনে জারির এবং অন্য তাফসীরে বর্ণনা এসেছে। আর দুররে মানসূরে (৬/২৬৯) পৃষ্ঠায় আবদ ইবনে হুমাইদ বর্ণনা করেন ঃ

عَنْ أَبِيْ مُطَهَّرٍ قَالَ : ذَكَرُوْا عِنْدَ أَبِيْ جَعْفَرٍ (وَهُوَ الْبَاقِرُ) يَزِيْدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قُتِلَ فِيْ أَوَّلِ أَرْضٍ عُبِدَ فِيْهَا غَيْرُ اللّٰهِ، ثُمَّ ذَكَرَ «وَدًّا» قَالَ :

«وَكَانَ وَدٌّ رَجُلاً مُسْلِماً، وَكَانَ مُحَبَّباً فِيْ قَوْمِهِ، فَلَمَّا مَاتَ عَسْكَرُوْا حَوْلَ قَبْرِهِ فِيْ أَرْضِ بَابِلَ، وَجَزَعُوْا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى إِبْلِيْسُ جَزَعَهُمْ عَلَيْهِ تَشَبَّهَ فِيْ صُوْرَةِ إِنْسَانٍ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى جَزَعَكُمْ عَلَى هٰذَا، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ أُصَوِّرَ لَكُمْ مِثْلَهُ، فَيَكُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ فَتَذْكُرُوْنَهُ بِهِ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَصَوَّرَ لَهُمْ مِثْلَهُ، فَوَضَعُوْهُ فِيْ نَادِيْهِمْ، وَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَهُ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ ذِكْرِهِ، قَالَ : هَلْ لَكُمْ أَنْ أَجْعَلَ لَكُمْ فِيْ مَنْزِلِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْكُمْ تِمْثَالاً مِثْلَهُ، فَيَكُوْنَ فِيْ بَيْتِهِ، فَتَذْكُرُوْنَهُ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَصَوَّرَ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ تِمْثَالاً مِثْلَهُ، فَأَقْبَلُوْا، فَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَهُ بِهِ، قَالَ : وَأَدْرَكَ أَبْنَاؤُهُمْ، فَجَعَلُوْا يَرَوْنَ مَا يَصْنَعُوْنَ بِهِ، وَتَنَاسَلُوْا وَدَرَسَ أَمْرُ

ذِكْرَهُمْ إِيَّاهُ حَتَّى اتَّخَذُوهُ إِلٰهاً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ : وَكَانَ أَوَّلُ مَا عُبِدَ غَيْرِ اللّٰهِ فِيْ الْأَرْضِ «وَدٌّ» الصَّنَمُ الَّذِيْ سَمُّوهُ بِوَدٍّ».

আবূ মুতাহহার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তারা আবূ জা'ফর যিনি বাকের নামে পরিচিত। ইয়াযীদ বিন মুহাল্লাব-এর নিকট উল্লেখ করলেন ঃ তিনি বললেন ঃ বস্তুতঃ পৃথিবীর শুরুতেই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো, আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়েছিলো। তারপর ওয়াদ্দ এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

ওয়াদ্দ একজন মুসলিম ব্যক্তি ছিলেন এবং তার কওমের নিকট প্রিয় ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি মারা গেলেন বাবিল নামক দেশে তার কবরের চারপাশে তারা সৈনিক বেষ্টনে দাঁড়ালো এবং তারা তার নিকট কাকুতি মিনুতি করলো। যখন ইবলিশ তাদের এ অবস্থা দেখল, সে মানুষের রূপ ধারণ করল। অতঃপর বলল ঃ আমি এর জন্য তোমাদের কাকুতি মিনুতি লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাদের অনুরূপ ছবি বানিয়ে দিব। অতঃপর তা তোমাদের বৈঠকে হবে এবং তোমরা তার স্মরণ করবে?

তারা বলল ঃ হ্যাঁ। তারপর শাইতন তাদেরকে তার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিল। অতঃপর তা তারা তাদের বৈঠকে রাখল এবং স্মরণ করতে লাগল। তারপর শাইতন যখন তাদের স্মরণ করার পরিমাণ লক্ষ করতে পারল, সে বলল ঃ আমি কি তোমাদের জন্য তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে অনুরূপ মূর্তি তৈরি করে দিবো। অতঃপর তা তোমাদের বাড়িতে হবে এবং তোমরা তার স্মরণ করবে? তারা বলল ঃ হ্যাঁ। অতঃপর শাইতন প্রত্যেক পরিবারের জন্য অনুরূপ মূর্তি বানিয়ে দিল। তা তাদের সম্মুখে হলো এবং তার স্মরণ করতে লাগল। তাদের সন্তানেরা তাদেরকে পেল। অতঃপর তারা যা করছে তা দেখতে লাগল এবং তারা বংশ বিস্তার করলো। আর তাদের যিকর করার বিষয়টি অধ্যয়নরত হলো এমনকি তাকে তারা আল্লাহ ব্যতিত প্রভু হিসাবে গ্রহণ করল। রাবী বলেন ঃ এই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ ব্যতীত সর্বপ্রথম ওয়াদ্দ মূর্তির উপাসনা শুরু হয়, তার নাম তারা ওয়াদ্দ রেখেছিল।*

---

* ইবনু আবী হাতিম, ইবনু উরওয়াহ হাম্বলীর কাওয়াকিবুদ দুরারী (৬/১১২/২) আবূ মুতাহ্হার পর্যন্ত সানাদ হাসান।

সুতরাং আল্লাহ তাবারক তা'আলার হিকমত এটাই যিনি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শেষ রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং যিনি তার শারীয়াতকে শেষ শারীয়াত করেছেন, তিনি সেই প্রত্যেক অসীলাহ থেকে নিষেধ করেছেন যা থেকে মাধ্যম হওয়ার ভয় হয়। যদিও তা অনেক দিন পর হয়। মানুষ শিরকে পতিত হয় যেটা কাবীরাহ গুনাহর মধ্যে অন্যতম। এ কারণেই কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন। তদ্রূপ কবরের উদ্দেশে সফর (ভ্রমণ) এবং তা উৎসব রূপে গ্রহণ করা এবং মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা কসম খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং ঐ রকম প্রত্যেকটি কাজ সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহ ব্যতীত উপাস্যনা করার দিকে নিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন ইল্‌ম নিঃশেষ হয়ে যায়, মূর্খতা বৃদ্ধি পায় এবং নসীহতকারীদের সংখ্যা কমে যায় আর জ্বীন ও মানব শাইতনরা মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বের করে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের নিকট মুসলিম জাতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই যে, তিন সময়ে সলাত আদায় নিষেধের হিকমত হলো মাধ্যম ও অসীলাহকে বন্ধ করা এবং ঐ সমস্ত মুশরিকদের সঙ্গে সাদৃশ্য না রাখা, যারা ঐ তিন সময়ে সূর্যের ইবাদত করে। সুতরাং কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা এবং তাতে সলাত পড়ার মাধ্যমে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখার মাধ্যমটা হচ্ছে অতি শক্তিশালী ও স্পষ্ট। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আমরা আজকের দিন পর্যন্ত এই নিষেধকৃত সময়ে কোন ব্যক্তির সলাত আদায় করাতে কোন খারাপ প্রক্রিয়া পাই না। আমরা লক্ষ্য করছি কবরের উপর এই সমস্ত নির্মিত বিল্ডিং ও মাসজিদে সলাত আদায় করার সবচেয়ে জঘন্যতম নিদর্শন। তাহলে কবর স্পর্শ করা, মৃত ব্যক্তিদের দ্বারা সাহায্য চাওয়া, তাদের জন্য মানত মানা এবং তাদের সাথে কসম খাওয়া, বরং কবরকে সাজদাহ করা এবং অন্যান্য গোমরাহী কাজ যা সবার নিকট স্পষ্ট। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌র হিকমাতে উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত খারাপ কাজ কর্মকে হারাম করা। যাতে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর অংশীদার বানানো না হয়। তাই এর দ্বারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের বাস্তবায়ন হবে। তাঁর বাণী ঃ

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"মাসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই, সুতরাং তাঁর সঙ্গে কাউকে আহ্বান করো না।" (সূরা জ্বীন ১৮)

যার জন্য পবিত্র মনের বহু সংখ্যক মুসলিম আফসোস করে যে, অনেক মুসলমানকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীয়াতের বিরোধিতায় তাওহীদের পরিপন্থী কাজে পাওয়া যায় অতঃপর আফসোস বৃদ্ধি পেয়ে যায় যখন কম বেশি শাইখদেরকে দেখা যায় যে, তারা জনসাধারণকে ঐ বিরোধিতার উপর স্বীকৃতি দিয়ে দেয়, এই দাবী রেখে যে, তাদের নিয়্যাত ভাল অথচ আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তাদের অনেকেরই নিয়্যাত নষ্ট হয়ে গেছে। আর ঐ সমস্ত মাশাইখদের চুপ থাকার কারণে শির্ক বিস্তৃত হয়েছে। বরং সে বাতিল দাবী দ্বারা স্পষ্ট শির্ক বিস্তৃতি করা হলো।*

---

* এ বইটি লেখার বহু বছর পর আমার ও এক খতীবের মাঝে তার বাড়ীতে জুমু'আর দিন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া নিয়ে লম্বা বিতর্ক চলে। ঐ খতীব তার প্রমাণে ওটাকে এভাবে জায়িয সাব্যস্ত করল যে, সাহায্য প্রার্থনাকারীর জানে যে, মৃত্যু ব্যক্তি ক্ষতি ও উপকার করতে পারে না। আমি বললাম ঃ যদি ব্যাপারটি তাই হয় তাহলে কেন সে তাকে ডাকে? সে বলল ঃ মাধ্যম হিসাবে। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবর! আপনারা এমন কথা বলেছেন যা অন্যরা বলে ঃ

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"আমরা কেবলমাত্র তাদের ইবাদত এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাবে"– (সূরা যুমার ৩)। অতঃপর বললাম ঃ আপনারা যদি সত্যিকার বিশ্বাস করেন যে, নিশ্চয় তারা তাদের ক্ষতি ও উপকারে বিশ্বাস করে না, তাহলে আপনি কি কোন দোষ মনে করেন যে, সাহায্য প্রার্থনাকারী আপনার ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে এভাবে প্রকাশ করে হে ঈগল! হে ব্যক্তি যে ক্ষতি করতে পার না এবং উপকার করতে পার না! আমাকে সাহায্য করো! এই ধরনের ডাকা কি আপনার নিকট জায়িয! সে বললঃ হ্যাঁ জায়িয। আমি বললাম ঃ এটা সবচেয়ে বড় দলীল যে, আপনি জনসাধারণ থেকে আরো বেশি দেখেন যে তাদের ডাকাতে উপকার আছে। নতুবা তাদের ডাকার মধ্যে এবং জড় পদার্থের এবং পাথর বরং মূর্তির ডাকার মধ্যে বরাবর করেছেন। আমি আপনাদেরকে এ ধারণা করি না যে, আপনারা তাদের ডাকার বৈধতায় এই দলীল দেখেন যে, তারা ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। বিস্ময়! -- হে জ্ঞানীরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

হে জাতি! ঐ লোকদের কোথায় ভাল নিয়্যাত? যখন তারা সংকীর্ণতায় পড়ে তখন তারা মৃত্যু ব্যক্তির নিকট আসে যাকে তারা সৎ মনে করে, অতঃপর আল্লাহ ব্যতীত তাকে ডাকে, সাহায্য চায়, তার কাছে সুস্থতা, শিফা কামনা করে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য চায় যা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া হয় না। যার উপর একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতা রাখেন। বরং তাদের পশুদের যখন পা পিছলে যায় তখন তারা ডাকে ঃ হে আল্লাহ! হে বাব। ঐ সমস্ত মাশাইখ জানেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কতিপয় সাহাবীকে বলতে শুনলেন যে, مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ আল্লাহ এবং আপনি যা চান। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানালে? সুতরাং শিরক থেকে বাঁচার জন্য এটা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্বীকৃতি হলো ঐ ব্যক্তির উপর যে তার প্রতি ঈমান এনেছে। তাহলে ঐ সমস্ত মাশাইখ কেন মানুষদের ঐ কথার অস্বীকৃতি জানায় না যে, হে আল্লাহ! হে বাব। অথচ এটা مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ আল্লাহ এবং আপনি যা চান বাক্য থেকে শির্কের দিক দিয়ে অধিক স্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে। আর আমরা কেন সাধারণ মানুষকে কোন বাধা ছাড়াই বলতে শুনি تَوَكَّلْنَا عَلَى اللّٰهِ وَعَلَيْكَ আমরা আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করি وَمَا لَنَا غَيْرُ اللّٰهِ وَأَنْتَ আল্লাহ ও আপনি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। এটা এই কারণে শুনি হয়তো ঐ সমস্ত মাশাইখ বা অবয়বের ক্ষেত্রে তাদেরই মত। হারানো বস্তু কিছুই দিতে পারে না। নতুবা তারা তাদের সাথে নরম ও সহজ আচরণ করছে যেন তাদের দোষ বর্ণনা না করা হয় সেই সমস্ত দোষণীয় দ্বারা যা তাদের চাকুরি ও জীবিকা নির্বাহের উপর প্রভাব ফেলে। আল্লাহ্‌র এই বাণীর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيْ الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ ﴾

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও,

সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত।" **(সূরা বাকারা ১৫৯)**

হায় আফসোস! ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য যাদের কর্তব্য ছিল যে, তারা একনিষ্ঠ দ্বীনের দিকে সমস্ত মানুষদের জন্য দায়ী হবে এবং তাদেরকে মূর্তি ও তার পাপাচার থেকে বাঁচানোর কারণ হবে। কিন্তু তারা তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে মূর্খতার কারণে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে মুশরিকদের পক্ষ থেকে মূর্তি পূজার দৃষ্টান্ত দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাদের আত্মার শত্রু হয়েছে। অতঃপর তারা তাদের গুণ বর্ণনা করছে যে, তারা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ইয়াহুদীদের মত। অবশ্য উসতায আবদুর রহমান ওকীল (রহঃ)-এর বই দাওয়াতুল হাক্ক এর (১৭৬-১৭৭) পৃষ্ঠায় এসেছে ঃ মুসলমানদের উপর এই মূর্তিপূজা চাপিয়ে দিয়েছে পাপী প্রচ্যবিদ ইংরেজ। আদওরদিলীন তার বই মুসরিয়ূনাল মুহদিসুনে ১৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

ওহাবীরা ব্যতীত মুসলমানরা বিশেষ করে মিশরীরা তাদের উপর মাযহাবের ভিন্নতার উপর মৃত্যু ওলীদের জন্য সম্মান ও উৎসর্গ দেয়ার নীতিতে বিশ্বাসী, যার কোন সানাদ কুরআন ও হাদীসে নেই। তারা প্রসিদ্ধ আউলিয়াদের কবরের উপর বড় সুন্দর মাসজিদ পাকা করে। আর তাদের থেকে প্রসিদ্ধের দিক দিয়ে যারা নিচু স্থানে তাদের কবরের উপর চুনকাম ও গম্বুজ দ্বারা ছোট বড় ঘর নির্মাণ করে। আর কবরের উপর পাথর বা ইট বসিয়ে নাম রাখা হয় তারকীবাহ অথবা কাঠ বসিয়ে নাম রাখা হয় তাবূত বা কফিন। সেগুলো থেকে প্রত্যক্ষ গোল স্থাপনা দাঁড় করা হয়। আর স্থাপনটিকে কুরআনের আয়াত খচিত রেশমের কাপড় বা কাতানে মাতরাযে দ্বারা ঢাকা হয়। আর তাকে রড বা কাঠের পর্দা দ্বারা বেষ্টন করে খাস কামরা বলে নাম রাখা হয়। আর অধিকাংশ আওলিয়াদের কবর মিশরে দাফন রয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশই অল্প চিহ্নের সাথে রয়েছে। তার কতিপয়ে শুধু শুন্য কবর রয়েছে যার মৃত্যুবার্ষিকী যাপন করা হয়। এমন কি তিনি বলেছেন ঃ অবশ্য একটি অভ্যাস আছে যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদের মত আউলিয়াদের কবর নির্মাণ নবায়ণ করার ক্ষেত্রে, চুনকাম করা, সৌন্দর্য করা, তারকীবিয়াহ বা কখনো কফিনকে নতুন পর্দা দ্বারা ঢাকার কারণে দাঁড়ায়। আর অধিকাংশরাই দাঁড়ায় দেখানোর জন্য যেমন ইয়াহুদিরা করতো।

পশ্চিমা কাফিররা এই গুমরাহী জেনে ফেলেছে যার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমানেরা পতিত হয়েছে। বিশেষ করে তাদের মধ্যে থেকে শিয়ারা। তারা ওটাকে উপভোগ মনে করে নিয়েছে, এমনকি তারা তাদের বাসস্থানে তা বাস্তবায়নের মাধ্যম করে নিয়েছে। উসতায শাইখ আহমাদ হাসান বাকুরী তার ফাত্ওয়ায় কবরকে সৌন্দর্য করা, তার উপর গম্বুজ ও মাসজিদ নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করে বলেছেন।

আমি পছন্দ মনে করছি, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চিত্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মুসলমানদের জন্য পরিষ্কার একটি বাণী প্রেরণ করব যে, তারা যেন কবরস্থানকে বড় করা থেকে বিরত থাকে। কেননা এটা আলাদা হওয়ার গর্জন এবং অহংকারের আহ্বান এবং নাস্তিকতাবাদের দিকে আহ্বান করে যা প্রাচ্যের আত্মাকে হত্যা করেছে।

আর তারা যেন সেই দ্বীনের চত্তরে ফিরে যায় যা সমস্ত জীবিত ও মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য সমান। তাকওয়া ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমল ব্যতীত কারো উপর কোন প্রাধান্য নেই।

(ইমাম গাযালীর লাইসা মিনাল ইসলাম ১৭৪ পৃঃ)

সুলেখক প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ উসতায রফীক বেক আজম তার কিতাব আশহরু মাশাহীরুল ইসলাম (৫১২-৫২৪) পৃষ্ঠায় কবর প্রসঙ্গে জীবনীর শেষে বলেছেন ঃ আমরা এই বিষয় কবরের ইতিহাসের আলোচনার ইচ্ছা করছি না, নাসরানীদের কবরস্থান, পিরামিড এবং প্রথম যুগের মূর্তিপূজার সাদৃশ্যের ন্যায়। বরং আমরা ইচ্ছা করছি আবূ ওবাইদাহ এর কবর স্থান সম্পর্কে যে মতানৈক্য আছে পাঠক যেন তা চিন্তার মাধ্যমে গবেষণা করে। যেমন সেই সম্মানিত সাহাবীদের কবর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মতনৈক্য হয়েছে যারা এই বড় দেশে বিচরণ করেছেন। চরিত্র দ্বারা সর্দারদের জয় করে নিয়েছেন। আর তারা সম্মান-মর্যাদা, তাকওয়া ও ভাল কাজের এমন শীর্ষস্থানে পৌছেছেন যাতে প্রথম ও শেষ যুগের কেউ পৌছেনি।

ইতিহাসবিদগণ ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সংবাদ বিস্তারিত এনেছেন এবং বিজয়ী দেশ ও রাজ্যে সমূহে তাদের গবেষণা সমূহকে জমা করার ব্যাপারে গুরুত্ব

দিয়েছেন। এমনকি তারা আত্মার জন্য বেশি চাওয়ার কোন প্রয়োজন ছাড়েননি। আর উম্মাত ও দ্বীনের তারা যা খিদমত করেছেন তা কতই না ভাল।

প্রিয় পাঠক! যদি এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে গবেষণায় ঐ মহান ব্যক্তিদের কবর নষ্ট হওয়াতে এবং সংবাদের দৃষ্টি থেকে তাদের স্থানগুলো অস্পষ্ট হওয়াতে কোন আশ্চর্যের বিষয় হবে না। আশ্চর্যের হবে সে সমস্ত সাহাবীদের সম্মান মর্যাদা ও প্রসিদ্ধতার কার্যকলাব গোপন হওয়াতে যা আকাশ এবং আত্মাকে তাদের সম্মান এবং ফাযীলতের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। কেননা তারা প্রথমে ঈমান এনেছেন এবং কুরআনের দাওয়াতকে প্রচার করেছেন, অবশ্য পাঠক এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে কমপক্ষে এ অনুভূতিটুকু হবে যে, নিশ্চয়ইঐ সমস্ত ব্যক্তিদের কবরসমূহ নির্দিষ্টভাবে জানা উচিত এবং তাদের কবরের উপর উচু গম্বুজ নির্মাণ করা উচিত। যদি সেগুলো তাদের প্রসিদ্ধতা, তাকওয়া, ঈমানের সত্যতা ও নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচর হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে কেন ওটাকে তারা এমন বড় কাজ মনে করে যার ব্যাপারে অন্য ব্যক্তিরা অপারগ হয়ে যায়। সুতরাং কিভাবে তাদের কবরসমূহ ইতিহাসবিদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল এবং বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ীদের কবর নিচে নেমে গেল, এমনকি বড় বড় ইতিহাসবিদ তাদের স্থান নির্ধারণে ঐকমত্য হতে পারেননি এবং তার অধিকাংশ চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু যা তারা পরবর্তীতে ধারণার মাধ্যমে জেনেছেন। আজ তারা তার চিহ্নকে প্রকাশ করেছে, তার উপর নির্মাণের মাধ্যমে। মুসলমানের নিকট পেশ করা হচ্ছে মৃত্যু ব্যক্তিদের কবরসমূহে গুরুত্ব দিয়ে তাকে ভাল করে উঁচু করার মাধ্যমে এবং তাকে পাকা করা এবং তার উপর গম্বুজ নির্মাণ ও তার নিকট মাসজিদ করার মাধ্যমে উদ্দেশ্য পৌছায়। বিশেষ করে সেই সমস্ত যালিম বাদশাদের যাদের এমন কোন কাজ নেই যে, ইসলামে তার প্রশংসা করা হবে এবং বৃদ্ধ ও সেই সমস্ত দাজ্জালদের কবর যারা ঈমানের বিধান সম্পর্কে মূর্খ। এদের মাঝে এবং ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের মাঝে কোন তুলনা নেই। যেমন আবূ ওবাইদা বিন জার্‌রাহ এবং অনুরূপ বড় বড় সাহাবা কিরাম যারা দ্বীনকে তরু তাজা রূপে গ্রহণ করেছেন। এবং তাকওয়া ও সম্মানের মাধ্যমে উঁচু স্থানে পৌছেছেন? এর উত্তর

হচ্ছে যে, সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবিয়ীগণ তাদের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানবদের ইতিপূর্বকার ন্যায় সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতেন না। কিন্তু তারা মৃত্যু ব্যক্তিদের কবর নির্মাণ করাকে এবং দেহাবশেষকে ও স্পষ্ট শারীয়াতদাতা থেকে স্পষ্ট নিষেধ পাওয়ার কারণে অপছন্দ মনে করতেন। সরল শারীয়াত এসেছে মূর্তিপূজার শিকড়কে মূল উৎপাদন করার জন্য এবং দেহাবশেষ এর সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নকে এবং মুত্যু ব্যক্তির কবরে তাওয়াফ করাকে নিঃশেষ করার জন্য। আর তারা নিচু করে কবর দেয়াকে উত্তম মনে করতেন। সম্মানিত যিকর হলো সম্মানিত কাজ, এজন্য তাদের পরে যারা এসেছেন তাদের নিকট বড় সাহাবী ও সম্মানিত মুজাহিদদের কবর গোপন রয়ে গেছে। অতঃপর সংবাদ বহনকারী রাবীদের মতনৈক্যের কারণে এবং তাদের বৈপরীত্যের কারণে তাদের স্থান নির্ণয় করতে মতনৈক্য হয়েছে।

ইসলামের শুরু যুগে যদি কবরকে সম্মান করা এবং মৃত্যু ব্যক্তিদের স্থান হিফাজত করা ও তার উপর মাসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করার প্রক্রিয়া থাকতো, তাহলে এই মতনৈক্যের কোন বস্তু থাকতো না এবং কখনো আমাদের থেকে ঐ সমস্ত সম্মানিত সাহাবীদের কবর হারিয়ে যেত না। যেমন দাজ্জালদের এবং চরম অপরাধীদের কবর হারিয়ে যায় না। যাকে প্রথম যুগের পর মুসলমানদের বিদ'আতীরা আবিস্কার করেছে এবং সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবিয়ীদের কাজের বিপরীত করেছে। এই গম্বুজের অধিকাংশই পূর্ববর্তীদের কংকালের ন্যায় হয়েছে। যা মূর্তি পূজার সবচেয়ে খারাপ প্রকারের দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং ঝগড়াকারীকে সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিরকের নিকটতম করে দেয়। আর যদি মুসলমানরা পরবর্তীতে উপদেশ গ্রহণ করতো ঐ সমস্ত সাহাবীদের কবর গোপন হয়ে যাওয়াতে যাদের থেকে তারা এই দ্বীন গ্রহণ করেছে এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দিয়েছেন তাহলে কতই না উত্তম হতো। যখন তারা কবরের উপর গম্বুজ বানালো এবং মৃত ব্যক্তিদের সেই সম্মান করার সাহস করলো যা আকল ও শারীয়াত অস্বীকার করে। তারা সেই মহান সাহাবী ও তাবিয়ীদের বিপরীত করলো যারা আমাদের নিকট তাদের নাবীর আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর আমরা তা নষ্ট করে ফেলেছি এবং তাঁর শারীয়াতের গোপন

তথ্য পৌঁছে দিয়েছে। অতঃপর আমরা তাতে তুচ্ছ মনে করেছি। ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থে কবর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তা পেশ করা হলো ঃ

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. وَفِيْ صَحِيْحِهِ أَيْضاً عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ قَالَ : كُنَّا مَعَ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّوْمِ بِـ «رُوْدُس» فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَّنَا فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِيَ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

আবুল হাইয়াজ আল আসাদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজে প্রেরণ করবো না যেই কাজে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। তুমি প্রত্যেক প্রতিমাকে নিঃশেষ করে দিবে এবং প্রত্যেক কবরকে সমান করে দিবে। আর তার সহীহতে সুমামাহ বিন শুফাই থেকে আরো এসেছে, তিনি বলেন ঃ আমরা একদা ফুযালাহ বিন ওবাইদ এর সঙ্গে পারস্য দেশের রাওদাসে ছিলাম। অতঃপর আমাদের এক সাথী মারা গেলেন। তারপর ফুযালাহ তাকে কবর দেয়ার আদেশ দিলেন, তিনি কবরকে সমান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কবর সমান করার নির্দেশ দিতে শুনেছি। (মুসলিম)

অনুরূপভাবে যারা আমাদের নিকট আল্লাহ্র রসূলের আমানাত আদায় করেছেন তারা আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর আমানাতের ওয়াদার ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিজেদের ব্যাপারে যা আদেশ দিয়েছেন তা দ্বারা তাঁরা আরম্ভ করেছেন। যাতে করে আমরা তাদের আদর্শে আদর্শিত হই এবং তাদের নাবীর হেদায়েত দ্বারা পথ প্রদর্শিত হই। কিন্তু ঐ সকল অংশের অর্থ অনুধাবন করতে আমাদের জ্ঞান

সংকীর্ন হয়ে গেল। আমাদের জ্ঞান আল্লাহ্‌র বিধানের প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমের স্থান হতে সরে গেল এবং শারীয়াতের ব্যাপারে আমাদের স্বল্প জ্ঞান দ্বারা আমরা ফয়সালা দিয়েছি। কবর পাকা করার ব্যাপারে আমরা মুস্তাহাব বলে বৈধতার ফয়সালা দিয়েছি। অংশবিশেষের ন্যায় যা পূর্ণরূপ ধারণ করল এবং দ্বীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেল এবং একত্ববাদের আকীদাকে বিনষ্ট করতে লাগল। আস্তে আস্তে আমরা অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করলাম এবং আমরা মানৎ দ্বারা তার মর্যাদা ও নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করছি। আর তাতে পতিত হচ্ছি যার কারণেই রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরকে মিটিয়ে দিতে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এগুলোর মর্যাদার ব্যাপারে শারীয়াতের হিকমাত থেকে আমরা গাফিল রয়েছি। আমরা হাক্কের বিরোধিতা করছি এবং হাক্কও আমাদের বিরোধিতা করছে। এমনিভাবে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।

আমি বলব ঃ কিছু লোক বিশেষ করে যারা বর্তমান প্রগতিবাদী তারা ধারণা করে যে, শিরক দূর হয়ে গেছে, আর ফিরে আসবে না। এ ব্যাপারে জ্ঞান প্রসারিত হওয়ার ফলে এবং আকল লাভ হওয়ার কারণে তা আর ফিরে আসবে না।

এরূপ ধারণা বাতিল, কেননা এটা বাস্তবতার বিরোধী। সুতরাং লক্ষণীয় হচ্ছে যে, শির্কের বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ্যে সদা সর্বদাই যমীনের বুকে বিচরণ করছে। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে এবং কাফেরদের ভিটা বাড়িতে। আর তা হল নাবীদের ইবাদাত, নেককার লোকদের, মূর্তির, জড় পদার্থের, বড় বড় লোকদের এবং বীরদের মূর্তির বিস্তারই হচ্ছে এটার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। আর পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, মুসলমান আলিমদের কোন অস্বীকৃতি ব্যতীতই ধীরে ধীরে মুসলিম রাষ্ট্রে তা বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা পাঠকদেরকে দূরে নিয়ে যাব, অথচ তা অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে দেখা যায়। বিশেষ করে শিয়াদের মধ্যে। তাদের মধ্যে শির্ক ও মূর্তি পূজার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন কবরে সাজদাহ করা, তার চতুপার্শ্বে তওয়াফ করা, কবর সামনে করে সলাত পড়া এবং সাজদাহ করার সময় তাকে কেবলা বানানো এবং আল্লাহ্

ব্যতীত তাদেরকে আহ্বান করা ও আরো অন্যান্য কর্ম যার আলোচনা পূর্বে চলে গেছে। আমরা যদি ধরে নেই যে, পৃথিবী শির্ক এবং বিভিন্ন প্রকার মূর্তি পূজা হতে পবিত্র হয়েছে তাহলে আমাদের ঐ সকল মাধ্যম গ্রহণ করা জায়েজ হবে না যাতে শির্কে পতিত হওয়ার ভয় থাকে। কেননা এ সকল মাধ্যম কিছু সংখ্যক মুসলমানদের শির্কের দিকে নিয়ে যাওয়া থেকে আমরা নিরাপদ নই। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, শেষ যামানায় এই উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই শিরক পতিত হবে। যদিও তা এখন ঘটেনি এবং এই সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস থেকে কতগুলি প্রমাণ উল্লেখ করছি, যা এই ব্যাপারে দলিল হয়ে থাকবে।

১ম প্রমাণ ঃ

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِيْ الْخَلَصَةِ»، وَكَانَتْ صَنَماً تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ.

কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দাউস গোত্রের নারীর পাছা যুল খালাছাতে ঘষবে। যুল খালাছাহ হল এক প্রকার মূর্তি, যাকে দাউস মহিলারা জাহিলী যুগে তাবালাহ নামক স্থানে পূজা করত।

(বুখারী ১৩/৬৪, মুসলিম ৮/১৮২, আহমাদ ২/২৭১)

২য় প্রমাণ ঃ

«لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِيْنَ أَنْزَلَ اللّٰهُ : ﴿هُوَالَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ﴾ أَنَّ ذٰلِكَ تَامّاً، قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحاً طَيِّبَةً، فَتَوَفّٰى كُلَّ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَيَبْقٰى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ إِلٰى دِيْنِ آبَائِهِمْ».

একটি রাত্র ও একদিন লাত ও ওজ্জার পূঁজা করা ব্যতীত অতিবাহিত হবে না। আয়িশাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমি ধারণা করেছিলাম যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল- "তিনিই তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে" 'নিশ্চয় এটা পরিপূর্ণ হবে। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা অতি সত্বরই হবে'।

অতঃপর আল্লাহ সুগন্ধিময় বাতাস প্রেরণ করবেন যার ফলে শস্য পরিমাণ ঈমান যাদের অন্তরে রয়েছে তারা মৃত্যুবরণ করবে। যাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই তারা জীবিত থাকবে, অতঃপর তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের দ্বীনে ফিরে যাবে।

(মুসলিম ৮/১৮২, আহমাদ কাওয়াকিব ৫৫৫ সহীহ সানাদে, মুসনাদে আবূ ইয়ালা ২/২১৬, হাকিম ৪/৪৪৬, ৪৪৭, ৫৪৯)

৩য় প্রমাণ ঃ

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحِقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِّنْ أُمَّتِيْ الْأَوْثَانَ».

আমার উম্মতের মধ্য থেকে কিছু গোত্র মুশরিকদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত মিলিত না হবে এবং যতক্ষণ না মূর্তির পূজা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত ঘটবে না।।*

৪র্থ প্রমাণ ঃ

«لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالُ فِيْ الْأَرْضِ : اَللّٰهُ، اَللّٰهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه».

---

* আবূ দাউদ ২/২০২, তিরমিযী সহীহভাবে ৩/২২৭, হাকিম ৪/৪৪৮, তয়ালিসী ৯৯১, আহমাদ ৫/২৮৪।

কিয়ামত তখনই ঘটবে যখন আল্লাহ, আল্লাহ বলার কোন লোক পৃথিবীতে থাকবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার লোক থাকবে না।*

সুতরাং এ সমস্ত হাদীস অকাট্য প্রমাণ করে যে, শিরক এই উম্মাতের মধ্যে পতিত হবে। তাই ব্যাপারটি যখন এরূপ সেহেতু মুসলিমদের উপর কর্তব্য যে, তারা প্রত্যেক ঐ মাধ্যম ও কারণ থেকে দূরে থাকবে যা তাদেরকে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে। যেমন কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ এবং আলোচিত অন্যান্য কাজ যা আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন এবং তাঁরা উম্মাতকে তা থেকে সাবধান করেছেন।

আর কেউ যেন আধুনিক সংস্কৃতির দ্বারা ধোকায় না পড়ে, কেননা তা কোন পথ ভ্রস্টকে পথ দেখাবে না এবং মুমিনের হিদায়াত বৃদ্ধি করবে না কিন্তু আল্লাহ্ যা চান। আর কেবলমাত্র হেদায়াত ও নূর আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথাই বলেছেন ঃ

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

"তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমূজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তিনি নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।" **(সূরা আল-মায়িদাহ ১৫-১৬)**

---

* মুসলিম ১/৯১, তিরমিযী ৩/২২৪, হাকিম ৪/৪৯৪, ৪৯৫; আহমাদ ৩/১০৭, ২৫৯, ২৬৮; ইবনু মাজাহ আত তাওহীদ ১/৪৯।

ষষ্ঠ পাঠ

কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সলাত আদায় নিন্দনীয়

ইতিপূর্বে আমরা সংশয়ের উত্তর শেষ করলাম। ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত কবরের উপর মাসজিদ তৈরি করা হারাম তা প্রিয় পাঠকের জন্য বর্ণনা করা হলো। হারাম হওয়ার হিকমাত সম্পর্কে বর্ণনা হতেও আমরা অবসর নিলাম। এখন আমাদের জন্য উত্তম হলো অন্য মাসয়ালাহ বর্ণনা করা যা পূর্বের হুকুমকে আবশ্যক করে। আর সেটা হলো কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সলাত আদায়ের হুকুম।

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, কবরের উপর মাসজিদ তৈরির নিষেধাজ্ঞা তথায় সলাত আদায়কে নিষেধ করে। ফলে এটা দ্বারা এ ফলাফল দাঁড়ায় যে, এ সমস্ত মাসজিদে সলাত আদায় নিষেধ। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বাতিল উদ্দেশ্য হয়। যেটা উলমাদের নিকটে প্রসিদ্ধ। তথায় সলাত আদায় ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা বাতিল বলেছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এ মাসআলাহ পার্থক্যের মুখাপেক্ষী। তাই আমি বলব ঃ

কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সলাত আদায়ের ইচ্ছা সলাতকে বাতিল করে দেয় ঃ

উল্লেখিত মাসজিদ সমূহ মুসল্লিদের জন্য দু' অবস্থা।

প্রথম অবস্থা ঃ কবরের কারণে ও বরকতের জন্য তথায় সলাতের উদ্দেশ্য করা, যেরূপ বহু সাধারণ লোক করে থাকে। অল্প সংখ্যকই এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ তথায় ঐকমত্যের কারণে সলাত পড়া, কবরকে উদ্দেশ্য করে নয়।

প্রথম অবস্থার কারণে তথায় সলাত পড়া হারামের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। বরং তা বাতিল। কেননা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের

উপর মাসজিদ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এবং যে তা করবে তার প্রতি লা'নত করেছেন। অতএব তথায় সলাত পড়ার ইচ্ছা করা নিষেধ। আর এখানে নিষেধ দ্বারা বাতিল উদ্দেশ্য।

উল্লেখিত মাসজিদ সমূহে সলাত আদায় নিন্দনীয় যদিও তা কবরের কারণে ইচ্ছা না করা হয় ঃ

আর দ্বিতীয় অবস্থায় তথায় সলাত আদায় বাতিল হওয়ার হুকুম আমাদের জন্য বর্ণনা নেই। শুধুমাত্র অপছন্দনীয়। কেননা এ অবস্থায় বাতিল কথা বলার জন্য অবশ্যই বিশেষভাবে দলীল লাগবে। যে দলীল প্রথম অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা পেশ করে বাতিল প্রমাণিত করেছি। এ অবস্থা তা পেশ করা সম্ভব নয়। এটা এ কারণে যে, পূর্বের অবস্থায় তা বাতিল আর তা কবরের উপর মাসজিদ তৈরি নিষেধের সহীহ ভিত্তিতে।

কবরের উপর তৈরি মাসজিদসমূহে সলাত অপছন্দনীয় বা নিন্দনীয় তা দু'টি বিষয়ের কারণে ঃ

১ম বিষয় ঃ কবরের মাসজিদে সলাত আদায় ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য হয়, যারা কবরের উপর তৈরি মাসজিদসমূহে সর্বদা ইবাদতের উদ্দেশে করত।

২য় বিষয় ঃ কবরের সম্মানের অসীলাহ করে তথায় সলাত পড়া, যে তা'যীম শারীয়াতের সীমার বহির্ভূত। ফলে সতর্কতামূলক এবং অসীলাহকে বন্ধ করার জন্য তা নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষত্ব কবরের উপর মাসজিদ ফাসাদ হওয়ার প্রেক্ষিতে লা'নাত আপতিত হয় যেটা বারবার বর্ণনা করা হয়েছে। আলিমগণ সকল ক্রটি বর্ণনা করেছেন ঃ হানাফী আলিম আল্লামা ইবনুল মূলক বলেন ঃ

«إنما حرم اتخاذ المساجد عليها، لأن في الصلاة فيها استناناً بسنة اليهود».

কবরের উপর মাসজিদ গ্রহণ করা হারাম, কেননা তথায় সলাত পড়া ইয়াহুদীদের নীতির অনুসরণ করা হয়– (মোল্লা আলীকারীর মিরকাত ৪৭০ পৃষ্ঠা)। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ কায়িদাতুল জালিলাহ এর ২২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ কোন স্থানে মাসজিদ তৈরীর অর্থই হলো তথায় পাঁচ ওয়াক্ত ও অন্যান্য সলাত আদায় করা, কোন স্থানে মাসজিদ তৈরি করার উদ্দেশ্য হলো তথায় আল্লাহর ইবাদাত হবে, তাঁর নিকট দু'আ করা হবে। সৃষ্টির উদ্দেশে দু'আ করা হবে না, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবীদের কবরে সলাতের উদ্দেশে মাসজিদ তৈরি করাকে হারাম করেছেন' যদি উদ্দেশ্য এজন্যই হয়ে থাকে শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই ইবাদাত করা হবে। কারণ এটা এমন অসীলাহ যা কবরবাসীর ও তার নিকট দু'আ করার কারণে ও তার দ্বারা মাসজিদের উদ্দেশে পৌঁছে দিবে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ স্থানকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশে ইবাদত করার লক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এ অসীলাহ গ্রহণ আল্লাহ্র সাথে শির্কে পতিত করে দেয়।

যখন কোন কার্য ফাসাদে পৌঁছে দেয় তাতে কোন সংশোধনী থাকে না, তখন তা হতে নিষেধ করা হয়। যেমন তিন সময়ে সলাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ সময়ে ফাসাদ প্রাধান্য পেয়েছে। আর তা হলো মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য যা শির্কে পৌঁছে দেয়। এ তিন সময়ে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কল্যাণ নেই। এ সময় ব্যতিত অন্য অতিরিক্ত সময় থাকার কারণে। এজন্যে উলামাগণ কারণসমূহের অস্তিত্ব নিয়ে মতভেদ করেছেন। ফলে তাদের অনেক আলিম এ সময়ে সলাতের অনুমতি দিয়েছেন। (আর তা হলো দু' রাক'আত মাসজিদে প্রবেশের সলাত ও অযুর ও অন্যান্য সলাত।

কেননা এ নিষেধাজ্ঞা অসীলাহকে বন্ধ করে দিয়েছে কল্যাণের দ্বারকে উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে। আর কারণ সমূহকে সে তিন সময়ের দিকে মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। সে সময় যদি সে কার্য না করা হয় তাহলে তা ছুটে যায় যেরূপ কল্যাণ ছুটে যায়। সে কারণে সে সময়ে কল্যাণকে বৈধ রাখা হয়েছে। ঐ কারণ ব্যতীত ব্যতিক্রম করা যাবে না। কারণ সে কার্য এ সময় ব্যতীত অন্য সময় করা সম্ভব। অতএব নিষেধাজ্ঞা দ্বারা কল্যাণ কার্য্য ছুটে যাবে না। ফাসাদের কারণে নিষেধাজ্ঞা

ওয়াজিব করা হয়েছে। অতএব শির্কের কারণ বন্ধের জন্য এ তিন সময়ে সলাত আদায় নিষেধ করা হয়ে থাকে। কারণ তা সূর্যের জন্য সাজদাহ্‌র, দু'আর, কিছু চাওয়ার পথে পৌঁছে দিবে। যেরূপ সূর্য, চন্দ্র, তারকার দু'আ করার ব্যক্তিরা করে থাকে। তারা ঐ সমস্ত জিনিসের নিকট দু'আ করে যাঞ্চা করে এটা জানা সত্ত্বেও যে নিজের উপর সূর্যের, চন্দ্রের নিকট দু'আ করা হারাম। বড় হারাম বলে যে সময়ে সলাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে, কেননা তা তারকার দু'আর দিকে পৌঁছে দেয়। এভাবেই নাবীদের ও সৎ ব্যক্তিদের কবরে মাসজিদ বানানো নিষেধ করা হয়েছে, তার নিকট শুধু সলাত পড়ার উদ্দেশ্যকেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তা তাদের দিকে দু'আর উদ্দেশ্যের দিকে পৌঁছে দেয়। তাদের নিকট দু'আ ও তাদের জন্য সাজদাহ করা তাদের কবরে মাসজিদ বানানোর চাইতে বড় হারাম কাজ।

জ্ঞাতব্য বিষয় যে, এ সমস্ত মাসজিদে সলাত আদায় করা উলামাদের নিকট ঐকমত্যভাবে অপছন্দনীয়। বাতিল নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। হাম্বলী মাযহাবে প্রকাশ্যভাবে বলা হয়েছে তা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছেন আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকীম গ্রন্থের ১৫৯ পৃষ্ঠায় জাহান্নামীদের বিপরীতে বলেন ঃ এ সমস্ত মাসজিদ যা নাবীদের, সৎ লোকদের ও বাদশাহ বা অন্যান্যদের কবরে তৈরি করা হয় তা ধ্বংস করে দূর করার বা পরিবর্তন করে দেয়ার সহযোগিতা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি প্রসিদ্ধ আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে বলে জানি না। তথায় তারা সলাত পড়া অপছন্দনীয় জেনেছেন, মতভেদ ব্যতীত তা আমি অবগত। এ ব্যাপারে লা'নাত ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা থাকার কারণে ও অন্য হাদীস সমূহ স্পষ্ট থাকার কারণে আমাদের নিকট বৈধ্য নয়।

এক ব্যক্তি তথায় দাফন থাকার কারণে এ মাসআলার ব্যাপারে কোন মদভেদ নেই। আমাদের সাথীবর্গ মাসজিদ হতে আলাদা কবরস্থান সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। কবরস্থানের সীমা তিনজনের কবর হলেই হলো অথবা এক ব্যক্তির কবরের নিকট সলাত পড়া নিষেধ, যদি তার নিকটে অন্য কবর না থাকে এ দু' অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।

আমি বলব ঃ দ্বিতীয় অবস্থাকে ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) ইখতিয়ারাতের ২৫ পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে বলেন ঃ ইমাম আহমাদ ও তাঁর সমস্ত ছাত্রদের কথার মধ্যে এ পার্থক্য নেই। বরং তাদের সকলের কথা, কারণ দর্শালে এবং প্রমাণ পেশ হলে একক ব্যক্তিরও কবরের নিকট সলাত পড়া নিষেধ। আর এটাই সঠিক। কবরস্থান হলো যেখানে কবর দেয়া হয়। এটা কবর একত্রিত হওয়া নয়। আমাদের সাথীবর্গ বলেছেন ঃ যে স্থানের নাম মাকবারাহ্র মধ্যে প্রবেশ করবে তথায় সলাত আদায় করা যাবে না।

আবূ বাকর আল আসরাম বলেন ঃ আবূ আবদিল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমাদকে কবরস্থানে সলাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি কবরস্থানে সলাত পড়া অপছন্দ করলেন। তাঁকে বলা হলো কবরের মাঝের মাসজিদে কি সলাত পড়বে? তিনি এটাও অপছন্দ করলেন। তাঁকে বলা হলো মাসজিদ ও কবরের মাঝে প্রাচীর আছে? তিনি তথায় ফরয সলাত পড়া অপছন্দ করলেন এবং জানাযার সলাত পড়ার অনুমতি দিলেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেন ঃ কবরের মাঝের মাসজিদ জানাযার সলাত ব্যতীত সলাত পড়বে না কেননা জানাযার সলাত তথাকার সুন্নাত। হাফিয ইবনু রজব ফাতহুল বারীতে বলেন ঃ ইমাম আহমাদ সাহাবাদের কথা ইঙ্গিত করেছেন। ইবনু মুসযির বলেন ঃ

قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسْط الْبَقِيْعِ، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَحَضَرَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ»

ইবনে উমারের আযাদকৃত গোলাম নাফে' বলেন ঃ আমরা আয়িশাহ ও উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) এদের জানাযা জান্নাতুল বাকীর মাঝে পড়েছি। সেদিন ইমাম ছিলেন আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)। এতে উপস্থিত ছিলেন ইবনে উমার (রাযিঃ)। দেখুন- কাওয়াকিবুদ দুরারী (৬৫/৮১/১,২) মুসান্নাফে আবদির রায্যাক সহীহ সানাদে (১/২০৭/১৫৯৪)।

সম্ভবত ইমাম আহমাদ প্রথম বর্ণনায় শুধু ফরয উল্লেখ করে সংক্ষেপ করেছেন। তাতে অন্য সুন্নাত বৈধ প্রমাণিত হয় না। কেননা অবগত বিষয় যে, নফল সলাতসমূহ বাড়ীতে পড়া অতি উত্তম। এ জন্য তিনি ফরযের সাথে উল্লেখ

করেননি। আর তার দ্বিতীয় সাধারণ বর্ণনাটি এটাকে শক্তিশালী করেছে। তাহলে কবরের মাঝের মাসজিদে জানাযার সলাত ব্যতীত পড়া যাবে না। আর এটাই হলো দলীল যে ব্যাপারে আমরা বলছি। ইমাম আহমাদের পূর্বের আলোচনাকে আরো শক্তিশালী করে এ দলীল।

عَنْ أَنَسٍ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِد بَيْنَ الْقُبُوْرِ».

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কবরের মাঝে মাসজিদ তৈরি করাকে অপছন্দ করতেন।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, মাসজিদের দেয়াল ও কবর মাঝে প্রাচীর প্রতিবন্ধকতা হলেও যথেষ্ট হবে না। বরং এ কথা সাধারণভাবে কবরের মাঝে মাসজিদ তৈরীর বৈধতাকে বাতিল করে দেয়। আর এটাই হলো নিকটতম। কেননা এটা শির্কের বিষয়কে কর্তন করে দেয় অর্থাৎ শির্ক থেকে বিরত রাখে। অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার ইকতিযাউ ইলা সিরাতিল মুস্তকীম গ্রন্থে বলেন ঃ

"ইবরাহীম (আঃ)-এর কবরের উপর ভিত্তিকে রূদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তাতে চারশত বছর পর্যন্ত প্রবেশ করা যেত না। বলা হয় খুলাফাদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু মহিলা এ ব্যাপারে স্বপ্নে দেখল এ কারণে তা খনন করা হয়েছিল। আরো বলা হয় খ্রিস্টানরা যখন এ অঞ্চল দখল করে নিল তখন তারা খনন করেছিল। অতঃপর পরবর্তী বিজয়ের পর এ মাসজিদকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। এ মর্যাদাবান লোক ছিলেন আমাদের ওস্তাদেরা। তারা এ ভিত্তিতে সলাত পড়তেন না। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের অনুকরণের জন্য তাঁরা তাদের ছাত্রদেরকে তথায় সলাত পড়তে নিষেধ করতেন ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতেন।"

এরূপ ছিল পূর্ববর্তী তাদের ওস্তাদদের অবস্থা। আর আজকের দিনে আমাদের ওস্তাদরা শারীয়াতের এ হুকুমের ব্যাপারে উদাসিন। তাদের বহুসংখ্যক এ ধরনের মাসজিদে সলাত পড়ার উদ্দেশ্য রাখেন। আমিও তাদের কিছু সংখ্যকের সাথে শাইখ ইবনে আরাবীর কবরের নিকট যেতাম তখন আমি ছোট ছিলাম। সুন্নাতের সাথে ঐকমত্য হতাম না। যখন আমি এ ব্যাপারে হারামের

কথা জানলাম বহু শাইখদের সাথে আলোচনা করলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করে তথায় সলাত পড়া হতে বিরত রাখলেন। এ ব্যাপারে আমাকে যিনি জ্ঞাত করেছেন, আমাকে কৃতজ্ঞতার বাধিত করেছেন যেটা আমার হিদায়াতের কারণ হয়ে ছিল। মহান আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করুন ও ক্ষমা করে দিন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি এ কারণে আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। আমরা হিদয়াত পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত দান না করতেন।

কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সলাত পড়া অপছন্দনীয় যদিও তা সম্মানার্থে না হয়

জেনে রাখা দরকার যে, কবরের উপর তৈরি মাসজিদে সকল অবস্থায় সলাত অপছন্দনীয় চাই কবর সামনে হোক বা পিছনে, ডানে হোক বা বামে হোক সকল অবস্থায় তাতে সলাত মাকরূহ। কিন্তু যখন কবরের দিকে ফিরে সলাত পড়া হবে তখন মাকরুহ কঠিন হয়ে যাবে অর্থাৎ মাকরূহ তাহরীম হবে। কেননা এ অবস্থায় মুসল্লী দু'টি বিপরীত কার্য্যে লিপ্ত হয়। প্রথমতঃ সে এ মাসজিদে সলাত পড়ে, দ্বিতীয়তঃ সে কবরের দিকে সলাত পড়ে। আর সেটা হতে সাধারণভাবে নিষেধ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ দলীল দ্বারা, চাই তা মাসজিদের মাঝে হোক আর মাসজিদ ব্যতীত হোক।

*** এ ব্যাপারে আলিমদের বাণী ঃ**

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। "অনুচ্ছেদ কবরের উপর মাসজিদ তৈরিকে যারা অপছন্দ করেন। যখন হাসান বিন হুসাইন বিন আলী মৃত্যুবরণ করলেন তখন একজন মহিলা তার কবরের উপর এক বছর পর্যন্ত জামার আস্তিন মারল। অতঃপর ক্ষান্ত হল। আর তারা শুনতে পেল একজন শব্দকারী বলেছেন ঃ তোমরা যা হারিয়েছ তা পেয়েছি কি? অন্য একজন উত্তর দিল বরং নিরাশ হয়েছে, অতএব চলে যাও।" অতঃপর ইমাম বুখারী পূর্বে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করেন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী শাফিয়ী তাঁর ভাষ্যে বলেন ঃ এ আসার ফুসতত শহরের বাসিন্দার সাথে সম্পর্ক রাখে, তথাকার লোক সলাত হতে মুক্ত থাকত না। কবরের নিকট মাসজিদ তৈরি করা তাদের অবশ্যকীয় ছিল। কবর তাদের কিবলার দিক হতো। ফলে অপছন্দনীয় কাজ বৃদ্ধি

পেয়ে যায়। আল্লামা আইনী হানাফী উমদাতুল কারীতে ৪/১৪৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ বলেছেন। জামে তিরমিযীর উপর শাইখ মুহাক্কিক মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া কানদাহলুবী হানাফী কাওকাবুদ দুরীর ১৫৩ পৃষ্ঠায় প্রমাণ পেশ করেন ঃ কবরের উপর মাসজিদ বানানো ইয়াহুদীদের সাথে সাদৃশ্য হয়, তারা তাদের নাবীদের ও সম্মানীদের কবরের উপর মাসজিদ বানিয়েছে। এটা মৃত্যু ব্যক্তিকে সম্মান ও মূর্তির ইবাদতের সাদৃশ্য হয়, যদিও কবর গোত্রের পক্ষ হতে হত। কবর ডান দিকে বা বাম দিক হতে কিবলার দিকে হলে, সামনের দিকে হলে সর্বাধিক অপছন্দনীয় হবে। আর যদি মুসল্লির পিছনে হয় তাহলে এর চাইতে হালকা হল কিন্তু নিন্দনীয়তা হতে মুক্ত হবে না।”

হানাফী কিতাব শর'আতুল ইসলামের ৫৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে ঃ কবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে তাতে সলাত আদায় নিন্দনীয় কাজ।

অতএব এ বর্ণনা সমূহ সাধারণভাবে কবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে সলাত আদায় অপছন্দনীয়তাকে শক্তিশালী করে, চাই কবরের দিকে ফিরে হোক বা নাই হোক। ফলে এ মাসআলাহ ও কবরের দিকে সলাত আদায় যাতে মাসজিদ নেই তার মধ্যে পার্থক্য করা কর্তব্য। এ অবস্থায় কবরের নিকট অভ্যর্থনা করা নিন্দনীয়তাকে আবশ্যক করে দেয়। কিছু সংখ্যক আলিম এ অবস্থায় ইসতিকবাল বা সম্মান জানানোকে শর্ত করেননি। তারা বলেন ঃ কবরের আশপাশে সাধারণভাবে সলাত নিষেধ। যা তাহাবীর ভাষ্য মারাকীল ফালাহ্ হানাফী গ্রন্থে ২০৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর এটাই হলো কারণ সমূহকে বন্ধ করার উপযোগী নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথার মাধ্যমে ঃ

«... فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِيْ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِيْ الْحَرَامِ، كَالرَّاعِيْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ ...».

যে ব্যক্তি সংশয় হতে বেঁচে থাকল সে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করল আর যে ব্যক্তি সংশয়ের মধ্যে পতিত হলো সে হারামের মধ্যে পতিত হল। সে ঐ রাখালের মত যে অগ্নিশিখার পাশে চড়িয়ে বেড়ায়, অতি সত্বর তাতে সে পতিত হয়। (বুখারী, মুসলিম, তাখরীজুল হালাল ২০ পৃষ্ঠা)

সপ্তম পাঠ

পূর্বের হুকুম মাসজিদে নাববী ব্যতীত সকল মাসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করে

অতঃপর জেনে রাখা দরকার যে আলোচিত হুকুম সমস্ত ছোট, বড়, পুরাতন, নতুন মাসজিদ সমূহকে সাধারণভাবে দলীল থাকার কারণে অন্তর্ভুক্ত করে। মাসজিদে নাববী শরীফ ব্যতীত কোন মাসজিদই যাতে কবর রয়েছে তা বাদ পড়বে না। কেননা মাসজিদে নাবীর আলাদা মর্যাদা রয়েছে। কবরের উপর তৈরি মাসজিদ সমূহ হতে তার কিছুই পাওয়া যাবে না। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ [فَإِنَّهُ أَفْضَلُ] ».

"আমার মাসজিদে সলাত আদায় অন্য মাসজিদ হতে হাজার গুণ মর্যাদা বেশি রাখে কিন্তু মাসজিদে হারাম ব্যতীত, কেননা তা অতি উত্তম।" *

[বুখারী, মুসলিম ও অন্যন্যরা আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) হতে এবং অতিরক্ত মুসলিম ও আহমাদ ইবনে উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন।]

---

* আল্লামা ইবনু আবিদীন আখবারুদ দুত্তল গ্রন্থের টীকায় সুফইয়ান সাওরীর সানাদে বর্ণনা করেন।

«إِنَّ الصَّلَاةَ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقِ بِثَلَاثِيْنَ الف صَلَاةٍ».

দামিস্কের মাসজিদে সলাত ত্রিশহাজার গুণ মর্যাদা, এ কথা বাতিল, রসূলূল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এর কোন মুল নেই। সুফইয়ান সাওরী হতেও নেই। এটা আবূল হাসান রিবয়ী "ফাযায়িলে শাম ও দামিস্ক" গ্রন্থে ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু আসাকির" তারিখে দামিস্ক গ্রন্থে (২/১২) পৃষ্ঠায় আহমাদ বিন আনাস বিন মালিক হতে বর্ণনা করেন। হাবীব মুয়াযিযন সংবাদ দিয়েছেন, আবূ যিয়াদ শাইবানী ও আবূ উমাইয়্যাহ শাইবানী সংবাদ দিয়ে বলেনঃ

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

«مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

"আমার ঘর ও মিম্বারে মাঝের স্থান জান্নাতের বাগিচার একটি বাগিচা।" (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যরা আবদুল্লাহ বিন যায়িদ আল মাযানী হতে, হাদীসটি মুতাওয়াতির।)

এছাড়াও আরো মর্যাদা রয়েছে, যদি বলা হয় মাসজিদে নাববীতে সলাত অপছন্দনীয় তাহলে এ অর্থ হয়, অন্য মাসজিদের মর্যাদা এর সাথে সমান হয়ে যাবে। এবং মাসজিদে নব্বীর মর্যাদাকে উঠিয়ে নেয়া হবে আর এটা জায়িয নয়, যেটা প্রকাশ্য। এ অর্থে আমরা পূর্বে ইবনে তাইমিয়ার কথার মাধ্যমে উপকারিতা পেয়েছি।

«كُنَّا بِمَكَّةَ فَإِذَا رَجُلٌ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَإِذَا هُوَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ رَجُلٌ : يَاأَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِيْ الصَّلَاةِ فِيْ هٰذَا الْبَلَدِ؟ قَالَ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، قَالَ : فَفِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ : بِخَمْسِيْنَ أَلْفٍ، قَالَ : فَفِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ : بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ، قَالَ : فَفِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ؟ قَالَ : بِثَلَاثِيْنَ أَلْفٍ.

আমরা মাক্কায় ছিলাম, একজন লোক কা'বার ছায়ায় ছিলেন, তিনি হলেন সুফইয়ান সাওরী, একজন লোক বলল ঃ হে আবূ আবদিল্লাহ আপনি এ শহরে সলাত পড়া সম্পর্কে কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এক লক্ষ গুণ মর্যাদা বেশি। অতঃপর লোকটি বলল, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদে? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ হাজার গুণ। লোকটি বলল ঃ বাইতুল মাকদাসে? তিনি বললেন চল্লিশ হাজার গুণ সলাতের মর্যাদা। লোকটি বলল ঃ দামিশ্কের মাসজিদে? তিনি বললেন ঃ ত্রিশ হাজার গুণ। (এ সানাদ যঈফ ও মাজহুল বা অজ্ঞাত। হাবীব মুয়াযিযন অজ্ঞাত রাবী। এ আসার বাতিল হয়ে যায় সুফইয়ান হতে বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ্র হাদীস দ্বারা সেটা হল "নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদে সলাত এক হাজার গুণ মর্যাদা রাখে"। তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটা সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সে ঐ আসার বাতিল হয়ে যায় অধিক সংখ্যক সহীহ বর্ণনা যা বাইতুল মাকদাসের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত যে, তথায় সলাত পড়া এক হাজার গুণ মর্যাদা রাখে। (ইবনু মাজাহ ৪২৯-৪৩০, আহমাদ ৬/৪৬৩ উত্তম সানাদে। এসব সহীহ বর্ণনা পূর্বের আসারকে বাতিল করে দেয় সেটা দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ্য।

অতঃপর আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা তার "আল জাওয়াবুল বাহির ফী যুরিল মাকবির" গ্রন্থের ১-২/২২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ কবরের উপর তৈরি মাসজিদ সমূহে সলাত আদায় সাধারণভাবে নিষেধ। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসজিদ তার বিপরীত, তথায় সলাত পড়া এক হাজার গুণ মর্যাদা বেশি। কেননা তা তাকওয়ার উপর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আর হুজরা মাসজিদের মধ্যে প্রবেশের পূর্বে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদা (রাযিঃ) জীবিত থাকা কালীন হতেই সম্মানিত। আর হুজরা মাসজিদে প্রবেশ করে সাহাবাদের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

অতঃপর আল্লামা ইবনু তাইমিয়াহ উক্ত গ্রন্থে ১/৬৭-২/৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ মাসজিদ হুজরা প্রবেশের পূর্বেই সম্মানিত ছিল। মাসজিদ মর্যাদাপূর্ণই ছিল কারণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জন্য ও মুমিনদের জন্য তৈরি করেছিলেন, তিনি আল্লাহ্‌র জন্য সলাত পড়তেন এবং মুমিনগণও পড়তেন, তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত চলবে। এ ভিত্তিতেই তার মর্যাদা। আর নাবী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ

«صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ الْمَسْجِد الْحَرَامِ».

"আমার মাসজিদে সলাত পড়া অন্য মাসজিদ হতে হাজার গুণ মর্যাদা বেশি রাখে, মাসজিদে হারাম ব্যতীত।" **(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল ৯৭১)**

নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا».

"তিন মাসজিদ ব্যতীত কোথাও সাওয়ারী প্রস্তুত করে সফর করা যাবে না। মাসজিদটি তিনটি হলো– ১। মাসজিদুল হারাম ২। মাসজিদুল আকসা ৩। আমার এ মাসজিদ। **[বুখারী, মুসলিম আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে]**

এ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা মাসজিদে নাববীর জন্য হুজরা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব হতে, অতএব এ চিন্তা ধারণা করা বৈধ্য হবে না যে, হুজুরা প্রবেশের কারণে স্থান মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। তাঁরা মাসজিদে হুজরা প্রবেশ করাতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন মাসজিদ প্রশস্ত করার জন্য নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের হুজরা প্রবেশ করানের। অতঃপর প্রয়োজনের তাকীদে তা প্রবিষ্ট হলো এ অপছন্দনতা সহকারে যে, এ ব্যাপারে সালাফগণ অপছন্দ করতেন।"

অতঃপর আল্লামা তাইমিয়্যা ১-২/৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, কবরের পূর্বে হুজরা সম্পৃক্ত হয় তার কোন মর্যাদা নেই, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাজির ও আনসারগণ তথায় সলাত পড়েছেন। হুজুরা ফযীলাতের কথা ওয়ালীদ বিন মালিকের খিলাফাতের সময় বর্ণনা করা হয়। যখন তিনি হুজরাকে মাসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। এটা চরম অজ্ঞ ব্যক্তির কথা অথবা কাফিরের কথা, সে যার থেকে নিয়েছে সে মিথ্যুক হত্যার উপযোগী।

সাহাবাগণ মাসজিদে নাববীতে দু'আ করতেন যেমন তাঁরা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিত কালে দু'আ করতেন। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত কালে তাঁদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন সে শারীয়াত ব্যতীত তাদের জন্য অন্য শারীয়াত বর্ণনা হয়। বরং তিনি তাদেরকে তাঁর কবরকে মেলায় পরিণত করতে নিষেধ করেছেন বা অন্য কবরকে মাসজিদ বানাতে নিষেধ করেন। তাঁরা তথায় মহান আল্লাহ্র জন্য শির্করের মাধ্যমকে বন্ধ করার জন্য সলাত পড়তেন। অতএব নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সলাত সালাম ও তার পরিবার শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর বিনিময় হল উত্তম বিনিময়, যা তিনি তাঁর নাবীকে তার উম্মাতের পক্ষ হতে দিয়েছেন। তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পৌছে দিয়েছেন এবং আমানত আদায় করেছেন ও উম্মতকে নসীহাত করেছেন। আর আল্লাহ্র পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত করেছেন যতক্ষণ তাঁর প্রভুর তরফ হতে ইয়াকীন এসেছে।

মহান আল্লাহ্র তাওফীকে এ কিতারের সংকলন শেষ হলো।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি। অতঃপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বুদ নাই। তোমার নিকট তাওবাহ করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি।

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالـمين.

Contents

Contents

আত্-তাওহীদ প্রকাশনীর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। জুযউল কিরাআত-ইমাম বুখারী (রহঃ)
২। জুযউ রফ'ইল ইয়াদাঈন-ইমাম বুখারী (রহঃ)
৩। আদাবুয যিফাক বা বাসর রাতের আদর্শ- আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) (অনুঃ)
৪। সংক্ষেপিত আহকামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন-ঐ
৫। ঈদের নামায ঈদগাহে পড়তে হবে কেন?-ঐ
৬। কবর ও মাযারের মাসজিদে কেন সলাত বৈধ হবে না?-ঐ
৭। কুরআন হাদীসের নিরিখে মুসলিম নারীর পর্দা-ঐ
৮। নাবী (সঃ) এর সলাত সম্পাদনের পদ্ধতি- শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) (অনুঃ)
৯। মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠের সওয়াব পৌছে কি? মুহাম্মদ আহমাদ (অনুঃ)
১০। মিফতাহুল জান্নাহ বা জান্নাতের চাবী - আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) (অনুঃ)
১১। সলাতে নারীর পোষাক ও পর্দা - শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) (অনুঃ)
১২। চার মাযহাবের অন্তরালে - খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান
১৩। তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা -ঐ
১৪। আপনি জানেন কি ? প্রচলিত সলাত এবং রসূল (সঃ) -এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু? -ঐ
১৫। আপনি জানেন কি ? রসূলুল্লাহ (সঃ) কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন? -ঐ
১৬। "অধিকাংশ লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। - ঐ
১৭। সহীহ হাদীসের আলোকে নফল সলাত -ঐ
১৮। সহীহ হাদীসের মানদন্ডে রাতের সলাত (তারাবীহ-তাহাজ্জুদ ও বিতর) -ঐ
১৯। জামা'আতে সলাত ত্যাগকারীর পরিণতি-ঐ
২০। চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হক্ব -ঐ
২১। ঈদের সালাতে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস ৬ তাকবীরের হাদীস কোথায়? -ঐ

আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

প্রতিষ্ঠাতা ঃ খলীলুর রহমান বিন ফজলুর রহমান (রহঃ)

বিজ্ঞ আলিমদের নির্ভেজাল ধর্মীয় বই পুস্তক প্রকাশসহ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।

সেবাই আমাদের কাম্য

ঠিকানা ঃ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, সংলগ্ন, ৭৯/ক উঃ যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪।

২৪ ঘন্টায় পার্সেল এর সুব্যবস্থা আছে।

মোবাইল ঃ ০১৭১২-৫৪৯৯৫৬

(যেকোন বইয়ের জন্য উপরোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন)